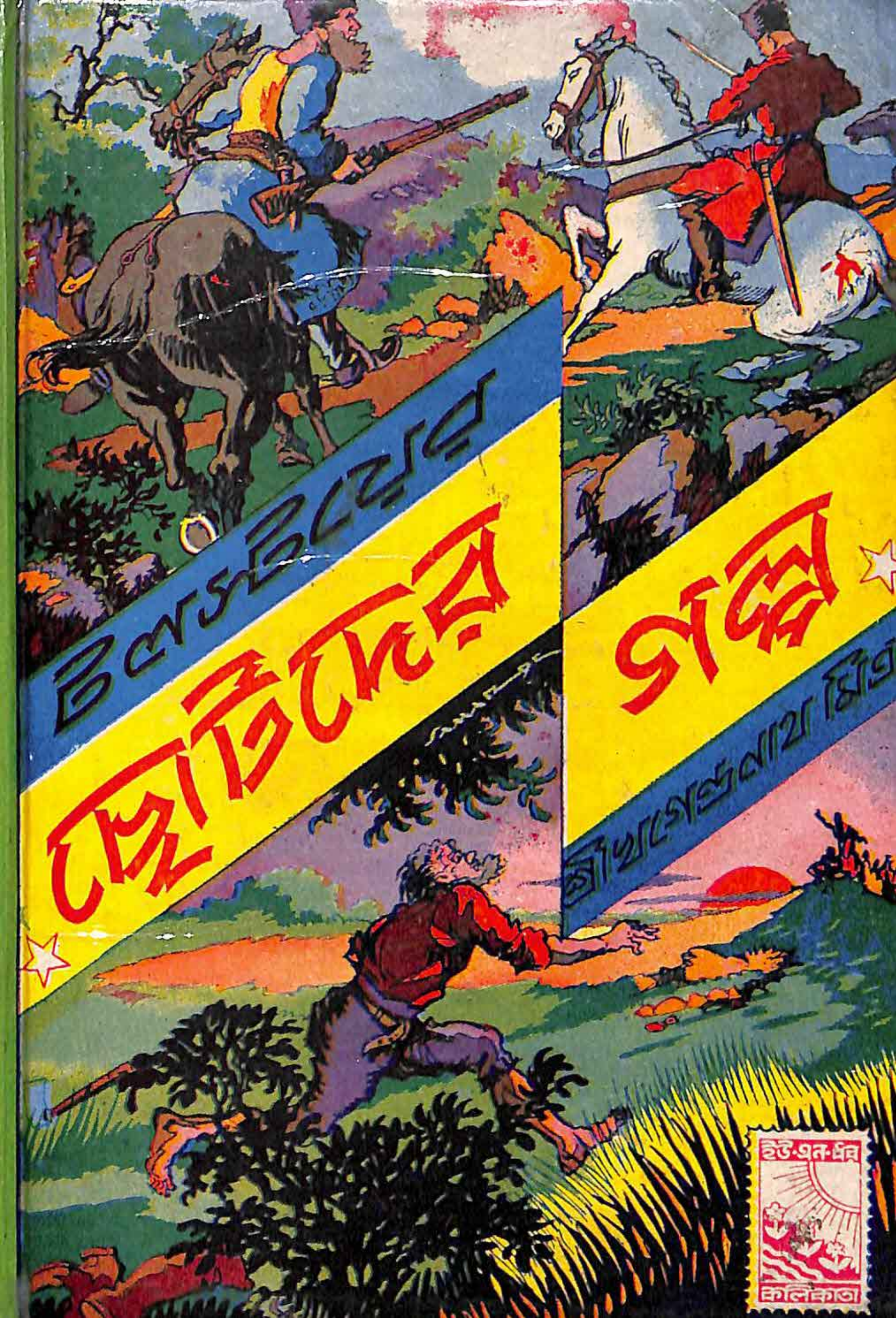

গল্প
শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র
ইউ-এন-ধর
কলিকাতা

টল্‌স্‌টয়ের ছোটদের গল্প

খগেন্দ্রনাথ মিত্র
দ্বিজেন্দ্রনাথ ধর

ইউ. এন্‌. ধর অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

মূল্য পনেরো টাকা মাত্র



লিও টলস্‌টয়

রাশিয়ার টুলা প্রদেশের অন্তর্গত ইয়াসনায়া পলিয়ানায় ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে অভিজাত জমিদার পরিবারে জন্ম! বাল্যে মাতৃপিতৃহীন। ধর্মপ্রাণা এক নিকট-আত্মীয়ার কাছে মানুষ। কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌবনে শিক্ষালাভের সময়ে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠেন। কিন্তু বাইশ বৎসর বয়সে তাঁর আসে পরিবর্তন। পৈতৃক জমিদারী দেখাশোনা অথবা সরকারী চাকুরী গ্রহণের আহ্বানকে উপেক্ষা করে সেনাদলের ভলানটিয়ার হয়ে ককেসাসে চলে যান। এই সময়ে তাঁর সেনাজীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ হয়। প্রথম রচনা 'চাইল্ডহুড'। সেনাদলে থাকার সময়ে লেখেন 'দি কসাক্‌স'। 'সেবাস্তোপল'ও তাঁর এই সময়ের রচনা।

সৈনিক জীবনের বীভৎসতা, নিষ্ঠুরতা, অমানবিকতা তাঁকে পীড়া দেয়। তিনি সেনাদল পরিত্যাগ করে সেণ্টপিটারসবুর্গে ফিরে আসেন। এর পর তিনি ইয়োরোপের নানা স্থান পর্যটন করে ১৮৫৮ খৃঃ নিজের জমিদারিতে প্রত্যাবর্তন করেন। শুরু

হয় তাঁর জীবনের নূতন অধ্যায়। তিনি এক মহান জীবনাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে কৃষকদের জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে যেতে চাইলেন। অভিনব পন্থায় বিদ্যালয় স্থাপন করলেন কিন্তু স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় তাঁকে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য অন্যত্র যেতে হল।

১৮৬২ খ্রষ্টাব্দে সোফিয়া বার্স-(Sophia Behrs)এর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। জীবনে এলো সুখ, এলো পরম প্রশান্তি। এই সময়েই তাঁর বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস War and Peace রচিত হয়। Anna Karenina রচনা করেন আরো কয়েক বৎসর পরে। কিন্তু আবার তাঁর জীবনে ঘনিয়ে এলো দুঃখ ও অশান্তির কালো মেঘ। সন্তানদের অকাল-মৃত্যু, স্ত্রীর স্বাস্থ্যহানি তাঁর জীবনকে করে তুললো দুর্বিষহ। কিন্তু অসাধারণ মানসিক শক্তি ও আত্মবিশ্বাসের বলে তিনি সকল অস্থিরতাকে জয় করলেন। নবতর এক গভীর উপলব্ধির আলোয় তাঁর অন্তরলোক হলো উদ্ভাসিত। আধ্যাত্মিক ধ্যানধারণার পথে মানবকল্যাণ-সাধনই হলো তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। তাঁর Resurrection নামক বিখ্যাত উপন্যাসে তিনি প্রচার করেছেন বিশ্বভ্রাতৃত্বের মহিমা। তাছাড়া The Power of Darkness, The Kreutzer Sonata প্রভৃতি উপন্যাসে তিনি তাঁর তীক্ষ্ণ সমাজ সচেতনতার পরিচয় দেন। My Confession, The Kingdom of God Within You প্রভৃতি এবং বহু ছোটগল্প তিনি রচনা করেন। শেষ জীবনে তিনি জমিদারী ত্যাগ করে দূরে সরে গেলেন। সর্বত্যাগী, আদর্শনিষ্ঠ, ঋষিপ্রতিম বিশ্ববন্দিত টলস্টয় ট্রেনে যাত্রার সময়ে অসুস্থ হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ১৯১০ খ্রষ্টাব্দে।

গল্প-সূচী


ককেশাসে
বন্দী

—এক—

ককেসাসের সেনা-বাহিনীতে জিলিন ছিল একজন পদস্থ সৈনিক। একদিন সে বাড়ি থেকে তার মায়ের চিঠি পেল ; তিনি লিখেছেন—"বাবা, আমি বুড়ো হয়ে পড়েছি ; মরবার আগে তোমাকে আর একবার দেখতে চাই। যদি মরি, তোমার হাতেই কবরে শুতে পারি, আর যদি বেঁচেই থাকি, আমার আশীর্ব্বাদ নিয়ে আবার তোমার কর্ম্মস্থলে ফিরে যেও। তোমার জন্যে একটি কনেও ঠিক করে রেখেছি। মেয়েটি বড় বুদ্ধিমতী, বড় ভাল, আর তার কিছু বিষয়সম্পত্তিও আছে। যদি তাকে পছন্দ হয়, বিয়ে করে ঘর-সংসার করো।"

জিলিন ভেবে দেখলো ,সত্যিই তো বৃদ্ধার শরীর তাড়াতাড়ি যে ভাবে ভেঙে পড়ছে, তাতে হয়ত সে তাঁকে জীবিত দেখবার আর সুযোগই পাবে না। তার যাওয়াই ভাল—আর কনেটি যদি সুন্দরী হয়, বিয়েই বা না করবে কেন সে? এই সব ভেবে সঙ্গীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, সৈন্যদের পানভোজনে আপ্যায়িত করে, যাবার জন্যে সে একদিন প্রস্তুত হ'ল।

ককেসাসে তখন যুদ্ধ চলছিল। দিন-রাতের মধ্যে কোন সময়ই পথঘাট নিরাপদ ছিল না। যদি কোন রুশ একা ঘোড়ায় চড়ে বা হেঁটে কিছুদূর যাবার চেষ্টা করতো, তাহলে তাতারেরা দেখতে পেলে তাকে হয় হত্যা করতো, না হয়, বন্দী করে

পাহাড়ের মধ্যে নিয়ে যেত। সেইজন্যে বন্দোবস্ত হয়েছিল যে, সপ্তাহে দু'বার করে সৈন্যরা এক দুর্গ থেকে আর এক দুর্গে পথিকদের পাহারা দিয়ে নিয়ে যাবে।

গ্রীষ্মকাল। সকালে দুর্গের বারান্দার নীচে মালগাড়িগুলো বোঝাই করা হ'ল। তারপর সৈন্যদল কুচ-কাওয়াজ করতে করতে দুর্গ থেকে বেরিয়ে পড়লো; এবং অন্য সকলেও রাস্তা দিয়ে চলতে লাগলো। জিলিন ছিল তাদের পিছনে, একটি ঘোড়ায় এবং তার মালপত্র ছিল একখানা আলাদা গাড়িতে মাল্‌গাড়িগুলোর সঙ্গে।

জিলিন ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে গেল এবং একজায়গায় দাঁড়িয়ে মালগাড়িগুলোর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো। হঠাৎ সে পেছন থেকে বিউগলের শব্দ শুন্‌তে পেল; দেখলো, ঐ সৈন্যরা আবার দাঁড়িয়েছে। সে ভাবলো—"আমি একা যদি অগ্রসর হই, তাতে ক্ষতি কি? আমার ঘোড়াটাও ভাল; যদি তাতারেরা আমাকে আক্রমণ করে, আমি ঘোড়া ছুটিয়ে পালাতে পারবো। তবে অপেক্ষা করাই, বোধ হয়, বুদ্ধিমানের কাজ হবে!"

সে ব'সে এই সব কথা ভাবছে। এমন সময়ে কোসটিলিন নামে আর একজন পদস্থ সৈনিক তার কাছে এগিয়ে এসে তাকে বললো—"এস জিলিন, আমরা দু'জনে এগিয়ে যাই। এ-অবস্থায় চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা অসহ্য। বড় কষ্ট হচ্ছে; গরমও প্রচণ্ড। ঘামে সার্টটা আমার গায়ে লেপটে গেছে।"

কোসটিলিনও ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিল, তবে তার সঙ্গে একটা বন্দুক ছিল। কোসটিলিন লোকটা ছিল খুবই মোটা ও ভারী। তার লাল মুখখানার ওপর দিয়ে ঝরঝর করে ঘাম বেয়ে পড়ছিল।

জিলিন কিছুক্ষণ ভাবলো ; তারপর জিজ্ঞাসা করলো—"তোমার বন্দুকে গুলিভরা আছে তো ?"

—"হাঁ, আছে।"

—"তবে চল, কিন্তু এই শর্ত্তে যে, দু'জনে একসঙ্গে থাকবো।"

তারপর দু'জনে গল্প করতে করতে দু'ধারে সতর্কদৃষ্টি রেখে প্রান্তরপথে অগ্রসর হতে লাগলো। চারধার বহুদূর অবধি তাদের চোখে পড়ছে। পথটা সমতল প্রান্তর পার হয়ে দুটো পাহাড়ের মাঝখানে একটা উপত্যকার ওপর দিয়ে চলে গেছে।

জিলিন বললো—"ঐ পাহাড়ের ওপর উঠে আমাদের একবার দেখে নেওয়া ভাল,—নইলে আমরা টের পাবার আগেই তাতারেরা আমাদের ওপর চড়াও হবে।" কিন্তু কোসটিলিন উত্তর দিল—"কি দরকার ? চল, আমরা এগিয়ে যাই।"

জিলিন কিন্তু সম্মত হলো না। সে বললো—"না, তুমি ইচ্ছে করলে এখানে অপেক্ষা করতে পার ; আমি গিয়ে চারধারটা একবার দেখবো।" এই ব'লে সে তার ঘোড়াটাকে বাঁ ধারে পাহাড়ের ওপর দিকে ঘুরিয়ে দিল। তাকে পিঠে নিয়ে ঘোড়াটা এমন লাফে লাফে পাহাড়ে উঠতে লাগলো, যেন তার হঠাৎ ডানা গজিয়ে গিয়েছে।

জিলিন পাহাড়ের চূড়ায় ওঠবার সঙ্গে সঙ্গেই তার কাছ থেকে দু'শ গজেরও কম তফাতে জন ত্রিশেক তাতারকে দেখতে পেল। তাদের দেখবামাত্রই সে ফিরলো, কিন্তু তাতারেরাও তাকে দেখতে পেয়েছিল। তারাও তার পেছনে পূর্ণবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের বন্দুক বার করলো।

ঘোড়া যত জোরে পারে, তত জোরে ছুটিয়ে নীচের দিকে নামতে নামতে জিলিন চীৎকার করে কোসটিলিনকে বললো—"বন্ধু। বন্দুকটা তুলে ধর।" এবং মনে মনে সে তার ঘোড়াটাকে বলতে লাগলো—"বাবা, এই বিপদ থেকে আমাকে নিয়ে তোমাকে পালাতেই. হবে। হোঁচট খেয়ে পড়ো না, তাহলেই সর্ব্বনাশ! একবার যদি বন্দুকটার কাছে গিয়ে পড়তে পারি, তাহ'লে ওরা আমাকে কিছুতেই বন্দী করে নিয়ে যেতে পারবে না।"

কিন্তু কোসটিলিন অপেক্ষা না করে, তাতারদের দেখেই তার ঘোড়াটাকে একবার এপাশে, একবার ওপাশে চাবুক মারতে মারতে পেছনে দুর্গের দিকে পূর্ণবেগে ছুটিয়ে দিল। পথের ধুলোয় লেজটি ছাড়া তার আর কিছুই দেখা গেল না।

জিলিন দেখলো, অবস্থা সঙ্গীন ;—বন্দুকটি ত গেছে, কেবল তলোয়ার দিয়ে সে আর কি করতে পারে? সে পালাবার মতলব করে রক্ষীদের দিকে ফিরে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল ; কিন্তু সেদিকেও দু'জন তাতার তার পথরোধ করবার জন্য ছুটে এল।

জিলিনের ঘোড়াটা ছিল ভাল ; কিন্তু তাদের ঘোড়া ছিল আরও ভাল। তা ছাড়া, তারা ছিল পথের ওপর। সে তার ঘোড়ার রাশ টেনে, আর একদিকে ফেরবার চেষ্টা করলো। কিন্তু ঘোড়াটা এত জোরে ছুটছিলো যে, বেগ সামলাতে পারলো না, তাতারদের দিকে সোজা ছুটে যেতে লাগলো। জিলিন দেখে, একজন লাল-দাড়িওয়ালা তাতার কালো রঙের ঘোড়ায় ঘাড়ে বন্দুক উঁচিয়ে দাঁত বার করে চীৎকার করতে করতে তার দিকে আসছে।

জিলিন মনে মনে বলে—"হাঁ! আমি তোমাদের চিনি ; তোমরা শয়তান। যদি আমাকে জীবন্ত ধরতে পার, তাহলে আমাকে গর্ত্তের মধ্যে রাখবে, আর চাবুক মারবে। আমি কিছুতেই জীবন্ত অবস্থায় ধরা দেব না।"

জিলিন লোকটা লম্বা-চওড়া জোয়ান না হলেও সাহসী ছিল। সে খাপ থেকে তলোয়ার খুলে নিয়ে এই ভাবতে ভাবতে সেই লাল-দাড়িওয়ালা তাতারটার দিকে বেগে অগ্রসর হ'তে লাগলো—"হয় ওর ওপর ঘোড়া চালিয়ে দেব, না হয়, আমার তলোয়ার দিয়ে ওকে আহত করবো।"

সে তখনও লোকটার কাছ থেকে এক-ঘোড়া সমান দূর, এমন সময় তাকে লক্ষ্য করে পেছন থেকে কে যেন গুলি ছুড়লো ; কিন্তু গুলিটা লাগলো তার ঘোড়ার গায়ে। ঘোড়াটা সশব্দে মাটিতে পড়ে গেল ; জিলিনের শরীরের অর্দ্ধেক পড়লো তার নীচে। সে ওঠবার চেষ্টা করতে লাগলো, কিন্তু দু'জন

তাতার, গায়ে তাদের উৎকট গন্ধ, অবিলম্বে তার ওপর বসে তার হাত ছু'খানা পিছমোড়া ক'রে বাঁধতে লাগলো। সে প্রাণপণ শক্তিতে তাদের ছু'জনকে ছিটকে ফেলে দিল। কিন্তু তিনজন তাতার তখুনি ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে তাদের বন্দুকের কুঁদো দিয়ে তার মাথায় মারতে লাগলো। জিলিন চোখে অন্ধকার দেখে ঢলে পড়লো। তাতারগুলো তখন তাকে ধরে তাদের জিন থেকে বাড়তি রাশ খুলে, তার হাত-ছুখানা পিছমোড়া করে তাতারী গেরো দিয়ে বাঁধলো। তারপর তারা তার মাথা থেকে টুপিটা ফেলে দিল, বুটজোড়া খুলে নিল, সারা শরীর তল্লাস করলো, পোষাক ছিঁড়ে দিল এবং তার টাকাগুলো ও ঘড়িটা কেড়ে নিল।

জিলিন তার ঘোড়াটার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলো। বেচারা যেমনভাবে পড়েছিল, ঠিক তেমনই ভাবে কাৎ হয়ে পড়ে আছে এবং মাটিতে রাখতে না পেরে পা-ছুটো শূন্যে ছুঁড়ছে। তার মাথায় একটা গর্ত্ত হয়ে গেছে! তার ভেতর থেকে কালো রক্তধারা বেরিয়ে হাত-কয়েক জায়গার ধূলোকে কাদা করে ফেলেছে। তাতারদের মধ্যে একজন ঘোড়াটার কাছ দিয়ে, তার জিনটা খুলতে আরম্ভ করলো। ঘোড়াটা তখনও পা ছুঁড়ছিল। তাতারটা একখানা ছোরা বার করে তাই দিয়ে তার গলার নলী কেটে ফেললো! ঘোড়াটার নলী থেকে 'হুস্' করে একটা শব্দ বেরিয়ে এল এবং সে একবার ধড়ফড় করলো। তারপরই সব শেষ!

তাতারটা জিন ও লাগামগুলো খুলে নিল। সেই লালদাড়িওয়ালা তাতারটা তার ঘোড়ায় উঠলো এবং আর সকলে জিলিনকে তার পেছনের জিনের ওপর তুলে বসিয়ে দিল। জিলিন যাতে পড়ে না যায়, সেজন্য তাতারটার কোমর-বন্ধনীর সঙ্গে রশি দিয়ে তাকে শক্ত করে বাঁধলো। তারপর সকলে পাহাড়ের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

বহু চড়াই-উৎরাই ভেঙে বহুদূর চলে আসার পর একটা নদীর ধারে পৌঁছে নদীটা ঘোড়া চড়েই তারা পার হ'ল। তারপর সুরু হ'ল উপত্যকার একটা কঠিন পথ। জিলিন দেখবার চেষ্টা করলো, তারা কোথায় চলেছে। কিন্তু রক্ত শুকিয়ে তার চোখের পাতা জুড়ে গিয়েছিল; সে দেখতে পারলো না। এধারে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। তারা আর একটা নদী পার হ'ল। তারপর সকলে একটা রুক্ষ পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে লাগলো। এই জায়গায় জিলিনের নাকে ধোয়ার গন্ধ এলো, অদূরে শোনা গেল কুকুরের ডাক। তারা একটা আউলে (তাতার গ্রামে) এসে পৌঁচেছে। তাতারেরা ঘোড়া থেকে নামলো, তাতার ছেলে-মেয়েরা ছুটে এসে জিলিনকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আনন্দে চীৎকার করতে তার গায়ে ঢিল মারতে আরম্ভ করলো।

সেই লাল-দাড়িওয়ালা তাতারটা ছেলে-মেয়েগুলোকে তাড়িয়ে দিল এবং জিলিনকে ঘোড়ার ওপর থেকে নামিয়ে নিয়ে তার চাকরকে ডাকলো। তার ডাকে সাড়া দিয়ে একজন

নোগে (এক শ্রেণীর তাতার) সেখানে এল। লোকটার চোয়ালের হাড় উঁচু, গায়ের ছেঁড়া ময়লা সার্টের ভেতর দিয়ে তার বুকখানা দেখা যাচ্ছে। তাতারটা যেন তাকে কিসের আদেশ দিল। সে গিয়ে এক জোড়া লোহার বেড়ি নিয়ে এল। দুখানা ওককাঠ দুধারে আংটা লাগানো। একটা আংটার সঙ্গে একটা কড়া ও তালা আঁটা।

তারা জিলিনের হাতের বাঁধন খুলে বেড়িটা তার পায়ে পরিয়ে তাকে টানতে টানতে একটা মরাইয়ে নিয়ে এল। তারপর তাকে তার মধ্যে ঠেলে দিয়ে দরজা বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দিল। জিলিন একগাদা সারের উপর গিয়ে পড়লো। তার ওপর সে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে রইলো। তারপর হাতড়ে হাতড়ে একটা নরম জায়গায় সরে গিয়ে সেখানে পড়ে রইল।

—দুই—

সে-রাতে জিলিন এক রকম ঘুমোলই না। বছরের সে-সময়টায় রাত খুব ছোট। দেওয়ালের ফাঁক দিয়ে শীঘ্রই দিনের আলো দেখা গেল।

সেই লালদাড়িওয়ালা তাতারটা মরাইয়ের ভেতর ঢুকলো, তার সঙ্গে আর একজন তাতার। লোকটা তার চেয়ে মাথায় খাটো, রঙ কিছু ময়লা, চোখ-দুটো উজ্জ্বল, গাল দু'খানা লাল এবং মুখে খাটো দাড়ি। লোকটার মুখে বেশ হাসি-হাসি ভাব এবং সে সর্ব্বদাই হাসছিল। লোকটার পোষাকও লাল-

দাড়িওয়ালা লোকটার পোষাকের চেয়ে জমকালো। সে একটি নীল রঙের সিল্কের জামা পরেছিল। জামাটার ধারে ধারে সোনালী জরি। তার কোমর-বন্ধনীতে ছিল একখানা রূপোর হাতওয়ালা বড় ছোরা, পায়ে রূপালী জরির কাজ-করা চটি এবং মাথায় ভেড়ার চামড়ার সাদা টুপি।

সেই লাল-দাড়িওয়ালা তাতারটা ভেতরে ঢুকে যেন বিরক্তির সঙ্গে কি বলে উঠলো। তারপর চৌকাঠে হেলান দিয়ে ছোরাখানা নাড়তে নাড়তে নেকড়ে বাঘের মত উজ্জ্বল চোখে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আর, সেই ময়লা লোকটা সোজা জিলিনের কাছে এসে তার সামনে উঁচু হয়ে বসে তার কাঁধে একটা থাবা মেরে তাতার-ভাষায় খুব তাড়াতাড়ি কথা বলে যেতে লাগলো। সে বার বার বলতে লাগলো—"ভাল রুশ।" জিলিন তার একটি বর্ণও বুঝতে পারলো না, বললো—"জল! আমাকে একটু জল দাও।"

জিলিন ঠোঁট আর হাত দিয়ে ইসারা করে দেখালে যে, সে একটু জল পান করতে চায়। সেই ময়লা লোকটা এবার তার কথা বুঝে হেসে উঠলো। তারপর সে দরজা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে কাকে যেন ডাকলো—"দিনা।"

একটি ছোট মেয়ে ছুটতে ছুটতে এল। মেয়েটি রোগা, মাথায় খাটো, বয়স বছর তেরো হবে; তার মুখখানা দেখতে সেই ময়লা লোকটার মত। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল, সে ঐ লোকটারই মেয়ে।

তার বাবা তাকে কি যেন করতে বললো। সে ছুটে চলে গেল; তারপরই এক 'জাগ' জল নিয়ে এল। জিলিন জল খেয়ে খালি 'জাগটা' তার হাতে ফিরিয়ে দিতেই জাগটা নিয়ে সে ছুটে বেরিয়ে গেল এবং একখানা বারকোসে খান-কয়েক আধসেঁকা রুটি নিয়ে এল। জিলিনের খাওয়া হলে তাতারেরা সকলে বেরিয়ে গিয়ে আবার দরজায় তালা লাগিয়ে দিল। কিছু পরেই সেই নোগেটা এসে বললে—"আইদা! আইদা!"

সেও রুশ ভাষা জানতো না। জিলিন কেবল বুঝলো যে, তাকে কোথায় যেতে বলা হচ্ছে। সে খোঁড়াতে খোঁড়াতে সেই নোগেটার অনুসরণ করতে লাগলো। তার পায়ে বেড়ি ছিল বলে সে চলতেই পারছিল না। মরাইয়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে দেখে সামনে তাতারদের গ্রাম। গ্রামে দশ-বারখানা বাড়ি, তাদের মধ্যে একটি মসজিদ, মাথায় ছোট গম্বুজ। একটা বাড়ির সামনে তিনটে জিন-আঁটা ঘোড়া দাঁড়িয়েছিল, কতকগুলি ছোট ছোট ছেলে তাদের লাগাম ধরেছিল। সেই হাসি-মুখ তাতারটা বাড়িটার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল এবং জিলিনকে নিয়ে ভেতরে যাবার জন্য নোগেটাকে হাতছানি দিয়ে ইংগিত করলো। তারপর সে হেসে তাতার-ভাষায় কি যেন বলে ঘরের ভেতর চলে গেল।

জিলিন ভেতরে ঢুকলো। ঘরখানির দেয়ালগুলো কাদা দিয়ে বেশ সমান করে তৈরী। সামনের দেওয়ালের কাছে কতকগুলো জমকালো রঙের পালকের বিছানা সাজানো ছিল।

পাশের দেওয়ালগুলো ছিল দামী কার্পেটে ঢাকা। তার ওপরে আঁটা ছিল, রূপোর-কাজ-করা বন্দুক, পিস্তল ও তলোয়ার। একটা দেওয়ালের কাছে ষ্টোভ। ঘরের মেঝেটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। একটা কোণে খানিকটা জায়গার ওপর কম্বল বিছানো। কম্বলটার ওপর পালকের কতকগুলো বসবার গদি সাজানো।

সেই পাঁচখানা গদির ওপর বসেছিল, পাঁচজন তাতার—সেই ময়লা লোকটা, সেই লাল-দাড়িওয়ালা লোকটা ও তিনজন অতিথি। তাদের প্রত্যেকের পায়ে বাড়িতে পরবার চটি, প্রত্যেকের পিঠের দিকে একখানি করে গদি। তাদের সামনে ছিল একখানা বারকোষে একরাশ কেক, একটা বড় বাটিতে গলানো মাখন, আর একটা জাগে 'বুযা' (তাতার পানীয়)। তারা সেই মাখনে কেক ডুবিয়ে হাত দিয়ে তুলে খাচ্ছে।

সেই ময়লা লোকটা লাফিয়ে উঠে জিলিনকে কার্পেটের ওপর থেকে সরিয়ে মেঝের ওপর বসতে বললো, তারপর সে কার্পেটের ওপর বসে তার অতিথিদের সামনে কেক আর 'বুযা' এগিয়ে দিল। সেই চাকরটা জিলিনকে মেঝেয় বসিয়ে তার নিজের জুতো-জোড়া খুলে বাইরে যেখানে আর সকলের জুতো ছিল, সেখানে রেখে, কম্বলের ওপর তার মনিবদের কাছে বসে তাদের খাওয়া দেখতে দেখতে ঠোঁট চাটতে লাগলো।

তাতারেরা ইচ্ছেমত কেক, মাখন ও পানীয় গ্রহণ করবার পর একটি স্ত্রীলোক এসে তাদের ভুক্তাবশিষ্টগুলো নিয়ে গেল।

তারপর সে একটা পাত্র ও জলভরা বদনা নিয়ে এল। তাতারেরা সেই জলে হাত ধুয়ে হাত জোড় করে হাঁটু গেড়ে বসে চারধারে ফুঁ দিয়ে নামাজ পড়লো। তারপর নিজের মধ্যে কিছুক্ষণ আলোচনা করে অতিথিদের মধ্যে একজন রুশভাষায় জিলিনের সংগে কথা বলতে লাগলো।

সেই লাল-দাড়িওয়ালা তাতারটাকে এক আঙুল দিয়ে দেখিয়ে সে বললো—"তোমাকে ধরে এনেছিল, কাজি মহম্মদ। কাজি মহম্মদ তোমাকে দিয়েছে, আবদুল মুরাদকে।" বলে সে সেই ময়লা তাতারটাকে দেখিয়ে দিল। "আবদুল মুরাদই এখন তোমার মনিব।"

জিলিন চুপ করেই ছিল।

তখন আবদুল মুরাদ হেসে হেসে কথা বলতে আরম্ভ করলো এবং জিলিনকে দেখিয়ে বারবার বলতে লাগলো —"সৈনিক রুশ, ভাল রুশ।"

সেই দোভাষী বললো—"ও তোমাকে বাড়িতে চিঠি লিখে তোমার বন্দিত্ব থেকে মুক্তির মূল্যস্বরূপ টাকা আনবার আদেশ দিচ্ছে। টাকাগুলো এলেই ও তোমাকে মুক্তি দেবে।"

জিলিন কয়েক মুহূর্ত্তে ভেবে বললো—"ও কত টাকা চায়?"

তাতারেরা কিছুক্ষণ নিজেদের মধ্যে আলোচনা করলো; তারপর সেই দোভাষী বললো—"তিন হাজার রূবল।"

জিলিন বললো—"না, অত দেবার সামর্থ্য আমার নেই।"

আবদুল মুরাদ লাফিয়ে উঠে হাত নেড়ে জিলিনের সংগে কথা বলতে আরম্ভ করলো। সে মনে করলো, জিলিন তার কথা বুঝতে পারছে। সেই দোভাষী কথাগুলো তর্জ্জমা করে বললো—"তুমি কত দেবে?"

জিলিন ভেবে বললো—"পাঁচশো রুবল।"

তার এই কথায় তাতারেরা, একসংগে পাঁচজনেই, নিজেদের মধ্যে খুব তাড়াতাড়ি কথা বলতে আরম্ভ করলো। আবদুল চীৎকার করে সেই লাল-দাড়িওয়ালা তাতারটাকে এত তাড়াতাড়ি কি বলতে লাগলো যে, তার মুখ থেকে থুথু ছিটকে পড়তে লাগলো। সেই লাল-দাড়িওয়ালা তাতারটা কেবল চোখ পাকিয়ে জিভ দিয়ে শব্দ করলো!

কিছুক্ষণ পরে সকলে শান্ত হলে দোভাষী বললো—"তোমার মনিব পাঁচ শ' রুবলে সন্তুষ্ট নন! উনি তোমার জন্য নিজেই দিয়েছেন ছ' শ' রুবল। কাজি মোহম্মদ ওঁর কাছে ঋণী ছিল এবং ঋণ-পরিশোধের জন্য সে তোমাকে বন্দী করে এনেছিল। তিন হাজার রুবলই চাই। তার কমে হবে না। যদি তুমি লিখতে আপত্তি কর, তাহলে তোমাকে গর্তের মধ্যে রাখা হবে, আর চাবুক মারা হবে।"

জিলিন ভাবলো—এদের যত ভয় করা যাবে, ততই এরা পেয়ে বসবে।

সেও লাফিয়ে উঠে বললো—"তুমি ঐ কুকুরটাকে বল, ও যদি আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করে, আমি বাড়িতে চিঠিই

লিখবো না, আর ও কিছুই পারে না। তোমাদের মত কুকুরদের আমি কখনও ভয় করিনি এবং এখনও করি না।"

দোভাষী তর্জ্জমা করে দিল এবং তারা সকলে আবার একসংগে কথা বলতে আরম্ভ করলো। অনেকক্ষণ বকবার পর আবতুল মুরাদ লাফিয়ে উঠলো এবং জিলিনের কাছে এসে বললো—"ঝিগিৎ রুশ। ঝিগিৎ রুশ।" (ঝিগিৎ তাতার ভাষায় সাহসী)

সে কিছুক্ষণ হাসলো এবং দোভাষীকে কিছু বলতেই সে তর্জ্জমা করে বললো—"এক হাজার রূবল দিলেই উনি খুশী হবেন।"

জিলিন একটুও নরম হ'ল না ; বললো—"আমি পাঁচ শ' রূবলের বেশি দেব না। যদি তোমরা আমাকে মেরে ফেল, কিছুই পাবে না।"

তাতারগুলো কিছুক্ষণ নিজেদের মধ্যে কথাবার্ত্তা বলে, চাকরটাকে কি যেন আনতে পাঠিয়ে একবার জিলিনের দিকে ও একবার দরজার দিকে তাকাতে লাগলো। চাকরটা ফিরে এল। তার পেছনে পেছনে এল একটা মোটা লোক। তারও খালি পা এবং পায়ে বেড়ি, পোষাক ছিন্ন।

জিলিন অবাক হয়ে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। এ যে কোসটিলিন! তাকেও বন্দী করে এনেছে! তু জনকে পাশা-পাশি রাখা হ'ল এবং যা ঘটেছিল, তারা পরস্পরকে বলতে লাগলো। তাতারেরা তখন তাদের দিকে চুপ করে তাকিয়ে

রইল। কোসটিলিনের কি হয়েছিল, সে তার বর্ণনা করলো। সে বলে গেল, কি করে তার ঘোড়াটা থমকে দাঁড়ায়, তার বন্দুকে আওয়াজ হয় না এবং কি করে ঐ আবতুল মুরাদ তাকে বন্দী করে।

আবতুল লাফিয়ে উঠে কোসটিলিনকে দেখিয়ে কি যেন বললো। দোভাষী তর্জমা করে বললে যে, তারা তু'জনেই এখন একই মনিবের অধীন। তাদের মধ্যে যে আগে মুক্তিপণ দেবে, তাকেই আগে ছেড়ে দেওয়া হবে। সে জিলিনকে বললো—"তুমি রাগ করছো, কিন্তু তোমার ঐ সাথী বেশ শান্ত। ও বাড়িতে চিঠি লিখেছে। তারা পাঁচ হাজার রূবল পাঠাবে। সেইজন্য ভাল খেতে দেওয়া হবে, ওর সঙ্গে ব্যবহারও করা হবে ভাল।"

জিলিন বললো—"আমার সাথীর যা ইচ্ছে সে তাই করতে পারে। হতে পারে ও ধনী, আমি তো তা নই। আমি পাঁচ শ' রূবলের বেশি পাঠাতে লিখবো না।"

সকলে চুপ করে রইল। হঠাৎ আবতুল লাফিয়ে উঠলো এবং একটা ছোট কাঠের বাক্স এনে তার ভেতর থেকে কালি-কলম, আর এক টুকরো কাগজ বার করে জিলিনকে দিয়ে তার কাঁধে একটা থাবা মেরে তাকে লিখতে ইসারা করলো। সে পাঁচ শ' রূবল নিতেই সম্মত।

জিলিন দোভাষীকে বললো—"একটু অপেক্ষা কর। ওকে বল, ও যেন আমাদের ভাল খাবার, উপযুক্ত পোষাক ও জুতো

দেয়, আর আমাদের দু'জনকে একই সঙ্গে রাখে। তাতে আমরা কতকটা আনন্দে থাকবো। আর, এই বেড়ীগুলো আমাদের পা থেকে খুলে নিতে হবে।" বলে জিলিন তার মনিবের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠলো।

মনিবও হেসে উঠলো। তারপর সে যা বললো, দোভাষী তার তর্জমা করে দিল—"আমি ওদের দু'জনকে সব চেয়ে ভাল পোষাক দেব—একটা ঢিলা আলখাল্লা আর বুট—যা পরে বিয়ে করতে যাওয়া যায়। আমি ওদের রাজভোগ খাওয়াব। ওদের যদি খুশী হয়, দু'জনে মরাইয়ের ভেতর থাকতে পারে। কিন্তু আমি বেড়ি খুলে নিতে পারবো না। তাহলে ওরা পালিয়ে যাবে। তবে রাতের বেলা বেড়ি খুলে নেওয়া হবে।"

জিলিন চিঠি লিখলো। কিন্তু সে তার ওপর ভুল ঠিকানা লিখলো, মনে মনে বললো—"আমি তো সরে পড়বো।"

আবদুল লাফিয়ে উঠে জিলিনের কাঁধে থাবা মেরে বললো—"তুমি ভাল, আমি ভাল।"

তারপর জিলিন ও কোসটিলিনকে সেই মরাইয়ে আবার নিয়ে যাওয়া হ'ল, এবং তাদের দেওয়া হ'ল ভুট্টার খড়, এক জাগ জল, কিছু রুটি, দুটো পুরোনো আলখাল্লার মত জামা ও দু' জোড়া বুট। শেষের জিনিষগুলো যে, মৃত রুশ সৈন্যদের দেহ থেকে খুলে নেওয়া হয়েছিল, তাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। রাত্রে তাদের পা থেকে বেড়ি খুলে নিয়ে মরাইয়ের মধ্যেই বন্দী করে তালা দিয়ে রাখা হ'ল। এই ভাবে জিলিন আর তার

বন্ধু পূরো একটি মাস কাটিয়ে দিল। মনিবটি সব সময় হাসে আর বলে—"তুমি, আইভান, ভাল, আমি, আবদুল, ভাল।" কিন্তু সে খাবার দিতে লাগলো জঘন্য।

কোসটিলিন তার বাড়িতে আবার চিঠি লিখে টাকার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো। কখন কখন সে মরাইয়ের মধ্যে বসে দিনের পর দিন কেবল ঘুমোতো বা বসে বসে চিঠি আসবার দিন গুণতো।

জিলিন জানতো তার চিঠি কারো কাছেই পৌঁছবে না। সে ভাবলো—"মা আমার মুক্তিপণের টাকা কোথায় পাবেন? আমি যা পাঠাতাম, তিনি তাই দিয়েই নিজের দিন চালাতেন। পাঁচ শ' রুবল জোগাড় করতে গেলে ত তিনি মারা পড়বেন। ভগবানের দয়ায় আমি নিশ্চয়ই পালিয়ে যেতে পারবো।"

রাতদিন সে পালাবার মতলব করতে থাকে। সে কখন শিষ দিতে দিতে গ্রামের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়, কখন বসে বসে কাদা দিয়ে পুতুল গড়ে, কখন বা গাছের নরম ডাল দিয়ে ঝুড়ি তৈরী করে। সে হাতের কাজকর্মে বেশ দক্ষ।

সে একবার একটা পুতুল তৈরী করলো—পুতুলটার নাক, হাত, পাও হ'ল। পুতুলটাকে সে তাতারী ঘাগরা পরিয়ে মরাইয়ের ছাদে রেখে দিল। জল আনতে যাবার পথে আবদুলের মেয়ে দিনা পুতুলটাকে দেখে অন্য স্ত্রীলোকদের ডেকে আনলো।

সকলে তাদের ঝারিগুলো পথের ওপর রেখে পুতুলটার

দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে হাসতে লাগলো। জিলিন পুতুলটা নামিয়ে নিয়ে তাদের দিকে বাড়িয়ে ধরলো। তারা হাসতে লাগলো, কিন্তু কেউ নিতে সাহস করলো না। জিলিন পুতুলটা মাটিতে রেখে মরাইয়ের ভেতর গিয়ে দেখতে লাগলো কি হয়।

দিনা পুতুলটার কাছে ছুটে এগিয়ে গিয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে সেটা তুলে নিয়েই দিলে ছুট।

পরদিন সকাল হ'লে সে লক্ষ্য করতে লাগলো। দিনা বাড়ি থেকে বেরিয়ে পুতুলটাকে নিয়ে দরজায় বসলো। পুতুলটাকে সে লাল কাপড় পরিয়েছিল। সে সেটাকে কোলের ওপর রেখে শিশুর মত দোল দিতে দিতে তাতারদের ঘুমপাড়ানী ছড়া গাইতে লাগলো।

এমন সময় একটা বুড়ী বেরিয়ে এসে তাকে বকতে আরম্ভ করলো এবং পুতুলটা তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেলে দিনাকে তার কাজে পাঠিয়ে দিল। কিন্তু জিলিন আর একটি পুতুল তার চেয়েও ভাল করে গড়ে দিনাকে দিল।

একদিন দিনা একটা ছোট জাগ এনে মাটিতে রেখে সেখানে বসলো এবং জিলিনের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে জাগটা দেখাতে লাগলো। জিলিন ভাবলো—"ওর এত হাসির কারণ কি? জল আছে ভেবে সে জাগটা তুলে নিল; কিন্তু দেখলো, জলের বদলে তার মধ্যে রয়েছে—দুধ! সে দুধটা পান করে বললো—"চমৎকার।"

দিনা বড় খুসি হ'ল। সে বললো—"ভাল আইভান, ভাল।" সে লাফ দিয়ে উঠে হাততালি দিল। তারপর জাগটা তুলে নিয়ে পালাল। তারপর থেকে সে রোজ একটু করে দুধ লুকিয়ে এনে জিলিনকে দিতে লাগলো।

তাতারেরা ছাগলের দুধ থেকে এক রকম পনির তৈরী করে ছাদে রেখে শুকিয়ে নেয়। দিনা জিলিমকে কখন কখন এই পনির লুকিয়ে এনে দিত ; এবং বাড়ীতে যদি কোনদিন ভেড়া জবাই হ'ত, সে সেই ভেড়ার একটুকরো মাংস হাতার ভেতর লুকিয়ে এনে জিলিনকে দিত। কিন্তু সে জিনিষগুলো এনে মাটিতে রেখেই ছুটে পালাত!

একদিন প্রচণ্ড ঝড় উঠলো এবং পূরো এক ঘণ্টা ধরে বৃষ্টি হ'ল। সমস্ত পার্ব্বত্য নদীগুলোর জল ঘোলা হয়ে গেল। বাঁধের জল এত বাড়লো যে, সাত ফুট উঁচু হয়ে উঠলো এবং স্রোত এমন প্রখর হ'ল যে, বড় বড় পাথরগুলোকে পর্যান্ত ঠেলে নিয়ে যেতে লাগলো। চারধারে স্রোত বইতে লাগলো এবং পাহাড়ের ভেতর ঘর্ঘর শব্দও বন্ধ হ'ল না। ঝড় থেমে গেলে গ্রামের পথ দিয়ে জলধারা বয়ে যেতে লাগলো।

জিলিন তার মনিবের কাছ থেকে একখানা ছুরি চেয়ে নিয়ে তাই দিয়ে কাঠ কেটে একটা ছোট চোঙ তৈরী করলো ; তারপর তক্তা কেটে একখানা চাকা গড়লো ; আর, সেই চাকার দু'দিকে দুটো পুতুল দিল এঁটে। ছোট ছোট মেয়েরা তাকে নানান্ রঙের ছোট ছোট কাপড়ের টুকরো এনে দিল। টুকরোগুলো

দিয়ে পুতুল ছুটোর একটাকে কৃষক ও আর একটাকে কৃষাণীর মত কাপড় পরাল। তারপর সে ছুটোকে বেশ শক্ত করে বেঁধে চাকাখানা জলের স্রোতের মাঝে এমন ভাবে রাখলো যাতে; একটু ধাক্কা লাগলেই সেটা ঘোরে। চাকাখানা যেমন ঘুরতে লাগলো, অমনি সেই পুতুল ছুটোও নাচতে আরম্ভ করলো।

গ্রামের ছেলে-বুড়ো সকলে তাই দেখতে চারধার থেকে ভেঙে পড়লো। তারা দেখতে দেখতে বলতে লাগলো—"বাঃ! রুশ। বাঃ! আইভান!"

আবছুলের একটা রুশদেশে তৈরী ঘড়ি ছিল। ঘড়িটা ভেঙে গিয়েছিল। সে জিলিনকে ডেকে ঘড়িটা দেখিয়ে জিভ দিয়ে টিক টিক শব্দ করতে লাগলো।

জিলিন বললো—"আমাকে দাও; আমি ওটা সেরে দেব।"

সে ছুরি দিয়ে ঘড়িটার সমস্ত অংশ একেবারে খুলে পরিষ্কার করে আবার সেগুলোকে লাগিয়ে দিল। ঘড়িটা ঠিক চলতে আরম্ভ করলো। মনিব খুশি হয়ে জিলিনকে একটা পুরোনো শতছিদ্র জামা উপহার দিল। জিলিনকে বাধ্য হয়ে সেটা নিতে হ'ল। আর কিছু না হোক, রাত্রে সেটা গায়ে দেওয়া চলবে।

তারপর জিলিনের খ্যাতি চারধারে ছড়িয়ে পড়লো। দূরের গ্রাম থেকেও তাতারেরা তার কাছে আসতে লাগলো। তাকে দিয়ে সারাবার জন্যে তাদের কেউ আনতে লাগলো বন্দুক, কেউ পিস্তল, কেউ বা ঘড়ি। তার মনিব তাকে কতকগুলো যন্ত্র দিয়েছিল। একদিন একজন তাতার অসুস্থ হয়ে পড়লো।

সকলে জিলিনের কাছে গিয়ে বললো—“লোকটাকে সারিয়ে দিয়ে এস।”

জিলিন অবশ্য ডাক্তারির কিছু জানতো না। তবুও সে লোকটাকে দেখতে গেল এবং মনে মনে বললো—“হয়ত লোকটা আপনিই সেরে উঠবে।” সে মরাইয়ে ফিরে এসে খানিকটা জলের সঙ্গে একটু বালি মিশিয়ে নিয়ে গেল এবং সকলের সামনে জলটার ওপর মন্ত্রপড়ায় মত বিড়বিড় করে সেটা রোগীকে পান করতে দিল। জিলিনের বরাতে লোকটা সেরে উঠলো।

জিলিন দুটি চারটি করে তাতারদের ভাষা শিখতে লাগলো এবং অনেকে তার সঙ্গে ভাব করলো। তাদের দরকার পড়লে তারা তাকে “আইভান! আইভান!” ব'লে ডাকতো! আবার অনেকে তাকে আড়চোখে দেখতো, যেন সে একটা কোন জন্তু। সেই লালদাড়িওয়ালা তাতারটা কিন্তু জিলিনকে পছন্দ করতো না। সে তাঁকে দেখলেই ভ্রূ কুঁচকে সরে যেত বা তাকে গালি দিত।

—তিন—

এইভাবে জিলিনের আরও একমাস কাটলো। দিনের বেলায় সে কখন কখন গ্রামের পথে ঘুরে বেড়ায় বা বসে বসে কোন কিছু তৈরি করে এবং রাতের বেলা গ্রাম ‘নিশুতি’ হলে সে মরাইয়ের মেঝেতে সুড়ঙ্গ খোঁড়ে। মেঝেতে পাথর ছিল;

সেজন্য কাজটা সহজ ছিল না। কিন্তু রাতের পর রাত সে উকো দিয়ে ঘষে দেওয়ালের নীচে বাইরে বেরিয়ে যাবার মত একটা সুড়ঙ্গ খুঁড়ে ফেললো। সে মনে মনে বললো —"কোন পথ দিয়ে যেতে হবে, যদি জানতে পারতাম! তাতারেরা ত কেউ আমাকে তা বলবে না।"

সেইজন্যে একদিন তার মনিব যখন বাড়ি ছিল না, সে দুপুর বেলা খাবার পর গ্রাম থেকে কিছুদূরে যে পাহাড়টা ছিল, তার ওপর উঠে চারধারের অবস্থা দেখবার জন্য রওনা হ'ল। কিন্তু তার মনিব যখনই কোথাও যেত, তখনই তার ছেলেকে জিলিনের ওপর নজর রাখতে বলে যেত। ছেলেটা তাই তার পেছনে চীৎকার করতে করতে ছুটলো—"যেও না—বাবা বারণ করেছে—না ফিরে এলে আমি এখনই সকলকে ডাকবো।"

জিলিন ছেলেটাকে বললো—"আমি বেশি দূর যাচ্ছি না। কেবল ঐ পাহাড়টার ওপর উঠতে চাই। একটা ওষুধের গাছের দরকার—তা দিয়ে লোকের রোগ সারাবো। ইচ্ছে হলে, তুমিও আমার সঙ্গে এস। এই বেড়ি পরে কি আমি পালাতে পারি? কাল আমি তোমাকে তীর-ধনুক তৈরি করে দেব।"

ছেলেটা জিলিনের কথায় ভুলে তার সঙ্গে গেল। দেখে মনে হয় না যে পাহাড়টা খুব উঁচু; কিন্তু বেড়ি পায়ে দিয়ে তার ওপর উঠা বড় কঠিন। জিলিন অতিকষ্টে ক্রমাগত চলতে লাগলো এবং সে চূড়ায় উঠে চারধারে অবস্থাটা লক্ষ্য করতে লাগলো। দক্ষিণে, মরাইয়ের ওধারে একটা উপত্যকা দেখা

যাচ্ছে। তার ওপর এক পাল ঘোড়া চরছে। উপত্যকাটির নীচে দেখা যাচ্ছে আর একখানা আউল। তারপর একটা খাড়া পাহাড়, তারপর আবার একটা পাহাড়।

সেই পাহাড়-ছুটোর মাঝে, নীল দিগন্তে বিছানো রয়েছে বন, তারও ওধারে দেখা যাচ্ছে, পর্ব্বতশ্রেণী। তা ক্রমেই উঁচু হয়ে উঠে গেছে। তাদের মধ্যে সব চেয়ে উঁচু পর্ব্বতখানার চূড়া চিনির মত সাদা বরফে ঢাকা। তাদের মধ্যেও আবার একটি সকলের মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে। পূর্বে ও পশ্চিমেও রয়েছে সেই ধরণের পাহাড়। এখানে-ওখানে গিরিসঙ্কট থেকে ধোঁয়া উঠছে।

জিলিন ভাবলো—"এই সব হ'ল তাতারদের দেশ।" তারপর সে রুশদেশের দিকে তাকালো। সে যে পাহাড়ের চূড়ায় বসে ছিল, তার পায়ের কাছে রয়েছে, একটা নদী এবং যে গ্রামে সে বাস করতো ছোট ছোট বাগান-ঘেরা সেই গ্রামখানি।

গ্রামের স্ত্রীলোকদেরও সে দেখতে পাচ্ছিল ছোট ছোট পুতুলের মত, নদীর ধারে বসে কাপড় কাচছে। গ্রাম ছাড়িয়ে একটা পাহাড় দেখা যাচ্ছিল, দক্ষিণের পাহাড়টার চেয়ে ছোট। সেটা ছাড়িয়ে ঘন-জঙ্গলে-ঢাকা আরও ছুটো পাহাড়। এই ছুটো পাহাড়ের মাঝখানে একখানি নীলাভ উপত্যকা এবং এই উপত্যকা ছাড়িয়ে দূরে, বহুদূরে ধোঁয়ার মেঘের মত একটা কি যেন দেখা যাচ্ছে। জিলিন মনে করবার চেষ্টা করলো,

সে যখন দুর্গে থাকতো, তখন সূর্য কোন দিকে উদয় হ'ত এবং কোন দিকে অস্ত যেত। সে হিসেব করে দেখলো ঐ উপত্যকাতেই আছে রুশদুর্গ। সে যখন পালাবে, তখন তাকে ঐ পাহাড়ের মধ্য দিয়েই যেতে হ'বে।

তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছিল। সেই সাদা-তুষারে-ঢাকা পর্বত-গুলো লাল হয়ে উঠেছে, আর কালো পাহাড়গুলো হয়ে গেছে আরও কালো। গিরিসঙ্কট থেকে কুয়াশা উঠতে আরম্ভ করেছে এবং সেই উপত্যকাতে, যার ওপর রুশদুর্গ আছে বলে সে মনে করছে, অস্ত-রবির সোনালী আভায় যেন তাতে আগুন লেগে গেল। জিলিন বেশ করে লক্ষ্য করতে লাগলো। সেই উপত্যকার ওপর কি যেন চিমনির ধোঁয়ার মত কাঁপছে। জিলিন নিশ্চিত ভাবে বুঝতে পারলো যে, সেইখানেই রুশদুর্গ আছে।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। মোল্লার আজানধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। রাখালেরা পশুপালকে ঘরে ফিরিয়ে আনছে। গরুর হাম্বারব কানে আসছে, আর সেই ছেলেটা বার বার বলছে—"ঘরে ফিরে চল।" কিন্তু জিলিনের মন ফিরে যেতে চাইছিল না।

অবশেষে দু'জনে ফিরে গেল। জিলিন ভাবলো—"এখন আমি পথ জেনেছি। এই পালাবার সময়।"

সেই রাত্রেই সে পালিয়ে যাবার মতলব করলো।

শুক্লপক্ষ। তখনও কিন্তু রাত অন্ধকার। জিলিন ভাবলো—আজ রাতেই পালানো সুবিধা। সে কোসটিলিনকে

সে-কথা বললো। কিন্তু কোসটিলিনের সাহস হ'ল না। সে বললো—"কি করে আমরা পালাবো ? আমরা পথও চিনি না।"

জিলিন বললো—"আমি চিনি।"

—"তুমি চিনলেও আমরা একরাত্রে রুশ-দুর্গে পৌঁছতে পারবো না।"

—"না পারলে আমরা জঙ্গলে ঘুমোব। এই দেখ, আমি কিছু পনির জমিয়ে রেখেছি। এখানে প্যাঁচার মত বসে থেকে লাভ কি ? তোমার বাড়ীর লোকেরা যদি তোমার মুক্তিপণের টাকা পাঠায়—ভালই। কিন্তু মনে কর, তারা যদি টাকা সংগ্রহ করতে না পারে ? তাতারেরা এখন ভয়ানক রেগে আছে, কারণ, রুশরা ওদের একজনকে মেরে ফেলেছে। ওরা আমাদের মেরে ফেলবার জন্য পরামর্শ করছে।"

কোসটিলিন ব্যাপারটা ভেবে নিয়ে বললো—"বেশ, চল যাই।"

—চার—

জিলিন সুড়ঙ্গের ভেতর ঢুকে কোসটিলিন যাতে তার ভেতর দিয়ে চলে যেতে পারে, সেইমত সুড়ঙ্গটা আরও বড় করলো। তারপর দু'জনে গ্রাম 'নিশুতি' হওয়া পর্যন্ত বসে অপেক্ষা করতে লাগলো। নিশুতি হ'লেই জিলিন দেওয়ালের নীচে সুড়ঙ্গ দিয়ে বেরিয়ে গেল এবং কোসটিলিনকে চুপি চুপি ডাকলো—"এস।" কোসটিলিনও সুড়ঙ্গ দিয়ে বেরিয়ে গেল।"

সেই সময় একখানা পাথরে তার পা লেগে শব্দ হ'ল। মনিবের একটা শয়তান প্রহরী কুকুর ছিল। তার গায়ে ছিল কালো কালো ছাপ। তাকে ডাকা হ'ত 'উলিয়াশিন' বলে! জিলিন কুকুরটাকে আগে থাকতেই ক'দিন ধরে খাইয়েছিল। উলিয়াশিন শব্দটা শুনেই ডাকতে লাগলো। অন্য কুকুরগুলোও তার সঙ্গে যোগ দিল•।

জিলিন আস্তে শিষ দিয়ে তার দিকে এক টুকরো পনির ছুঁড়ে দিল। উলিয়াশিন জিলিনকে চিনতো। সে লেজ নাড়তে লাগলো এবং চুপ করলো। কিন্তু মনিব কুকুরটার ডাক শুনতে পেয়েছিল। সে ঘরের ভেতর থেকে জোরে জোরে বলতে লাগলো—"হাইয়াৎ, হাইয়াৎ, উলিয়াশিন।" জিলিন ইতিমধ্যে কুকুরটার কানের ওপর দিকটা চুলকে দিতেই সে শান্ত হয়ে তার পায়ে গা ঘষতে ঘষতে লেজ নাড়তে লাগলো।

সকলে ঘরটার কোণে কিছুক্ষণ লুকিয়ে বসে রইল। আবার সব নিশুতি হয়ে এল। কেবল গোয়ালের মধ্যে একটা ভেড়া কেশে উঠলো, গর্তের মধ্যে পাথরের ওপর দিয়ে জলের স্রোত ঝির ঝির শব্দ করে বয়ে যেতে লাগলো। চারধারে অন্ধকার, মাথার ওপর তারা ঝলমল করছে, লাল হয়ে পাহাড়ের পেছনে শুক্লপক্ষের ভাঙা চাঁদখানি ডুবে যাচ্ছে। উপত্যকা-গুলির ওপর দুধের মত সাদা কুয়াশা।

জিলিন উঠে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গীকে বললো—"বন্ধু, এস।"

দু'জনে রওনা হলো। কিন্তু কয়েক পা গেছে, এমন সময় মসজিদের ছাদের ওপর থেকে মোল্লা আজান দিতে লাগলো—"আল্লা! বিসমিল্লা! ইলরহমান!"

মসজিদে নামাজ পড়বার সময় হ'ল। তারা আবার দেওয়ালের আড়ালে লুকিয়ে, যতক্ষণ না সেখান দিয়ে সকলে চলে গেল, বসে রইল। অবশেষে আবার সব শান্ত হয়ে এল।

—"ভগবান আমাদের সহায় হউন—" বলে তারা আবার রওনা হ'ল। দু'জনে একটা চত্বর পার হয়ে পাহাড়ের নীচে নেমে নদীর ধারে গিয়ে পৌঁছলো। তারপর নদী পার হয়ে উপত্যকার ওপর দিয়ে চলতে লাগলো।

কেবল নীচে মাটির দিকেই কুয়াশাটা ঘন, মাথার ওপর তারাগুলো উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে। জিলিন তারা দেখে পথ চিনে চলতে লাগলো। নীচে কুয়াশার মধ্যে বেশ ঠাণ্ডা, পথ চলতেও কষ্ট হচ্ছে না; কিন্তু তাদের বুটগুলো বড় পায়ে লাগছে। জিলিন তার বুট-জোড়া খুলে পথের ধারে ফেলে দিয়ে খালি-পায়ে পাথরে পাথরে লাফিয়ে চললো। কোসটিলিন কিন্তু পিছিয়ে পড়তে লাগলো। আর বলতে লাগলো—"আস্তে চল। এই অখোদ্দে বুটজোড়ায় আমার পা দু'খানা ফোস্কায় ভরে গেল।"

জিলিন বললো—"ও দুটোকে খুলে ফেল; হাঁটা সহজ হবে।"

কোসটিলিন খালিপায়ে চলতে লাগলো, কিন্তু তার অবস্থা হয়ে উঠলো, আরও সঙ্গীন। পাথরে তার পা ছু'খানা কেটে গেল এবং সে আবার পিছিয়ে পড়তে লাগলো।

জিলিন বললো—"তোমার পা কেটে গেলে আবার সারবে, কিন্তু তাতারেরা যদি আমাদের ধরে মেরে ফেলে, তাহলে অবস্থা যে বড় সঙ্গীন হবে।"

কোসটিলিন কোন উত্তর দিল না। "উঃ! আঃ!" করতে করতে চললো।

উপত্যকার উপর দিয়ে অনেকক্ষণ চলে আসার পর ডান ধার থেকে হঠাৎ তারা কুকুরের ডাক শুনতে পেল। জিলিন থমকে দাঁড়িয়ে চারধার তাকিয়ে দেখে নিয়ে হাতড়াতে হাতড়াতে পাহাড়ের ওপর উঠতে লাগলো। আর বলতে লাগলো—"আমরা পথ ভুলে অনেকটা ডানদিকে এসে পড়েছি। এখানে আর একটা আউলে আছে—পাহাড়ের ওপর থেকে এটা দেখেছিলাম। আমাদের ফিরে বাঁ ধারের ঐ পাহাড়টায় উঠতে হবে। ওখানে নিশ্চয়ই একটা বন আছে।"

কিন্তু কোসটিলিন বললো—"একটু দাঁড়াও। আমাকে একটু দম নিতে দাও। আমার পা ছু'খানা কেটে-কুটে রক্তে ভেসে যাচ্ছে।

—"ভয় নেই বন্ধু! এগুলো আবার সেরে যাবে। তুমি আরও আলগোচে লাফ দাও, এই রকম করে।"

জিলিন পেছনে দৌড়ে গিয়ে বাঁয়ে বনের দিকে পাহাড়ে উঠে চললো। কোসটিলিন তবুও পিছিয়ে পড়তে পড়তে "উঃ! আঃ!" করতে লাগলো।

জিলিন কেবল "চুপ" বলে ক্রমাগত চলতে লাগলো।

পাহাড়ে উঠে জিলিনের অনুমানমতই তারা একটা বন দেখতে পেল। বনে ঢুকে কাঁটা-ঝোপের মধ্য দিয়ে পথ করে এগিয়ে যাবার সময় কাঁটায় তাদের পোষাক ছিঁড়ে গেল। অবশেষে তার একটা পায়ে-চলা পথ পেয়ে সেটা ধরে চলতে লাগলো।

—"দাঁড়াও!" জিলিন বলে উঠলো।

তারা পথের ওপর ক্ষুরের শব্দ শুনতে পেল এবং দাঁড়িয়ে কান পেতে রইল। আওয়াজটা ঘোড়ার পায়ের শব্দের মত। কিন্তু তখন থেমে গেছে। তারা চলতে লাগলো; আবার সেই শব্দ শুনতে পেল। তারা থামলো, শব্দটাও থামলো। জিলিন খুব সাবধানে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে গিয়ে দেখলো, পথের যেখানটায় অন্ধকার অল্প, সেখানে কি যেন দাঁড়িয়ে আছে। সেটা ঘোড়ার মত দেখতে লাগছে অথচ ঠিক তা নয় এবং তার ওপর অদ্ভুত কি একটা রয়েছে, যেটা মানুষের মত নয়।

জিলিন তার নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পেল। "ওটা কি হতে পারে?" জিলিন আস্তে শিষ দিতেই সেটা পথের ওপর থেকে ছুটে বনের মধ্যে চলে গেল। সেই সঙ্গে সমস্ত বন মড়মড় শব্দে ভরে উঠলো, যেন ঝড়ে ডাল-পালা ভাঙছে।

কোসটিলিনের এত ভয় হয়েছিল যে, সে মাটিতে বসে পড়েছিল! কিন্তু জিলিন হেসে বললো—"ওটা শিঙেল হরিণ। শিঙ দিয়ে ডালপালা ভাঙার শব্দ শুনতে পাচ্ছ না? আমরা ওকে দেখে ভয় পেয়েছি। ও আবার আমাদের দেখে ভয় পেয়েছে!"

তারা আবার চলতে লাগলো। সপ্তর্ষিমণ্ডল অস্তপ্রায়। ভোর হয়ে এসেছে। তারা বুঝতেও পারছে না যে, ঠিক পথে যাচ্ছে কি না। জিলিনের মনে হতে লাগলো, তাতারেরা তাকে সেই পথ দিয়েই এনেছিল এবং তারা দু'জনে তখনও রুশদুর্গ থেকে সাত-আট মাইল দূরে। কিন্তু কোন নিশানা দেখে তখন অগ্রসর হবার উপায় নেই, আর রাতে লোকের সহজেই পথ ভুল হয়। কিছুক্ষণ পরে তারা দু'জনে খানিকটা ফাঁকা জায়গায় এসে পৌঁছল। কোসটিলিন সেখানে বসে পড়ে বললো—"তোমার যা ইচ্ছা হয়, কর। আমি আর চলতে পারছি না। আমার পা-দুটো আর চলে না।"

জিলিন তাকে বোঝাতে চেষ্টা করলো।

—"না; আমি সেখানে পৌঁছতে পারবো না; পারবো না।"

জিলিন ক্রুদ্ধ হয়ে রুক্ষস্বরে বললো—"তবে আমি একাই যাব। বিদায়!"

কোসটিলিন লাফিয়ে উঠে জিলিনের পেছন পেছন চলতে লাগলো। তারা আরও তিন মাইল পার হয়ে গেল। জঙ্গলের কুয়াশা আরও গাঢ় হয়ে উঠেছে; তারা দু'হাত দূরের জিনিষও দেখতে পাচ্ছে না, আকাশে তারাগুলিও ম্লান হয়ে এসেছে।

হঠাৎ তারা সামনের দিকে ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনতে পেল। পাথরের ওপর নালের আঘাতের শব্দ হচ্ছে। জিলিন উপুড় হয়ে শুয়ে মাটিতে কান পেতে শব্দটা বোঝবার চেষ্টা করতে লাগলো।

—"হাঁ, তাই-ই। একজন ঘোড়-সওয়ার আমাদের দিকেই আসছে।"

তারা পথের ওপর থেকে ছুটে জঙ্গলে ঢুকে গুঁড়ি মেরে রইল। জিলিন সাবধানে পথের কাছে সরে এসে জঙ্গল ফাঁক করে দেখলো, একজন তাতার ঘোড়-সওয়ার একটা গরু তাড়িয়ে আনছে, আর আপন মনে গান গাইছে। তাতারটা তাদের সামনে দিয়ে চলে গেল। জিলিন কোসটিলিনের কাছে ফিরে এল।

—"ভগবান ওকে আমাদের সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছেন। ওঠ···চল যাই।"

কোসটিলিন উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করলো, কিন্তু আবার বসে পড়লো।

—"আমি পারছি না। কিছুতেই পারছি না। আমার শক্তি নেই।"

তার মোটা, ভারী দেহ দিয়ে ঝর ঝর করে ঘাম বেরুচ্ছে। ঠাণ্ডা কুয়াশায় শরীর অসাড় হয়ে গেছে। পা-দুখানা দিয়ে রক্ত বার হচ্ছে। সে একেবারে খোঁড়া হয়ে পড়েছে। জিলিন তাকে ধরে তুলতে চেষ্টা করতেই সে চীৎকার করে উঠলো—"উঃ! বড় লাগছে!"

জিলিনের বুক দমে গেল। সে বললে—"চেঁচাচ্ছ কেন? তাতারটা এখনও কাছে রয়েছে···শুনতে পাবে।" কিন্তু সে ভাবলো—"ও একবারে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়েছে। ওকে নিয়ে এখন করবো কি?" আবার ভাবে, "সঙ্গীকে ফেলে তো চলে যাওয়াও উচিত নয়।" ভেবে চিন্তে বললো—"তা হলে আমার পিঠে ওঠ। তুমি যদি সত্যিই হাঁটতে না পার, আমি তোমাকে পিঠে করে নিয়ে যাব।"

সে কোসটিলিনকে ধরে তুলে পিঠে করে নিল। তারপর পথ দিয়ে চলতে লাগলো। সে বললো—"ভগবানের দোহাই! অমন করে আমার গলা টিপে ধরো না; আমার কাঁধ ধরে থাক।"

জিলিন দেখলো, তার বোঝাটি বেশ ভারী। তারও পা-দুখানা দিয়ে রক্ত বার হচ্ছিল এবং সেও বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। মাঝে মাঝে সে কোসটিলিনকে ঠিকমত পিঠে বসাবার জন্য সামনের দিকে ঝুঁকে এক একবার ঝাঁকানি দিয়ে তাকে ওপর দিকে তুলে নেয়, আবার চলে।

তাতারটা নিশ্চয়ই কোসটিলিনের গলার আওয়াজ শুনে থাকবে। জিলিন হঠাৎ শুনলো, কে যেন তাদের পেছন দিকে ঘোড়ায় চড়ে আসছে, এবং তাতার-ভাষায় চীৎকার করছে। সে তাড়াতাড়ি জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেল। তাতারটা বন্দুক উঁচিয়ে গুলি করলো; কিন্তু তাদের কাউকে মারতে পারলো না। সে চীৎকার করে পথ দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল।

জিলিন বললো—"বন্ধু ! আমাদের দফা-রফা ; ঐ কুকুরটা অন্য তাতারদের সঙ্গে করে এনে আমাদের খুঁজে বার করবে। এখান থেকে যদি আরও দু'মাইল যেতে না পারি, আমরা গেছি।" সে ভাবলো—"এই বোঝাটাকে আমি সঙ্গে নিলাম কেন ? আমি একা থাকলে নিশ্চয়ই এতক্ষণে পালিয়ে যেতাম।"

কোসটিলিন বললো—"তুমি একা চলে যাও। কেন আমার জন্য মরবে !"

—"না, যাব না। সঙ্গীকে ফেলে পালানো উচিত নয়।"

আবার সে কোসটিলিনকে কাঁধে নিয়ে টলতে টলতে চললো। এইভাবে তারা আরও আধ-মাইল, কি, তার একটু বেশি এগিয়ে গেল। তবুও তারা জঙ্গল পার হতে পারলো না এবং তার কোন শেষও দেখতে পেল না। কুয়াশা উবে যেতে আরম্ভ করেছে, আকাশে যেন মেঘ দেখা দিচ্ছে এবং একটাও তারা দেখা যাচ্ছে না। জিলিন অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তারা পথের ধারে পাথরের প্রাচীরঘেরা একটা ঝরণার কাছে এসে পৌঁছল। জিলিন সেখানে কোসটিলিনকে মাটিতে নামিয়ে দিয়ে বললো—"একটু জল পান করবো। তারপর এসো, দু'জনে কিছু পনির খাওয়া যাক। আর বেশি দূর নেই।"

সে উপুড় হয়ে সবে জলপান করতে আরম্ভ করেছে, অমনই পেছন দিকে ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনতে পেল। আবার তারা দু'জনে তৎক্ষণাৎ জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে একটা ঢালু জায়গায় শুয়ে রইল।

তারা তাতারদের গলার আওয়াজ শুনতে পেল। যেখান দিয়ে তারা জঙ্গলে ঢুকেছিল, তাতারেরা এসে ঠিক সেইখানে থামলো। তারপর নিজেদের মধ্যে একটু আলোচনা করে, মনে হ'ল, তারা একটা কুকুরকে যেন লেলিয়ে দিল। ডালপালার পট পট শব্দ হ'ল, তারপরই ঝোপের ভেতর থেকে একটা অপরিচিত কুকুর এল বেরিয়ে। কুকুরটা থমকে দাঁড়িয়ে ডাকতে আরম্ভ করলো।

তারপর তাতারেরা নীচে নেমে এবং জিলিন-কোসটিলিনকে ধরে বেঁধে ঘোড়ায় তুলে নিয়ে রওনা হ'ল।

মাইল দুই যাবার পর, জিলিনদের মালিক আবদুলের সঙ্গে তাদের দেখা হ'ল। আবদুলের পেছনে আরও দু'জন তাতার আসছিল। অপরিচিতদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলে সে জিলিন ও কোসটিলিনকে তার নিজের দুটো ঘোড়ায় তুলে নিয়ে আউলে ফিরে গেল। এবার আবদুল হাসলো না বা তাদের সঙ্গে একটি কথাও বললো না।

তারা আউলে ফিরে এসেছিল ভোরে। গ্রামের রাস্তার ওপর তাদের দু'জনকে নামিয়ে রাখা হ'ল। ছেলেরা এসে তাদের চারধারে জড় হয়ে, চীৎকার করতে করতে তাদের ঢিল ছুঁড়ে মারতে লাগলো।

তাতারেরা গোল হয়ে পরামর্শ করতে বসলো এবং পাহাড়ের নীচে থেকে সেই বৃদ্ধ এসে তাতে যোগ দিল। তারা আলোচনা

করতে লাগলো। জিলিন শুনতে পেল, তারা বলছে, তাদের হু'জনকে নিয়ে কি করা যায় ? একজন বললো—“আরও দূরে পাহাড়ের ভেতর পাঠিয়ে দেওয়া যাক।” কিন্তু সেই বৃদ্ধ বললো,—“ওদের মেরে ফেলতেই হবে।”

আবহুল তার সঙ্গে তর্ক করতে লাগলো ; সে বললো—“আমি ওদের হু'জনের জন্যে টাকা দিয়েছি ; আমি মুক্তিপণ চাই-ই।”

কিন্তু সেই বৃদ্ধ বললো—“ওরা তোমাকে কিছুই দেবে না। উল্‌টে বিপদ আনবে। রুশদের লালন-পালন করা মহাপাপ। ওদের মেরে ফেলে আপদের শান্তি কর।”

সকলে চলে গেল। তারপর আবহুল জিলিনের কাছে এসে বললো—“যদি পনেরো দিনের মধ্যে তোমাদের মুক্তিপণের টাকা না পাঠানো হয়, আমি তোমাদের চাবুক মারবো। যদি আবার পালিয়ে যেতে চেষ্টা কর, তোমাকে কুকুরের মত মেরে ফেলবো। একখানা চিঠি লিখে দাও, ঠিক করে লেখ।”

তাদের কাগজ এনে দেওয়া হ'ল ; তারা চিঠি লিখলো। তাদের পায়ে বেড়ি পরিয়ে দেওয়া হলো এবং তাদের মসজিদের পেছনে নিয়ে গিয়ে দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে বারো ফুট একটা গর্তের মধ্যে নামিয়ে দেওয়া হ'ল।

এবার তাদের জীবন হয়ে উঠলো হুর্বহ। তাদের পায়ের বেড়িও খুলে নেওয়া হয় না এবং একটি-বারের জন্যও তাদের মুক্ত বাতাসে বার হতে দেওয়া হয় না। তারা যেন কুকুর,

এমনই ভাবে তাদের রুটির বদলে দেওয়া হয় ময়দার লেচি এবং ওপর থেকে টিনের পাত্রে করে নামিয়ে দেওয়া হয় পানীয় জল।

—পাঁচ—

গর্তের ভেতরটা ঠাণ্ডা ও বদ্ধ এবং ভীষণ দুর্গন্ধে ভরা। কোসটিলিন নিতান্ত অসুস্থ হয়ে পড়লো ; তার সারা শরীর ফুলে গেল। যন্ত্রণায় সে কখন কখন কাতর শব্দ করে, কখন কখন কেবল ঘুমোয়। জিলিনও নিরুৎসাহ হয়ে পড়লো। সে দেখলো, সব অন্ধকার। পালাবারও কোন পথ ভেবে সে বার করতে পারলো না। সে সুড়ঙ্গ কাটবার চেষ্টা করলো। কিন্তু সেখানে মাটি রাখবার কোন জায়গা নেই। তার মালিক মাটি দেখে তাকে খুন করবে বলে ভয় দেখাল।

একদিন সে বসে বসে মুক্তির কথা চিন্তা করছে, তার মন দুঃখে ভরে গেছে। এমন সময় কোলের ওপর একখানা কেক পড়লো, তারপর আর একখানা, তারপর পড়লো একরাশ চেরি। সে ওপর দিকে তাকিয়ে হেসে ছুটে চলে গেল। জিলিন ভাবলো—"দিনা আমাকে সাহায্য করতে পারে না কি ?"

গর্তের মেঝেটা খানিকটা মাটি খুঁড়ে নিয়ে তাই দিয়ে পুতুল গড়তে লাগলো। সে মানুষ, ঘোড়া, কুকুর তৈরি করে ভাবলো—"দিনা এলে ওকে এগুলো ছুঁড়ে দেব।"

কিন্তু পরদিন দিনা এল না। জিলিন কতকগুলো ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনতে পেল। কয়েকজন ঘোড়ায় চড়ে সেখান দিয়ে

চলে গেল। তাতারেরা মসজিদের কাছে পরামর্শ করতে বসলো। তারা চীৎকার করে ও তর্ক করে কয়েকবার 'রুশ' এই শব্দটা উচ্চারণ করলো, জিলিনের কানে এল। সেই বৃদ্ধের গলার আওয়াজটাও সে শুনতে পাচ্ছিল। যদিও সে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিল না, কি আলোচনা হচ্ছে, তবুও সে আন্দাজে বুঝে নিল রুশ সৈন্যেরা কাছেই কোথাও এসে পড়ছে। এ-অবস্থায় তাদের দু'জনকে নিয়ে তারা কি করবে বুঝে উঠতে পারছে না।

কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর তারা চলে গেল। হঠাৎ সে খস খস শব্দ শুনতে পেল। তাকিয়ে দেখলো, দিনা গর্তের ধারে গুড়ি মেরে বসে আছে। তার হাঁটু-দুটো মাথার চেয়ে উঁচু হয়ে রয়েছে। সে নীচের দিকে ঝুঁকে দেখবার সময়, তার বেণীর মালায় ঝুন ঝুন শব্দ হল। তার চোখ দুটো আবার জ্বল জ্বল করছে। সে তার হাতার ভেতর থেকে দুটো পনির বার করে তাকে ছুঁড়ে দিল। জিলিন সে দুটো নিয়ে বললো—"তুমি আগে আস-নি কেন? আমি তোমার জন্যে কতকগুলো পুতুল তৈরি করেছি। এই নাও ধর।" এই বলে পুতুলগুলো একটি একটি করে সে ওপর দিকে ছুঁড়ে দিতে লাগলো।

কিন্তু দিনা মাথা নাড়লো; সেগুলোর দিকে সে ফিরেও তাকালে না। সে বললো—"আমি পুতুল চাই না।" তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে বললো—"আইভান! ওরা তোমাদের মেরে ফেলতে চায়।" বলে সে নিজের গলাটা আঙুল দিয়ে দেখাল।

—"কে আমাকে মেরে ফেলতে চায় ?"

—"বাবা। বুড়োরা বলেছে, তোমাকে মেরে ফেলতেই হবে। কিন্তু তোমার জন্য আমার বড় কষ্ট হচ্চে।"

জিলিন বললো—"আমার জন্য যদি তোমার কষ্টই হয়. আমাকে একটা লম্বা ডাণ্ডা এনে দাও।"

সে মাথা নেড়ে জানাল—"পারবো না।"

জিলিন হাত-তুখানা জোড় করে কাতরস্বরে বললো—"দিনা। দয়া করে এনে দাও। লক্ষ্মী দিনা, আমার কথা শোন।"

—"আমি পারবো না। আনবার সময় ওরা দেখতে পাবে। সকলেই এখন বাড়িতে আছে।" বলে দিনা চলে গেল।

তারপর সন্ধ্যে হলেও জিলিন বসে বসে মাঝে মাঝে ওপর দিকে তাকাতে লাগলো, আর ভাবতে লাগলো, কি ঘটবে। আকাশে তারা রয়েছে, কিন্তু চাঁদ তখনও ওঠে নি। মোল্লার আজানের আওয়াজ শোনা যাচ্চে। তারপর সব নীরব হয়ে এল।

হঠাৎ সে বুঝতে পারলো, তার মাথায় ওপর মাটি পড়ছে। সে ওপর দিকে তাকিয়ে দেখলো, একটা লম্বা ডাণ্ডা গর্তের বিপরীত দেওয়ালে খোঁচা দিচ্চে। কিছুক্ষণ খোঁচা দেবার পর সেটা হড়কে নীচে নেমে এল। জিলিনের বড় আনন্দ হল। সে সেটা ধ'রে নামিয়ে নিল। সে ওপর দিকে তাকিয়ে দেখলো। ঊর্দ্ধাকাশে তারা জ্বল জ্বল করছে, আর গর্তটার ঠিক ওপরে

দিনার চোখ দুটো বেড়ালের চোখের মত জ্বলছে। সে গর্তের নীচের দিকে ঝুঁকে চুপি চুপি বললো—"আইভান! আইভান!" এবং হাত দিয়ে তাকেও চুপি চুপি কথা বলতে ইসারা করলো।

জিলিন বললো—"কি?"

—"দুজন ছাড়া আর সকলেই চলে গেছে।"

তখন জিলিন বললো—"এস, কোসটিলিন। শেষবারের মত চেষ্টা করা যাক। আমি তোমাকে উপরে উঠতে সাহায্য করবো।"

কোসটিলিন বললো—"না। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, আমি এখানে থেকে বার হতে পারবো না। কি করে আমি যাব? আমার নড়বার শক্তি নেই।"

—"তবে বিদায়! আমাকে দোষ দিও না।"

তারা দু'জন পরস্পরকে চুম্বন করলো। তারপর জিলিন ডাণ্ডাটা ধরলো এবং যে প্রান্তটি ওপর দিকে ছিল দিনাকে সেটা চেপে ধরতে বলে ডাণ্ডা বেয়ে উঠতে লাগলো। দু' একবার সে পিছলে পড়ে গেল। বেড়িতে তার পা আটকে যেতে লাগলো। কোসটিলিন তাকে সাহায্য করলো এবং জিলিন কোন রকমে ওপরে পৌঁছল। দিনা তাকে ছোট ছোট হাত দিয়ে জিলিনের জামা চেপে ধরে প্রাণপণ শক্তিতে তাকে টানতে টানতে হাসতে লাগলো। জিলিন ডাণ্ডাটা টেনে নিয়ে দিনাকে বললো—"এটাকে আবার ঠিক জায়গায় রেখে দিও, দিনা; না হলে ওরা দেখতে পাবে, তোমাকেই ধরে মারবে।"

দিনা ডাণ্ডাটা টেনে নিয়ে গেল এবং জিলিন পাহাড়ের নীচের দিকে নামতে লাগলো। সে ঢালু জায়গাটার একেবারে নীচে নেমে একটা তীক্ষ্ণধার পাথর নিয়ে বেড়ি থেকে তালাটা মুচড়ে খুলে ফেলবার চেষ্টা করলো। কিন্তু তালাটা ছিল খুব মজবুৎ, খুলতে পারলো না ; তাছাড়া সেটা হাত দিয়ে নাগাল পাওয়াও সহজ নয়। এমন সময় শুনতে পেল, কে যেন ছুটতে ছুটতে নীচে নামছে। সে ভাবলো—"নিশ্চয়ই আবার দিনা আসছে।"

দিনা এসে একটা পাথর নিয়ে বললো—"দেখি, আমি চেষ্টা করে।" সে হাঁটু গেড়ে বসে তালাটা মুচড়ে খুলে ফেলবার চেষ্টা করলো, কিন্তু তার হাত-ত্বখানি কচি ডালের মত সরু ; তার সে শক্তিও নেই। সে পাথরটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কাঁদতে লাগলো। তখন জিলিন আবার তালাটা নিয়ে পড়লো। দিনা তার পাশে বসে রইল।

জিলিন ফিরে দেখলে, বাঁয়ে পাহাড়ের পেছনে একটা লাল আলো দেখা যাচ্ছে। সবে চাঁদ উঠছে। সে ভাবছে—"চাঁদটা ওঠবার আগেই আমাকে উপত্যকা পার হয়ে দলের মধ্য গিয়ে পড়তে হবে।" সে উঠে পাথরটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। বেড়ি থাক বা না থাক, তাকে যেতেই হবে। সে বললো—"বিদায় দিনা! আমি তোমাকে কখন ভুলবো না।"

দিনা তাকে ধরে তার পোষাকটা হাতড়ে হাতড়ে তল্লাস করতে লাগলো, যদি এমন কোনও জায়গাও পায়, যেখানে সে

যে পনিরগুলি এনেছিল, রাখতে পারে। সে দিনার হাত থেকে পনিরগুলো নিল। দিনা হু'হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠলো। তারপর সে পার্বত্য হরিণীর মত ছুটতে ছুটতে পাহাড়ে উঠতে লাগলো। তার বেণীর মুদ্রার মালাটি তার পিঠে লেগে শব্দ হতে লাগলো ঝুন ঝুন।

জিলিন ভগবানকে স্মরণ করে, যাতে চলবার সময় খড় খড় শব্দ না হয়, সেজন্য বেড়ির তালাটা হাতে তুলে ধরে, বেড়ি-দেওয়া পাখানা টানতে টানতে চলতে আরম্ভ করলো। সেই সময় যেদিক থেকে চাঁদ উঠছিল, সে সেদিকে একবার তাকিয়ে দেখলে। এখন সে পথ চেনে। যদি সে সোজা যায়, তাহলে তাকে ছ'মাইল পথ পার হতে হবে। চাঁদখানা একেবারে উঠে পড়বার আগে, যদি সে বনের মধ্যে গিয়ে পড়তে পারে! সে নদী পার হ'ল। পাহাড়ের পেছনে আলোটা আরও সাদা হয়ে উঠছে। তার দিকে তাকিয়ে সে উপত্যকার ওপর দিয়ে চলতে লাগলো। চাঁদখানাকে ঠিক তখনও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। আলো স্পষ্ট হয়ে উঠছে। উপত্যকার একদিক ক্রমেই আলো হয়ে যাচ্ছে এবং ছায়া ক্রমেই পাহাড়ের পায়ের কাছে সরে যাচ্ছে···তারা কাছেও সরে আসছে। জিলিন ছায়ায় ছায়ায় গা ঢাকা দিয়ে চলতে লাগলো।

সে তাড়াতাড়ি চলছে, কিন্তু চাঁদখানা উঠছে আরও তাড়াতাড়ি। ডানধারের পাহাড়গুলোর চূড়া হয়ে উঠছে উজ্জ্বল। সে বনের ধারে গিয়ে পৌঁছতেই পাহাড়ের আড়াল

থেকে চাঁদখানা বেরিয়ে এল এবং দিনের মত আলো হয়ে গেল। গাছের সমস্ত পাতাগুলো পর্যন্ত দেখা যেতে লাগলো। পাহাড়ের ওপর আলোয় আলো হয়ে আছে, কিন্তু সব এমন স্থির ও নিস্তব্ধ যে, সব কিছুই যেন মরে গেছে। পাহাড়ের নীচে নদীর কুল কুল শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দই শোনা যাচ্ছে না। জিলিন জঙ্গলে পৌঁছে একটা অন্ধকার জায়গা বেছে নিয়ে সেখানে বিশ্রাম করতে বসলো।

সে কিছুক্ষণ বিশ্রাম ক'রে খানিকটা পনির খেল। তারপর আবার একটা পাথর নিয়ে তালাটা ভাঙতে লাগলো, কিন্তু তার হাত পাথরে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল, তবুও সে তালাটা ভাঙতে পারলো না। সে উঠে পথ দিয়ে চলতে লাগলো। কিন্তু মাইল খানেক পার হতেই সে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়ে, পা-ছুটো টন টন করে। সেইজন্যে দশ পা যেতে-না-যেতেই তাকে বিশ্রাম করতে হয়। সে ভাবলে—"আর কিছু করবার নেই। যতক্ষণ গায়ে শক্তি থাকবে, ততক্ষণ পা-ছুটোকে টেনে নিয়ে যাব। যদি বসি তাহলে আর উঠতে পারবো না ; আমি ছুর্গে পৌঁছতে পারবো না ; কিন্তু সকাল হলে, জঙ্গলের মধ্যে শুয়ে থাকবো। সন্ধ্যে হলে, আবার চলতে আরম্ভ করবো।"

এই ভেবে সে সারারাত ধরে চললো। ছু'জন তাতার তার কিছুদূর দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে চলে গেল। সে তখন গাছের আড়ালে লুকিয়ে রইল চাঁদখানা ক্রমে ম্লান হয়ে আসতে লাগলো, শিশির পড়তে আরম্ভ করলো। ভোর হয়ে আসছে,

কিন্তু জিলিন তখনও বনের শেষে পৌঁছতে পারলো না। সে ভাবলো—"আর ত্রিশ পা গিয়ে বনের মধ্যে ঢুকে এক জায়গায় বসবো।" সে আরও ত্রিশ পা গিয়েই দেখলো, সে বনের শেষে গিয়ে পড়েছে। সে একেবারে ধারে এগিয়ে গেল। বাইরে তখন বেশ আলো,…তার সোজা সামনে ঐ যে তাদের প্রান্তর-ঘেরা দুর্গ। বাঁয়ে পাহাড়টার একেবারে ঢালের কাছে, খানিকটা আগুন নিভে আসছে, এবং তার ধোঁয়া চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। আগুনটার চারধারে কতকগুলো লোক।

সে লক্ষ্য করে দেখলো, ওই যে বন্দুক ঝক্‌মক্ করছে। লোকগুলো কশাক সৈন্য। জিলিনের মন আনন্দে ভরে উঠলো। তখনও গায়ে যত শক্তি ছিল, জিলিন তার সমস্তটুকু দিয়ে ঢাল ধরে নীচের দিকে ছুটতে ছুটতে মনে মনে বললো—"ভগবান করুন যেন কোন তাতার ঘোড়-সওয়ার আমাকে খোলা মাঠে দেখতে না পায়। এখনও এদের সীমানার এত কাছে আছি যে, পালাতে পারবো না।" এই কথা বলতে-না-বলতেই সে দেখলো, বাঁয়ে প্রায় ছ'শ হাত দূরে একটা ছোট পাহাড়ের চূড়ায় তিনজন তাতার ঘোড়-সওয়ার! তারাও তাকে দেখতে পেয়েছিল এবং তৎক্ষণাৎ তার দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। তার বুক দমে গেল। সে হাত নেড়ে প্রাণপণ শক্তিতে চীৎকার করে উঠলো—"ভাই! ভাই সব! বাঁচাও।"

কশাকরা তার কথাগুলো শুনতে পেয়েছিল। একদল কশাক তাতারদের পথ রোধ করবার জন্য তৎক্ষণাৎ তীরবেগে

ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। কশাকরা ছিল দূরে তাতাররা ছিল কাছে, কিন্তু জিলিনও প্রাণ বাঁচাবার জন্য একবার চেষ্টা করলো। বেড়িটা হাতে তুলে ধরে জ্ঞানশূন্য হয়ে কশাকদের দিকে ছুটতে ছুটতে চীৎকার করতে লাগলো—"ভাই! ভাই! ভাই!"

কশাকরা ছিল সংখ্যায় পনেরো জন। তাতাররা তাদের দেখে ভয় পেয়ে জিলিনের কাছে পৌঁছবার আগেই থমকে দাঁড়াল। জিলিন টলতে টলতে পড়তে পড়তে কশাকদের কাছে গিয়ে পৌঁছল। তারা তাকে ঘিরে ধরে জিজ্ঞাসা করতে আরম্ভ করলো—"তুমি কে! তুমি কে? কোথা থেকে আসছো?"

কিন্তু জিলিনের অবস্থা তখন শোচনীয়, তার তখন কেবল কাঁদা ও 'ভাই ভাই' বলা ছাড়া আর কিছু করবার শক্তি ছিল না।

তখন সৈন্যরা ছুটতে ছুটতে এসে জিলিনের চারধারে ঘিরে দাঁড়াল···তাদের কেউ তাকে দিতে লাগলো রুটি, কেউ কেক, কেউ পানীয়, কেউ তার গায়ে লম্বা পোষাক জড়িয়ে দিলো, কেউ তার বেড়িটা ভেঙে ফেললো। উচ্চপদস্থ সৈনিকেরা তাকে চিনতে পারলো; তারা তার সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে দুর্গে চলে গেল। সৈন্যেরা তাকে দেখে খুশী হ'ল; তার বন্ধুরা তার চারধারে জড় হ'ল।

যা ঘটেছিল, জিলিন তাদের কাছে সব বর্ণনা করে বললো। তার পর থেকে সে ককেসাসে সেনাবাহিনীতে আবার কাজ করে যেতে লাগলো। এদিকে একমাস পরে কোসটিলিনও পাঁচ হাজার রূবল মুক্তিপণ দিয়ে মুক্তি পেল। সকলে যখন তাকে নিয়ে এল, তখন সে মৃতপ্রায়!


মানুষের কতটুকু
জমি দরকার

—এক—

একবার এক গ্রামে বড় বোন এল ছোট বোনের সঙ্গে দেখা করতে। বড় বোনটির বিয়ে হয়েছিল শহরে এক বণিকের সঙ্গে। আর, ছোট বোনটির বিয়ে হয়েছিল গ্রামে এক চাষীর সঙ্গে। দুই বোনে চা পান করতে করতে গল্প করছে।

বড় বোন শহুরে জীবনের গর্ব করতে আরম্ভ করলো। সে বলতে লাগলো, তারা কেমন আরামে বাস করে, ভাল পোষাক পরিচ্ছদ পরে, তাদের ছেলেমেয়েরা কেমন সুন্দর পোষাক পরে থাকে, সকলেই কত ভাল ভাল জিনিস খায়, সে কেমন থিয়েটার দেখে, চারিদিকে বেড়ায় আর আমোদ-প্রমোদ করে।

এতে ছোট বোনের মনে অভিমান হ'ল। সে বণিক-জীবনের নিন্দা এবং চাষী-জীবনের সুখ্যাতি করতে লাগলো। সে বললো—"আমরা গ্রাম্য জীবন যাপন করি বটে, কিন্তু আমাদের মনে কোন উদ্বেগ নেই। প্রায়ই দেখা যায়, এক সময় যে ছিল ধনী আর এক সময়ে সে ই খাচ্ছে ভিক্ষে করে। আমাদের পথ তোমাদের চেয়ে নিরাপদ। চাষীরা আরামে না থাকলেও দীর্ঘকাল বাঁচে। আমরা কখনও ধনী হব না বটে, কিন্তু আমাদের ঘরে সব সময়েই খাবার থাকবে যথেষ্ট।"

বড় বোন বিদ্রূপ করে বললো—"তোর স্বামী যতই সঞ্চয় করুক না, তোরা এই এখন যেমন গোবরগাদায় বাস করছিস, মরবিও এই রকম গোবরগাদার ওপর, তোদের ছেলেদেরও দশা হবে ঠিক এই রকম।"

ছোট বোন বললো—"তাতে কি? আমাদের খুব কঠিন পরিশ্রম করতে হয়, সত্যি। কিন্তু এটাও ঠিক, কারো কাছে আমাদের মাথা নীচু করবার দরকার নেই।"

গৃহস্বামী পাহোম ষ্টোভের ওপর শুয়ে দুই বোনের কথাবার্তা শুনছিল। সে ভাবলো—"কথাটা খুব সত্যি। ছেলেবেলা থেকে আমরা চাষে ব্যস্ত। ও-সব বাজে জিনিস আমাদের চাষীদের মাথায় আসবার সময়ই নেই। আমাদের একমাত্র দুশ্চিন্তার কথা হচ্ছে, আমাদের যথেষ্ট পরিমাণে জমি নেই। যথেষ্ট জমি থাকলে শয়তানকেও ভয় আমরা করতাম না।"

ষ্টোভের পেছনেই শয়তানটা ছিল বসে। চাষী বলেছিল, তার যদি য়থেষ্ট জমি থাকতো, তাহলে সে শয়তানকেও ভয় করতো না। সেই কথা শুনে শয়তানটা মনে মনে বললো—"আচ্ছা, দু'জনে এবার যুদ্ধ হবে। আমি তোমাকে যথেষ্ট জমি দেব। আর তাই দিয়ে তোমাকে আন্‌বো আমার বশে।"

—দুই—

ঐ গ্রামের একেবারে কাছে একজন মহিলা জমিদার বাস করতো। একজন বৃদ্ধ সৈনিক তার জমির তদারক করত। লোকটা কাজে লেগেই প্রজাদের জরিমানা করতে আরম্ভ করলো।

পাহোম সাবধান হবার অনেক চেষ্টা করেও, লোকটার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেল না।

পাহোমের গোরু ঘোড়া জমিদারের ক্ষেত-বাগানে গেলেই তাকে জরিমানা দিতে হ'ত।

শীতকাল এলে গরু-ঘোড়াগুলোকে যখন আস্তাবলে ভরে রাখবার সময় হ'ল, তখন সে নিশ্চিন্ত হয়ে উঠলো।

শীতকালে চারধারে শোনা যেতে লাগলো, মহিলাটি তার জমিজমা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করছে।

পাহোম তার স্ত্রীকে বললো—"আমরা অন্ততঃ কুড়ি একর কিনবো। জীবনধারণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ছে। ঐ তত্ত্বাবধায়কটা জরিমানা ক'রে ক'রে আমাদের পিষে ফেলেছে।"

তখন দু'জনে পরামর্শ করতে লাগলো, কি করে তারা জমিটা কিনতে পারে। তাদের এক শ' রুবল সঞ্চিত ছিল। তাছাড়া তাদের ঘোড়ার বাচ্চাটা আর অর্ধেক মৌমাছি বেচে ফেললো এবং তাদের একটি ছেলেকে এক জায়গায় মজুরের কাজে লাগিয়ে তার মাইনেটা নিল আগাম। বাকী টাকাটা চাষীর এক শ্যালকের কাছ থেকে নিল ধার। এইভাবে তারা দামের অর্ধেক জোগাড় করলো।

তারপর পাহোম চল্লিশ একরের একটা আবাদ মনে মনে পছন্দ করলো। এই আবাদের অর্ধেক ছিল বন। সে মহিলাটির কাছে গিয়ে জমিটার জন্য দর-কষাকষি আরম্ভ করলো। দু'জনে একটা চুক্তিও করলো। পাহোম তাঁকে কিছু টাকা আগাম দিল। তারপর তারা শহরে গিয়ে দলিল তৈরী করে তাতে সই করলো। পাহোম তাকে নগদ দিল

অর্দ্ধেক টাকা এবং বাকী অর্দ্ধেক টাকা দু' বছরের মধ্যে পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দিল।

এখন পাহোমের নিজের জমি হ'ল। সে বীজ ধার করে বুনে দিল; ফসলও হ'ল ভাল; এবং এক বছরের মধ্যেই সে মহিলাটির ও তার শ্যালকের দেনা পরিশোধ করে দিল।

সে যখন তার জমিতে লাঙল দিতে যায় বা নিজের তাজা ফসল বা ঘাসে-ঢাকা মাঠের দিকে তাকিয়ে দেখে, তখন তার বুক আনন্দে যায় ভরে। সেখানে যে ঘাস জন্মে, যে ফুল ফোটে, আর কোথাও তেমন হয় না।

—তিন—

পাহোম এখন বেশ সন্তুষ্ট। তবে যদি পাশের চাষীরা তার শস্যক্ষেতে ও মাঠে অনধিকার প্রবেশ না করতো, তাহলে সবই হ'ত আনন্দের। সে তাদের ভদ্রভাবে নিষেধ করেছে; কিন্তু তারা তাতে কান দেয়নি। আবার গ্রামের রাখালটা তার মাঠে লোকের গরুগুলোকে চরতে দেয়। রাতের বেলা যে-সব ঘোড়া চরে বেড়ায়, সেগুলোও শস্যক্ষেতে ঢোকে।

পাহোম সেগুলোকে বহুবার তাড়িয়ে দিয়েছে; তাদের মালিকদের ক্ষমা করেছে; এবং বহুদিন এই অত্যাচার সহ্য করে কারো নামে নালিশ করে নি। কিন্তু অবশেষে তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো। সে তাদের নামে জেলার আদালতে

নালিশ করলো। সে জানতো এর মূলে কোন দুরভিসন্ধি নেই। এর কারণ হচ্ছে, চাষীদের জমির অভাব। তবুও সে মনে মনে বললো—“আমি বরাবর ছেড়ে দিতে পারি না ; তাহলে আমার যা কিছু আছে, সব নষ্ট করে ফেলবে।

সেজন্য সে তাদের নামে নালিশ করে তাদের একটু শিক্ষা দিল। চাষীদের মধ্যে দু' তিনজনের জরিমানা হ'ল। এইজন্য পাহোমের প্রতিবেশীরা তার বিরুদ্ধে মনে মনে রাগ পোষণ করতে লাগলো এবং মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে তার জমিতে গরু-ঘোড়া ছেড়ে দিতে আরম্ভ করলো।

পাহোম একদিন বনের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে এক জায়গায় দেখলো, সাদা মত যেন একটা কি। সে কাছে গিয়ে দেখে, কয়েকটা ছাল-ছাড়ানো গুঁড়ি মাটিতে পড়ে আছে। আর সেগুলোর কাছেই দাঁড়িয়ে আছে কতকগুলো কাটা গোড়া। গাছগুলো ছিল সেইখানেই। সে মনে মনে বললো—“এখানে-ওখানে দুটো একটা কেটে নিলেও চলতো, কিন্তু শয়তানটা একসঙ্গে একটা ঝাড়ই কেটে ফেলেছে। যদি ধরতে পারতাম কে কেটেছে, তা'হলে তার ওপর এর শোধ তুলতাম।”

সে ভাবতে লাগলো—“কাজটা কে করতে পারে?” শেষে সে সিদ্ধান্ত করলো—“এ আমার প্রতিবেশী সাইমনের কাজ ; সে ছাড়া আর কেউ করতে পারে না।”

সে তাই তার প্রতিবেশী সাইমনের বাড়িতে দেখতে গেল ; কিন্তু কিছুই পেল না, কেবল তার সঙ্গে কলহ করে এল।

যা'হোক, এবার তার দৃঢ়বিশ্বাস জন্মাল যে, কাজটা সাইমনই করেছে। সে সাইমনের নামে নালিশ করলো। কিন্তু প্রমাণের অভাবে সাইমন্ খালাস পেল।

পাহোম তাতে নিজেকে আরও ক্ষতিগ্রস্ত মনে করতে লাগলো। সে বিচারপতি ও গ্রামের মোড়লদের ওপর রাগ প্রকাশ করতে লাগলো। সে বললো—"তোমরা চোরের কাছ থেকে ঘুষ খাও। নিজেরা যদি সৎ হতে তাহলে চোরকে ছেড়ে দিতে না।"

পাহোম বিচারপতি ও তার প্রতিবেশীদের সঙ্গে ঝগড়া করলো। তাদের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেবে, এমন গুজবও শোনা যেতে লাগলো। কাজেই আগের চেয়ে পাহোমের জমি অনেক থাকলেও সঙ্গে তার অবস্থা হ'ল শোচনীয়।

ওই সময় গুজব শোনা গেল, অনেকে নতুন জায়গায় চলে যাচ্ছে। পাহোম ভাবলো—"আমি তাদের জমিগুলো নিয়ে আমার সম্পত্তিটা আরো বাড়াব এবং আরো স্বচ্ছন্দে বাস করতে পারবো। এখনও আমাকে এমন ঠাসাঠাসির মধ্যে থাকতে হয় যে, আরাম পাই না।"

—চার—

একদিন পাহোম বাড়িতে বসে আছে। এমন সময় একজন্ বিদেশী চাষী ঐ গ্রামের ভেতর দিয়ে যাবার পথে তার বাড়ি

এসে উঠলো। পাহোম তাকে রাতের মত থাকতে ও খেতে দিল। চাষীটির সঙ্গে পাহোমের আলাপ হ'ল। সে তাকে জিজ্ঞাসা করলো, কোথা থেকে আসছে।

লোকটি বললো, সে আসছে ভলগা নদীর ওপার থেকে। সেখানে সে কাজ করছিল।

কথায় কথা বাড়তে লাগলো ; সে বললো, অনেক লোক সেখানে গিয়ে বসবাস আরম্ভ করেছে। লোকটির গ্রাম থেকেও অনেকে সেখানে বাস করতে গেছে। তারা সেখানকার চাষীদের সঙ্গে যোগ দেওয়ায় প্রত্যেকে পঁচিশ একর করে জমি পেয়েছে। লোকটা বললো, সেখানকার জমি এত ভাল যে, গমগাছগুলো হয় ঘোড়া-সমান উঁচু ; আর সেগুলো হয় এমন মোটা যে পাঁচ গোছেতেই এক একটা আঁটি বাঁধা যায়। একটা চাষী ত সঙ্গে কিছুই না নিয়ে সেখানে গিয়েছিল। সম্বলের মধ্যে তার ছিল, কেবল হাত-দুখানা। এখন তার হয়েছে নিজেরই দুটো ঘোড়া আর দুটো গরু।

পাহোমের মনে বাসনার আগুন জ্বলে উঠলো। সে ভাবলো—"যদি অন্যত্র এমন সুখেই থাকা যায়, তাহলে এই গর্তে বাস করে কষ্ট পাই কেন? সে গিয়ে ব্যাপারটার অনুসন্ধান করে আসলো।"

যা জানতে গিয়েছিল, তা জেনে পাহোম শরৎকালের গোড়াতেই বাড়ি ফিরে এল। সে বেশ লাভেই তার গ্রামের জমিগুলো বেচে ফেললো। তারপর গরু-ঘোড়া ও ঘর-বাড়ি

বেচে সঙ্ঘের সদস্যপদ ছেড়ে দিল এবং বসন্তকাল এলে তার পরিজনদের নিয়ে নতুন বসতির উদ্দেশে যাত্রা করলো।

পাহোম সকলকে নিয়ে সেখানে পৌঁছেই একখানা গণ্ডগ্রামের চাষী-সঙ্ঘের সদস্যপদের জন্য দরখাস্ত করলো। সে একশপঁচিশ একর জমি পেল।

পাহোম বাস করবার জন্য বাড়ি তৈরি করলো এবং গরু-ঘোড়া কিনলো। প্রথম বছরে সে তার অংশের জমিতে বুনলো গম এবং ফসলও হ'ল ভাল।

পাহোমের ইচ্ছে সে আরও গম বোনে। সেইজন্য এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে এক বছরের জন্য জমি ভাড়া নিল এবং সে তার বেশির ভাগেই বুনলো গম। ফসলও হ'ল ভাল; কিন্তু জমিটা ছিল গ্রাম থেকে অনেক দূরে। সেজন্য তাকে গমগুলো গাড়ি বোঝাই করে আনতে হ'ল দশ মাইল পথ।

কিছুদিন পরে পাহোম দেখলো, কতকগুলো চাষী নিষ্কর আবাদে বাস করছে এবং তারা ধনী হয়ে উঠছে। সে ভাবলো —"আমি যদি কিছু নিষ্কর জমি পাই, তা হলে আমিও ধনী হ'ব।

নিষ্কর জমি কেনবার কথাটা বার বার তার মনে উদয় হতে লাগলো। আর, সেইভাবে তিন বছরের জন্য জমি ভাড়া নিয়ে তাতে গম বুনতে লাগলো।

যেখানেই ভাল জমি পাওয়া যেত, চাষীরা সেখানে ছুটে যেত। যে চতুর না হ'ত, সে কিছুই পেত না। জমিগুলো

অবিলম্বে যেত বিলি হয়ে। তৃতীয় বছরে এমন হ'ল, সে একজন ব্যবসায়ীকে সঙ্গে নিয়ে জন-কয়েক চাষীর কাছ থেকে একখানা চারণ-জমি ভাগে ভাড়া নিল। তারা তখন জমিটা চাষ করে ফেলেছে এমন সময় বাধলো বিবাদ। চাষীরা করলো নালিশ। ফলে সব পরিশ্রম ব্যর্থ হয়ে গেল। পাহোম ভাবলো— "জমিখানা আমার হলে আমাকে কারো ওপর নির্ভর করতে হ'ত না ; এবং এই সব অপ্রীতিকর ব্যাপারও ঘটতো না।"

এমন সময় একজন বিদেশী ব্যবসায়ী সেখান দিয়ে যাবার পথে তার ঘোড়াটাকে খাওয়াবার জন্য পাহোমের বাড়িতে একটু বিশ্রাম করতে লাগলো। লোকটা পাহোমের সঙ্গে চা পান করলো এবং দু'জনে কথাবার্তা হ'ল। ব্যবসায়ীটি বললো, সে ফিরছে বাশকিরদের দেশ থেকে। দেশটা বহুদূরে। সেখানে হাজার রুবল দিয়ে সে কিনেছে তেরো হাজার একর জমি।

পাহোম ভাবলো—"এখানে এক হাজার রুবল দিয়ে কেন তেরো শ' একর জমি কিনবো, আর দেনা ঘাড়ে করবো ? টাকাগুলো সেখানে খরচ করলে দশগুণ পাব।"

—পাঁচ—

কি করে সে জায়গায় যাওয়া যায়, পাহোম লোকটির কাছে খোঁজ নিল এবং লোকটি চলে যেতেই সেখানে যাবার জন্য প্রস্তুত হ'ল। বাড়ি-ঘর দেখবার জন্য তার স্ত্রীকে রেখে ভৃত্যটিকে

সঙ্গে নিয়ে একদিন সে বাশকিরদের দেশের উদ্দেশে যাত্রা করলো। যাবার পথে তারা ব্যবসায়ীর পরামর্শমত একটা শহর থেকে এক পেটি চা, কিছু মদ এবং অন্যান্য উপহার কিনে নিল।

তারপর তারা চলেছে ত চলেছেই। ক্রমে তিন শ' মাইল পথ পার হয়ে সপ্তম দিনে দু'জনে বাশকিরদের দেশে গিয়ে পৌঁছল। বাশকিররা তখন সেখানে তাঁবু ফেলে বাস করছে! ব্যবসায়ীটি যেমন বলেছিল, জায়গাটা ঠিক সেই রকম।

বাশকিররা নদীর ধারে স্তেপভূমিতে কম্বলের তাঁবুতে বাস করে। তারা জমিও চাষ করে না, রুটিও খায় না। তাদের ঘোড়া-ভেড়াগুলো পালে পালে স্তেপভূমিতে চরে বেড়ায়।

সকলেই বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট। তারা নিরক্ষর। কিন্তু স্বভাব ভাল। তারা রুশভাষা জানে না। তারা পাহোমকে দেখেই তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল এবং তাদের দু'জনকে ঘিরে দাঁড়াল। তাদের মধ্যে একজন ছিল দোভাষী। পাহোম তাদের বললো, সে কিছু জমির জন্য এসেছে।

বোধ হ'ল, বাশকিররা তাকে দেখে বড় খুশী হয়েছে। তারা পাহোমকে নিয়ে সব চেয়ে ভাল তাঁবুটিতে ঢুকলো। তারপর তাকে কার্পেটের ওপর পালকের গদিতে বসিয়ে নিজেরা বসলো, তার চারধারে। তারা তাকে ঘোল আর চা পান করতে দিয়ে, তার সম্মানের জন্য একটা ভেড়া কেটে তার খানিকটা মাংস তাকে খেতে দিল। পাহোম তার গাড়ি থেকে উপহারগুলো

নিয়ে সকলকে বিতরণ করলো এবং চা ভাগ করে দিল। বাশকিররা বড় খুশী হ'ল। তারা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলে দোভাষীকে তা তর্জমা করে দিতে বললো।

দোভাষী তর্জমা করে বলতে লাগলো—"ওরা বলতে চায়, তোমার উপহারের প্রতিদানে তুমি যতখানি জমি চাও, ততখানি ওরা দিতে রাজী। তোমাকে কেবল জায়গাটা হাত দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে। তাহলেই সেটা তোমার হয়ে যাবে।"

—ছয়—

বাশকিররা তর্ক করছে, এমন সময় সেখানে একটা লোক এল। তার মাথায় শিয়ালের চামড়ার বড় টুপি। সকলে তৎক্ষণাৎ চুপ করলো এবং উঠে দাঁড়াল।

দোভাষীটি বললো—"এই আমাদের সর্দ্দার।"

পাহোম তৎক্ষণাৎ উঠে গিয়ে সব চেয়ে ভাল পোষাকটি ও পাঁচ পাউণ্ড চা এনে তাকে উপহার দিল। সর্দ্দার তা সানন্দে গ্রহণ করলো। তারপর সে তার বিশেষ জায়গাটিতে গিয়ে বসলো। বাশকিররা তৎক্ষণাৎ তাকে কি যেন বলতে আরম্ভ করলো।

সর্দ্দার তাদের কথাগুলো শুনলো। তারপর মাথা নেড়ে তাদের চুপ করতে ইসারা করলো এবং পাহোমকে উদ্দেশ করে রুশ ভাষায় বললো—"বেশ তাই হোক। তোমার যে জমি ইচ্ছে পছন্দ কর। আমাদের প্রচুর আছে।"

পাহোম জিজ্ঞাসা করলো—"দাম কত হবে?"

—"আমাদের দাম সর্ব্বদাই এক; একদিনে এক হাজার রু বল।"

পাহোম তার কথার অর্থ বুঝতে পারলো না। সে বললো—"একদিন? ওটা কি রকম মাপ? তাতে কত একর হবে?"

—"কি ভাবে হিসেব করা যায়, আমরা জানি না। আমরা দিন হিসেবে জমি বেচি; একদিনে তুমি যতটা জমি ঘুরে আসতে পার, ততটা জমি তোমার। আর একদিনের দাম হচ্ছে, হাজার রু'বল।"

পাহোম আশ্চর্য হয়ে গেল। সে বললো—"কিন্তু একদিনে ত অনেকটা জমি ঘুরে আসা যায়।"

সর্দ্দার হেসে উঠলো; বললে—"সবটাই তোমার হবে! কিন্তু একটা শর্ত্ত আছে…যে জায়গা থেকে তুমি রওনা হবে সেই দিনের মধ্যে যদি ঠিক সেইখানেই ফিরে না আস, তাহলে তোমার টাকাগুলো যাবে বাজেয়াপ্ত হয়ে।"

—"কিন্তু যে পথে আমি যাব, কি করে তা চিহ্ন করে রাখবো?"

—"যেখানে তোমার ইচ্ছে হবে, আমরা সেখানে যাব তোমার সঙ্গে। তুমি সেখান থেকে রওনা হয়ে ঘুরে আসবে। সঙ্গে একখানা কোদাল নেবে। প্রত্যেক বাঁকে একটা গর্ত্ত খুঁড়ে মাটিগুলো তার ওপরে তুলে রাখবে। তারপর আমরা

খোন্তা নিয়ে গিয়ে এক গর্ত্ত থেকে আর এক গর্ত্ত পর্য্যন্ত খুঁড়ে তোমার জমির সীমানা ঠিক করে দেব। যতদূর ইচ্ছে হয়, ঘুরে এসো। কিন্তু সূর্য ডোববার আগেই যেখান থেকে রওনা হবে, সেখানে ফিরে আসা চাই। যতদূর যাবে, ততদূর তোমার।" পাহোম খুশী হয়ে উঠলো।

ঠিক হ'ল, পরদিন ভোরে পাহোম রওনা হবে।

—সাত—

পাহোম সারারাত জেগে রইল। ভোরের একটু আগে তার তন্দ্রা এল। তার একটু পরেই সে স্বপ্ন দেখলো

সেই তাঁবুতে সে শুয়ে আছে এবং বাইরে থেকে যেন কার চাপা হাসির শব্দ শোনা যাচ্ছে। সে আশ্চর্য হয়ে গেল। লোকটা কে বুঝতে পারলো না। তাকে দেখবার জন্য বিছানা থেকে উঠে সে বাইরে গেল। দেখলো, সেই বাশ্‌কির সর্দার তার তাঁবুর সামনে বসে দু'হাত দিয়ে নিজের পাঁজরা দুটো চেপে ধরে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ছে।

তার কাছে গিয়ে পাহোম জিজ্ঞাসা করলো—"তুমি হাসছো কেন?" কিন্তু দেখলো, লোকটা আর সর্দার নেই, সেই ব্যবসায়ী হয়ে গেছে, যে কিছুদিন আগে তার বাড়িতে কিছুক্ষণের জন্য আশ্রয় নিয়ে এই জমির কথা তাকে বলেছিল!

তাকে পাহোম জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছে—"আপনি কতক্ষণ এখানে এসেছেন?" এমন সময় দেখলে, সে আর ব্যবসায়ী নেই, ভল্‌গার ওপার থেকে যে চাষীটা অনেক দিন আগে তার বাড়ীতে এসেছিল, সেই।

তারপর আবার দেখলো, লোকটা সেই চাষীও নয়, স্বয়ং শয়তান। তার মাথায় শিঙ, পায়ে ক্ষুর। সে বসে চাপা হাসি হাসছে; তার সামনে মাটিতে সটান পড়ে আছে, একটা লোক। লোকটার পায়ে জুতো-মোজা নেই। পরনে কেবল সার্ট।

পাহোম স্বপ্নে দেখলো, লোকটাকে সে ভাল করে দেখবার জন্যে তার দিকে মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করে বুঝলো, লোকটার মৃত্যু হয়েছে; এবং সে আর কেউ নয়, সেই নিজে।

পাহোম সভয়ে জেগে উঠলো। সে মনে মনে বললো—"লোকে স্বপ্নে কি যে দেখে।" তারপর ভাবলো—"এখন ওঠবার সময় হয়েছে। এখনই রওনা হওয়া উচিত।" সে উঠে তার ভৃত্যকে ডেকে তুললো। লোকটা গাড়ির মধ্যে ঘুমোচ্ছিল। তাকে গাড়ি জুততে বলে সে বাশকিরদের ডাকতে গেল। সে বললো—"স্তেপে গিয়ে এখন জমিটা মাপার সময়।"

বাশকিররা প্রস্তুত হ'ল। তারপর সকলে যাত্রা করলো—কেউ কেউ চড়লো ঘোড়ায়, কেউ কেউ চড়লো গাড়িতে। পাহোম তার নিজের ছোট গাড়িতে উঠে ভৃত্যটিকে নিয়ে চলতে

লাগলো এবং সঙ্গে নিল, একখানা কোদাল। তার যখন স্তেপভূমিতে পৌঁছল, পূর্ব্বদিক তখন রাঙা হতে আরম্ভ করেছে। সকলে একটা শিকানে (ছোট টিপি) উঠলো। তারপর ঘোড়া ও গাড়ি থেকে নেমে সকলে এক জায়গায় জড় হ'ল।

সর্দার পাহোমের কাছে এসে বিশাল প্রান্তরখানির দিকে হাত বাড়িয়ে বললো—"ঐ দেখ, যতদূর দেখ, যতদূর দেখা যায়, সব আমাদের। এর যে কোন অংশ তোমার ইচ্ছে পেতে পার।"

পাহোমের চোখ জ্বলে উঠলো। সমস্তই অকর্ষিত জমি; হাতের তালুর মত সমান এবং পপিবীজের মত কালো। তার মাঝে মাঝে নামাল জায়গায় নানা রকমের ঘাস দেখা যাচ্ছে। ঘাসগুলো বুক-সমান উঁচু।

সর্দার তার শেয়ালের চামড়ার টুপি খুলে মাটিতে রেখে বললো—"এই হবে নিশানা। এইখান থেকে রওনা হও, এইখানেই ফিরে এসো। যে জমির ওপর দিয়ে তুমি ঘুরে আসবে, সব তোমার।"

পাহোম টাকাগুলি বার করে টুপিটার ওপর রাখলো। তারপর সে তার গায়ের ওপরের বড় জামাটা খুলে ফেললো। সে কোমর-বন্ধনীটা খুলে পেটের নীচে এঁটে বাঁধলো। তারপর ছোট জামাটার বুক-পকেটে একটা থলিতে খানিকটা রুটি নিল এবং কোমর-বন্ধনীর সঙ্গে জলের বোতলটা বেঁধে বুটজুতোর

ওপরটা খুলে, তার ভৃত্যের হাত থেকে কোদালখানা নিয়ে রওনা হবার জন্যে প্রস্তুত হ'ল। সে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ ভাবলো কোন্‌দিকে যাওয়া ভাল···সব দিকই সমান লোভনীয়। তারপর স্থির করলো—"যাই হোক, যে দিকে সূর্য্য উঠছে, সেই দিকে যাব।"

সে পূর্ব দিকে ফিরে সূর্য ওঠবার অপেক্ষা করতে লাগলো। সূর্য -রশ্মি দিক-রেখায় ওপরে ঝলমল করে উঠতেই পাহোম কোদাল কাঁধে নিয়ে টিপির ওপর থেকে স্তেপের দিকে নেমে যেতে লাগলো।

সে চলেছে। জোরেও নয় আস্তেও নয়। হাজার গজ গিয়ে সে থামলো। তারপর সেখানে গর্ত খুঁড়ে ঘাসের কয়েকটা চাবড়া ওপর ওপর সাজিয়ে রাখলো, যাতে ভাল করে দেখা যায়। তারপর সে আবার চলতে লাগলো। ততক্ষণে তার শরীরের আড় ভেঙ্গে গেছে। সে জোরে চলতে আরম্ভ করলো। কিছুদূর গিয়ে আবার একটা গর্ত খুঁড়লো।

পাহোম ফিরে দেখলো। সূর্যালোকে টিপিটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে···তার ওপর রয়েছে কতকগুলো লোক। গাড়ীর লোহার হাল ঝকঝক করছে। পাহোম আন্দাজে হিসেব করলো, সে তিন মাইল হেঁটেছে।

সে আপন মনেই বললো—"প্রথম পর্ব শেষ হ'ল। এখনই ফিরবো না!" বুট-জোড়া পা থেকে খুলে কোমর-বন্ধনীতে গুঁজে আবার চলতে লাগলো। এখন হাঁটা বেশ সহজ হয়েছে।"

সে ভাবলো—"আরও তিন মাইল গিয়ে বাঁ-দিকে ফিরবো। এই জমিটা এত সুন্দর যে ছাড়তে কষ্ট হয়।"

সে সোজা আরও কিছুদূর চলে গেল। সেখান থেকে ফিরে দেখলো, ঢিপিটা খুব অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তার ওপরে লোকগুলোকে মনে হচ্ছে, কালো কালো পিঁপড়ের মত। আর, কি যেন সূর্যালোকে ঝকঝক করছে। সে ভাবলো—"এদিকে আমি অনেক দূর এসে পড়েছি ; এখন ফেরা দরকার। তা ছাড়া ঘামে সব ভিজে গেছে, পিপাসাও পেয়েছে।"

সে আর না এগিয়ে সেখানে থামলো, এবং একটা বড় গর্ত্ত খুঁড়ে ঘাসের চাবড়াগুলো ঢিপি ক'রে রাখলো। তারপর জলের বোতলটা খুলে নিয়ে জল পান করে তাড়াতাড়ি বাঁ-দিকে ফিরলো···সে চলেছে। এদিকে ঘাসগুলো খুব লম্বা।

পাহোমের ক্লান্তি বোধ হতে লাগলো। সে সূর্য দেখে বুঝলো, বেলা তখন দুপুর। সে ভাবলো—"একটু বিশ্রাম করতে হবে।" সে তখন বসে কিছু রুটি খেল, কিছু জল পান করলো। কিন্তু সে শু'ল না ; ভাবলে, তাহলে ঘুমিয়ে পড়বে। কিছুক্ষণ বসে সে আবার চলতে আরম্ভ করলো।

প্রথমে তার চলতে কষ্ট হ'ল না ; রুটি খেয়ে তার গায়ে শক্তি ফিরে এসেছে। কিন্তু ভয়ঙ্কর গরম লাগছে, ঘুম পাচ্ছে! তবুও সে চলতে লাগলো। চলতে চলতে ভাবলো—"এক ঘণ্টা কষ্ট করলে, জীবনভোর সুখে থাকা যাবে।"

এইদিকে সে আরও অনেক দূর চলে গেল। তারপর আবার বাঁ দিকে ফিরতে যাবে, এমন সময় তার চোখে পড়লো, একখানা নাবাল জমি। সে ভাবলো—"ওখানা ছেড়ে দেওয়া যায় না ; ওতে শণ হবে ভাল।" সে জমিখানা পার হয়ে তার একধারে গর্ত খুঁড়লো।

সে ভাবলো—"পাশ দুটো বড় লম্বা হয়ে গেছে ; এদিকটা ছোট করতে হবে।" সে তৃতীয় দিক দিয়ে তাড়াতাড়ি চলতে লাগলো। সে এবার সূর্যের দিকে তাকিয়ে দেখলো···সূর্য দিক-রেখা থেকে অর্ধেক পথ দূরে। সে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। তার লক্ষ্যস্থল থেকে সে এখনও দশ মাইল দূর! সে তাড়াতাড়ি সেখানে একটা গর্ত খুঁড়ে সেই ঢিপিটার দিকে সোজা চলতে লাগলো।

—আট—

পাহোম ঢিপির দিকে সোজা চলেছে ; কিন্তু এখন তার চলতে বড় কষ্ট হচ্ছে। গরমে সে একেবারে শেষ হয়ে গেছে। তার খালি পা দুখানা অনেক জায়গায় কেটে ও ছড়ে গেছে। আর যেন সে-দুটো চলে না। তার বড় ইচ্ছে হতে লাগলো, একটু বিশ্রাম করে। কিন্তু সূর্যাস্তের আগে পৌঁছতে হলে বিশ্রাম করা অসম্ভব। সূর্য কারো জন্যেই অপেক্ষা করে না ;

এবং একটু একটু করে কেবলই নীচের দিকে নামছে। পাহোম ভাবলো—"বেশি নেবার চেষ্টা করে যদি ভুল না করতাম! যদি দেরি করে ফেলি কি হবে?"

সে আবার টিপিটা ও সূর্যের দিকে তাকালো। তখনো সে টিপি থেকে অনেক দূর, সূর্য ও দিক-রেখার কাছে নেমে গেছে। সে কেবলই চলেছে; হাঁটতে বড় কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু সে ক্রমেই চলার বেগ বাড়াচ্ছে···সে চলেছে···কিন্তু তখনো আছে সেখান থেকে দূরে! সে কোট, বুট, জলের বোতল, টুপি ফেলে দিয়ে কেবল কোদালখানা হাতে নিয়ে ছুটতে লাগলো। সেটা হ'ল অবলম্বনের মত। সে আবার ভাবলো—"আমি কি করবো? আমি অনেকটা লোভ করেছি; সব মাটি হয়ে গেল। সূর্যাস্তের আগে সেখানে পৌঁছতে পারবো না।"

এই ভয়ে সে আরো হাঁপাতে লাগলো। ঘামে-ভেজা সার্ট ও পাজামা তার গায়ে লেগে যাচ্ছে, গলা শুকিয়ে এসেছে··· সে ছুটছে···তার পাঁজরা-দুটো কামারের হাপরের মত ফুলছে, হৃৎপিণ্ডটা হাতুড়ির মত বুকের ভেতর ঘা দিচ্ছে, পা দুখানা নুয়ে পড়ছে···যেন সে দুটো তার নয়। মৃত্যুর ভয় হলেও সে থামতে পারলো না। ভাবলো—"এত দূর ছুটে এসে যদি থামি, তাহলে ওরা আমাকে মনে করবে, নির্বোধ।"

সে কেবলই ছুটতে লাগলে। টিপিটার যত কাছে গিয়ে পৌঁছয়, ততই বাশকিরদের চীৎকার কাণে আসে। সেই

শব্দ তার মনকে আরও উৎসাহিত করে তুললো। সে সমস্ত শক্তি দিয়ে ছুটতে লাগলো। সূর্য দিক্‌রেখার একেবারে কাছে নেমে পড়েছে এবং রক্তের মত লাল দেখাচ্ছে।

সূর্য আরও অনেকটা নেমে গেছে এবং সেও তার লক্ষ্যস্থল থেকে আর দূরে নেই। সে লোকগুলোকে পরিষ্কার দেখতে পেল···ঢিপির ওপর থেকে তারা হাতছানি দিয়ে তাকে তাড়া তাড়ি যেতে বলছে। সে মাটিতে শেয়ালের চামড়ার টুপি, তার ওপর টাকাগুলোও দেখতে পেল। ঐ যে সর্দার দুপাশে দিয়ে বসে আছে।

সেই স্বপ্নের কথা পাহোমের মনে পড়ে গেল, সে ভাবলো—"প্রচুর জমি আছে। কিন্তু ভগবান কি আমাকে তাতে বাস করতে দেবেন? জীবনকে নষ্ট করেছি। আমি কখনই ওখানে পৌঁছতে পারবো না।"

পাহোম সূর্যের দিকে তাকালো। সূর্য মাটি স্পর্শ করেছে। তার একটি দিক অদৃশ্য হয়ে গেছে···পাহোমের গায়ে যতটুকু শক্তি অবশিষ্ট ছিল, সে তাই দিয়ে ছুটে চললো। শরীরটা রইল সামনের দিকে নুয়ে; পা দু'খানা রইল পেছনে। সে ঢিপিটার কাছে পৌঁছতেই হঠাৎ অন্ধকার হয়ে এল। সে চোখ তুলে তাকাল···সূর্য অস্ত গেছে!

সে থামতে যাবে, এমন সময় শুনতে পেল, বাশকিররা তখনো চীৎকার করছে। তখন তার মনে পড়লো, সে নীচে থেকে দেখছে, সূর্য অস্ত গেছে, কিন্তু ওরা ঢিপির ওপর থেকে

সূর্য কে দেখতে পাচ্ছে, তখনও সে দম নিয়ে ঢিপির ওপর ছুটে গেল।

ওপরে তখনও আলো আছে। সে চূড়ায় পোঁছে টুপিটা দেখতে পেল। টুপিটার সামনে সর্দার তুহাতে তুপাশ চেপে ধরে বসে বসে হাসছে। আবার সেই স্বপ্নের কথা পাহোমের মনে এল। সে চীৎকার করে উঠলো। তার পা তুখানা নুয়ে পড়লো ; সে হাত তুখানা টুপিটার দিকে সোজা বাড়িয়ে দিয়ে উপুড় হয়ে পড়ে গেল।

সর্দার বলে উঠলো—"চমৎকার লোক ; অনেকখানি জমি দখল করেছে।"

পাহোমের ভৃত্য ছুটে এসে তাকে তোলবার চেষ্টা করলে। দেখলো, তার মুখ দিয়ে রক্ত বার হচ্ছে···পাহোম মারা গেছে! বাশকিররা জিভ দিয়ে শব্দ করে তুঃখ প্রকাশ করলো। ভৃত্য কোদালখানা কুড়িয়ে নিয়ে পাহোম যাতে শুতে পারে, সেই রকম লম্বা চওড়া একটা গর্ত খুঁড়ে তাকে তার মধ্যে সমাহিত করলো···

তার দরকার ছিল, মাথা থেকে পায়ের গোড়ালি অবধি মাত্র ছয় ফুট জমি।


S. LAHIRI
তিনটি
প্রশ্ন

—এক—

একবার এক রাজার মনে হ'ল, যদি তিনি সব সময়ে জানতে পারেন, প্রত্যেক কাজ শুরু করবার কোনটা উপযুক্ত কাল ; যদি তিনি বুঝতে পারেন, কোন লোকের কথা শোনা উচিত এবং কোন লোককে এড়িয়ে চলা দরকার ; এবং সর্বোপরি যদি তিনি সব সময় ঠিক করতে পারেন, কোন জিনিসটা করা বিশেষ প্রয়োজন,…তাহলে তিনি যে কাজই হাতে নিন না, তাতে তিনি সফল হবেনই। এই কথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি রাজ্যমধ্যে ঘোষণা করে দিলেন যে…যে তাঁকে এই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে পারবেন, তিনি তাকে প্রচুর পুরস্কার দেবেন। পণ্ডিতদের উত্তর তার মনোমত হ'লনা। তখন তিনি এক প্রসিদ্ধ জ্ঞানী তপস্বীকে তাঁর প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করতে মনস্থ করলেন।

তপস্বীটি বাস করতেন এক বনে। এই বন ছেড়ে তিনি কোথাও যেতেন না এবং আলাপ করতেন, কেবলমাত্র সাধারণ লোকদের সঙ্গেই। সেইজন্য রাজা সাধারণ লোকের পোষাক পরলেন এবং তপস্বীর আশ্রমে পৌঁছবার আগে এক জায়গায় ঘোড়া থেকে নেমে তাঁর দেহরক্ষীদের সেখানে রেখে একা চলতে লাগলেন।

রাজা একা ছদ্মবেশে তপস্বীর আশ্রমে পেঁাছলেন, তপস্বীটি তখন তাঁর আশ্রমের সামনে কোদাল দিয়ে মাটি কোপাচ্ছেন।

রাজাকে দেখে, তিনি আশীর্বাদ করে, আবার তেমনই মাটি কোপাতে লাগলেন।

রাজা তাঁর কাছে প্রশ্নগুলির উত্তর প্রার্থনা করলেন।

তপস্বী রাজার প্রশ্নগুলি মনোযোগ দিয়ে শুনলেন, কিন্তু কোন উত্তর দিলেন না। রাজা বললেন—"আপনি ক্লান্ত; কোদালখানা আমাকে দিন। আমি আপনার হয়ে কিছুক্ষণ মাটি কোপাই।"

—"ধন্যবাদ!" ব'লে তপস্বী রাজার হাতে কোদালখানা দিয়ে মাটিতে বসে বিশ্রাম করতে লাগলেন।

তপস্বী এবারও প্রশ্নগুলির কোন উত্তর দিলেন না; কেবল উঠে দাঁড়ালেন এবং কোদালখানা নেবার জন্য হাত বাড়িয়ে বললেন—"আপনি এবার কিছুক্ষণ বিশ্রাম করুন।"

কিন্তু রাজা তাঁকে কোদালখানা না দিয়ে, নিজেই মাটি কোপাতে লাগলেন। এমনই করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল। রাজা অবশেষে কোদালখানা মাটিতে পুঁতে রেখে বললেন—"হে তাপস! আমি আপনার কাছে আমার প্রশ্নের উত্তর জানতে এসেছিলাম। যদি আপনি কোন উত্তর দিতে না পারেন, আমাকে তা বলুন, আমি বাড়ি ফিরে যাই।"

তপস্বী বললেন—"একটা লোক এদিকে ছুটতে ছুটতে আসছে। দেখা যাক ও কে?"

রাজা ফিরে দেখলেন, একটা দাড়িওয়ালা লোক বন থেকে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে আসছে। লোকটা হাত দিয়ে

তার পেট চেপে ধরে ছিল, এবং হাতের নীচ দিয়ে রক্ত বার হচ্ছিল।

রাজা এবং তপস্বী লোকটার পোষাক খুলে দিলেন। দেখলেন, তার পেটে একটা প্রকাণ্ড ক্ষত। রাজা যুদ্ধক্ষেত্রে আহতদের সেবা শুশ্রূষা দেখেছেন? তিনি যেমন পারলেন, তেমনই করে সেটা ধুয়ে তাঁর নিজের রুমাল এবং তপস্বীর যে গামছাখানা ছিল সেটা দিয়ে ক্ষতটা বেঁধে দিলেন; অবশেষে রক্তপড়া বন্ধ হ'লে লোকটা কিছু সুস্থ হয়েএকটু জল পান করতে চাইল। রাজা পরিষ্কার-জল এনে তাকে দিলেন।

—দুই—

রাজা পথশ্রমে ও পরিশ্রমে এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন যে আশ্রমের দরজায় বসেই ঘুমিয়ে পড়লেন; সমস্ত রাত তাঁর ঘুমেই কেটে গেল।

সেই দাড়িওয়ালা লোকটা যখন দেখলো রাজার ঘুম ভেঙেছে এবং তার দিকে তিনি তাকিয়ে আছেন, তখন সে বললো—"আমাকে ক্ষমা করুন।"

রাজা বললেন—"আমি ত তোমাকে চিনি না।"

সে বললো—"আপনি আমাকে চেনেন না; কিন্তু আমি আপনাকে চিনি। আমার ভাইকে আপনি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত

ক'রে তার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছিলেন। তাই আপনাকে হত্যা করবার জন্য প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। আমি জানতাম যে, আপনি একা তপস্বীর কাছে গেছেন। আমি আপনার ফেরবার পথে আপনাকে হত্যার সঙ্কল্প করেছিলাম। কিন্তু দিন শেষ হয়ে গেল, তবুও আপনি ফিরলেন না। সেইজন্য আমার গোপন জায়গা থেকে আমি আপনাকে খুঁজতে বেরিয়ে এলাম। আমি আপনার দেহরক্ষীদের সামনে এসে পড়লাম। তারা আমাকে চিনতে পেরে জখম ক'রে দিল। আমি তাদের কাছ থেকে পালিয়ে এলাম ; কিন্তু রক্ত-পাতের ফলে আমি মারা যেতাম, যদি আপনি আমার ক্ষত ধুয়ে না দিতেন। আমি আপনাকে হত্যা করতে চেয়েছিলাম, আর আপনি আমার প্রাণরক্ষা করলেন। এখন, যদি বাঁচি এবং আপনি যদি ইচ্ছে করেন, তাহলে আমি আপনার একান্ত অনুগত দাস হয়ে আপনার সেবা করবো ; আর আমার পুত্রদেরও তাই করতে আদেশ দেব। আমাকে ক্ষমা করুন।"

আহত লোকটির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাজা তাপসকে বল্লেন—"হে তাপস! এই শেষবার আপনার কাছে আমার প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রার্থনা করছি।"

—"আপনার প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়া হয়েছে।"

—"কি-ভাবে উত্তর দেওয়া হ'ল ? আপনি কি বলছেন?"

তপস্বী উত্তর করলেন—আপনি বুঝতে পারছেন না। কাল যদি আপনি আমার দুর্বলতা দেখে, আমার প্রতি দয়া না

দেখাতেন এবং আমার হয়ে মাটি না কুপিয়ে চলে যেতেন, ঐ লোকটা আপনাকে আক্রমণ করতো। আর, আপনি এখানে অপেক্ষা করলেন না ব'লে অনুতাপ করতেন। কাজেই, আপনি যখন মাটি কোপাচ্ছিলেন, সেই সময়টাই ছিল, বিশেষ প্রয়োজনীয় কাল। আর, আমি ছিলাম অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যক্তি, এবং আমার উপকার করাই ছিল আপনার বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়।

"পরে ঐ লোকটা যখন আমাদের কাছে ছুটে এল, তখন তার শুশ্রূষা করাই ছিল বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজ ; কেননা, যদি আপনি তার ক্ষতটা না বেঁধে দিতেন, তাহলে সে আপনার সঙ্গে সখ্যস্থাপন না করেই মারা যেত। কাজেই সেই ছিল, আপনার বিশেষ প্রয়োজনীয় লোক, এবং আপনি তার প্রতি যে ব্যবহার করেছিলেন, তাই ছিল আপনার বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়।

"অতএব মনে রাখবেন, কেবল মাত্র প্রয়োজনীয় সময় হচ্ছে, বর্তমান মুহূর্ত ! কেননা, এই একটিমাত্র ক্ষণের ওপরই আমাদের প্রভুত্ব আছে। আর, যার সঙ্গে আপনি আছেন, তিনিই হচ্ছেন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় লোক। কেননা, কেউই বলতে পারে না, তার সঙ্গে আর কোন কাজ করবার সুযোগ হবে কি না। আর, সব চেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয় হচ্ছে, সেই লোকটির উপকার সাধন করা। কেননা, কেবল সেই উদ্দেশ্যেই মানুষ জগতে প্রেরিত হয়েছে।"



—এক—

এক সময়ে উফা প্রদেশে ইলাইয়াস নামে একজন বাশকির বাস করতো। তার বাবা তার বিয়ের এক বছর পরে তাকে এক রকম নিঃসম্বল অবস্থায় রেখে মারা যান।

কিন্তু ইলাইয়াস তার স্ত্রীর সঙ্গে ভোর থেকে গভীর রাত অবধি কাজ করতো। এইভাবে একটু একটু করে ইলাইয়াস অনেক ধনদৌলত সংগ্রহ করেছিল।

সে অঞ্চলের প্রত্যেকেই তাকে হিংসে করলেও পদস্থ লোকেরা ইলাইয়াসের গল্প শুনতো ; তার সঙ্গে আলাপ করতে চাইত। অনেক দূর থেকে লোকে তার সঙ্গে দেখা করতে আসতো ; সে প্রত্যেককে আদর-আপ্যায়ন করতো ; তাদের খাদ্য ও পানীয় দিত।

দুর্ভাগ্যবশতঃ ইলাইয়াসের ভেড়ার পালে একবার মড়ক দেখা দিল ; তাতে অনেক ভেড়া মরে গেল। তারপর ফসল হ'ল খারাপ ; অনেক শস্য নষ্ট হ'ল ; এবং সে বছরের শীতে অনেক পশুও মারা গেল। খিরগিজেরা তার সব চেয়ে ভাল ঘোড়ার দলটাকে নিয়ে গেল ধ'রে। এই সব কারণে ইলাই-য়াসের সম্পত্তি কমে গেল।

সত্তর, বছর বয়স অবধি সে তার পশম, কারপেট, ঘোড়ার জিন ও তাঁবু বেচতে লাগলো। শেষে তাকে বেচতে হ'ল পশুগুলোকেও ।

তাদের প্রতিবেশী মহম্মদ-শার দয়া হ'ল, তাদের ওপর। মধ্যবিত্ত মহম্মদ বেশ সচ্ছলতার মধ্যে বাস করতো। আর, সে লোকটি ছিল, ভাল। ইলাইয়াসের আতিথ্যের কথা স্মরণ করে, তার মনে দয়া হ'ল ; সে বললে—"তুমি আর তোমার বৃদ্ধা স্ত্রী আমার বাড়িতে এসে থাক, ইলাইয়াস। গ্রীষ্মকালে আমার তরমুজের বাগানে যতটুকু পার কাজ করবে, আর শীতকালে আমার পশুগুলোকে চরাবে। যখনই তোমাদের কিছু দরকার হবে, আমাকে বোলো। তোমরা তা পাবে।"

মহম্মদ শাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ইলাইয়াস ও তার স্ত্রী তার মজুরের কাজ নিল। তারা সামর্থ্য-মতো কাজকর্ম ক'রে সেখানে রয়ে গেল !

একবার অনেক দূর দেশ থেকে মহম্মদ শার কয়েকজন আত্মীয় তার বাড়িতে বেড়াতে এল। তাদের সঙ্গে এলেন এক মোল্লা। মহম্মদ শা ইলাইয়াসকে একটা ভেড়া কাটতে বললে। সে ভেড়াটার ছাল ছাড়িয়ে সেটা সিদ্ধ করে অতিথিদের পাঠিয়ে দিল। অতিথিরা মাংসটা খেয়ে, চা পান করে, ঘোল খেতে আরম্ভ করলো।

তারা কার্পেটের ওপর পালকের গদিতে তাদের গৃহস্বামীর সঙ্গে বসে ঘোলের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে আলাপ করছে। এমন সময় ইলাইয়াস তার কাজ শেষ করে তাদের ঘরের খোলা দরজার সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। মহম্মদ শা তাকে সামনে

দিয়ে যেতে দেখে, একজন অতিথিকে বললে—"একটু আগে যে-বৃদ্ধটি এখান দিয়ে গেল, তাকে আপনারা লক্ষ্য করেছেন কি ?"

অতিথি বললে—"হাঁ, ওর মধ্যে বিশেষ কি আছে ?"

গৃহস্বামী উত্তর দিলে—"কেবল এইটুকু যে···এক সময়ে আমাদের মধ্যে ও ছিল সব চেয়ে ধনী। ওর নাম হচ্ছে, ইলাইয়াস। ওর নাম শুনে থাকবেন।"

অতিথি উত্তর দিলে—"অবশ্যই ওর নাম শুনেছি। আমি ওকে আগে দেখে নি ; তবে ওর খ্যাতি অনেক দূর ছড়িয়ে গেছে।"

মহম্মদ শা বললে—"হাঁ, এখন ওর কিছুই নেই। ও এখন আমার কাছেই মজুরের মতো থাকে, ওর বৃদ্ধা স্ত্রীও এখানে আছে···সে ঘোটকীগুলোর দুধ দোয়।"

অতিথি অবাক হয়ে গেল। সে জিভ দিয়ে শব্দ করে মাথা নেড়ে বললে—"ভাগ্য চাকার মতো ঘুরছে। কাউকে সে তুলছে, কাউকে সে নামাচ্ছে! আমি ওর সঙ্গে কথা বলতে পারি ? আমি ওকে জীবনের কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই।"

—"বেশ তো"···বলে মহম্মদ শা ইলাইয়াসকে ডাকলে···

—ঠাকুরদা, এখানে এসে আমাদের সঙ্গে এক পেয়ালা ঘোল খাও ; তোমার স্ত্রীকেও ডাক।"

—দুই—

ইলাইয়াস তার স্ত্রীকে ভেতরে নিয়ে এল।

অতিথি পর্দার দিকে মুখ ফিরালে। সে বললে—“দিদিমা, বল দেখি, তোমাদের আগেকার সুখের দিনগুলো আর এখানকার দুঃখের সঙ্গে তুলনা করলে কেমন লাগে।”

পর্দার আড়াল থেকে সে উত্তর করলে—“এ বিষয়ে আমি যা ভাবি তা হচ্ছে এই : আমার স্বামী আর আমি পঞ্চাশ বছর ধ’রে সুখ খুঁজেছি কিন্তু তা পাইনি। এই গত দু’বছর, আর আমাদের কিছুই নেই, আমরা মজুরের মতো জীবন কাটাচ্ছি, এখন আমরা সত্যিকারের সুখের সন্ধান পেয়েছি। এখন যে-অবস্থায় আছি, তার চেয়ে ভাল কিছু আর আমরা চাই না।”

অতিথি জিজ্ঞাসা করলে—“কিন্তু তোমাদের সুখ কিসে ?”

সে বললে—“কেন, যখন আমাদের টাকা ছিল, তখন আমার স্বামীকে আর আমাকে এত কাজে মাথা দিতে হ’ত যে, আমরা দু’জনে পরস্পরের সঙ্গে কথা বলবারও সময় পেতাম না ; তখন আমাদের আত্মচিন্তার বা ভগবানের কাছে প্রার্থনারও সময় থাকতো না। আমাদের বাড়িতে অতিথি আসতো, তাদের কি খেতে দেব বা কি উপহার দেব, এই ছিল আমাদের চিন্তা, যাতে তারা আমাদের নিন্দা না করে। তারা চলে গেলে, আমাদের মজুরদের খবরদারি কর্‌তে হ’ত ; তারা সর্ব্বদা ফাঁকি দেবার আর ভাল খাবার-দাবার পাবার চেষ্টায় থাকতো। আমরা চেষ্টা করতাম, তাদের কাছ থেকে প্রচুর

কাজ আদায় করতে। এইভাবে আমরা অনবরত পাপ করতাম।

“রাতেও আমাদের ঘুম ছিল না। ভয় হ’ত, গোয়ালে বুঝি চোর পড়লো। বার বার উঠে দেখতাম, সব ঠিক আছে কি না। একটা কাজ শেষ করতে না করতে আর একটার চিন্তা এসে পড়তে ; তা ছাড়া, আমার স্বামীর সঙ্গে আমার মতের মিল হ’ত না। ও বলতো, আমাদের এই রকম করতে হবে ; আমি তাতে রাজি হতাম না। তখন আমাদের বচসা হ’ত।… আবার পাপ করতাম। এই ভাবে আমরা এক গোলমাল থেকে আর এক গোলমালে, এক পাপ থেকে আর এক পাপে গিয়ে পড়তাম, এতে সুখ কোথা ?”

অতিথিরা হেসে উঠলো।

কিন্তু ইলাইয়াস বললে—“বন্ধুগণ হাসবেন না ; এটা হাসবার ব্যাপার নয়…জীবনের সত্য। আমরাও প্রথমে ছিলাম নির্বোধ, আমাদের ধন-দৌলত নষ্ট হয়ে গেলে কেঁদেছিলাম। কিন্তু ভগবান এখন আমাদের সত্য চিনিয়ে দিয়েছেন ; আমরা এ-কথা বলছি, আমাদের সান্ত্বনার জন্যে নয়, আপনাদের ভালোর জন্যে।”

তার কথা শুনে মোল্লা বললেন—“কথাগুলি জ্ঞানীর মতো। ইলাইয়াস আসল সত্য যা, তা বলেছে। এ-কথা কোরানেও আছে।”

অতিথিরা হাসি থামিয়ে গম্ভীর হয়ে গেল।

—০—


বিধাতার মার
আসে পরে

এক—

ভ্‌লাডিমির নগরে আইভান ডিমিট্রিচ আকসিনভ নামে এক তরুণ বণিক বাস করতো। তার দু'খানা দোকান ও একখানা বাড়ি ছিল।

আক্‌সিনভ লোকটা ছিল প্রিয়দর্শন, আমুদে ও বড় সঙ্গীতপ্রিয়। তার মাথায় ছিল ঘন কোঁকড়া চুল।

একবার গ্রীষ্মকালে আকসিনভ নিজনির মেলায় যাবার জন্য প্রস্তুত হ'ল ; এবং তার পরিবারবর্গের কাছ থেকে বিদায় নিল। তার স্ত্রী তাকে বললো—"তুমি আজ রওনা হয়ো না ; আমি তোমার সম্বন্ধে বড় খারাপ স্বপ্ন দেখেছি।"

আকসিনভ হেসে উঠলো, বললো—"তুমি ভয় পাচ্ছ আমি মেলায় গিয়ে আমোদ-প্রমোদে মত্ত হ'ব।"

তার স্ত্রী উত্তর করলো—"কেন যে ভয় পাচ্ছি, তা জানি না। স্বপ্ন দেখেছি, তুমি নগর থেকে ফিরে এসেছ এবং মাথার টুপি খুলতেই দেখলাম, তোমার মাথার সব চুল একেবারে সাদা হয়ে গেছে।"

আকসিনভ হেসে উঠলো। বললো—"ওটা একটা শুভ লক্ষণ। দেখো, আমি সমস্ত লোকের মাল-পত্র বেচে মেলা থেকে তোমার জন্য কোন উপহার আনি কিনা।"

এই বলে সে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে রওনা হয়ে গেল। তারপর অর্ধেক পথ পার হলে

একজন পরিচিত বণিকের সঙ্গে তার দেখা হ'ল এবং দু'জনে রাত্রির মত একই সরাইয়ে উঠলো। দু'জনে একসঙ্গে বসে কিছু চা-পান করলো ; তারপর পাশাপাশি দুটো ঘরে শুতে গেল।

অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমানো আকসিনভের অভ্যাস ছিল না, এবং ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় যাবার ইচ্ছায়, সে সকাল হবার আগেই তার গাড়োয়ানকে ঘুম থেকে তুলে গাড়িতে ঘোড়াগুলো জুততে বললো। তারপর সরাইওয়ালার কাছে গিয়ে তার পাওনা মিটিয়ে দিয়ে সে আবার রওনা হ'ল।

প্রায় পঁচিশ মাইল পথ পার হয়ে, ঘোড়াগুলোকে দানা খাওয়াবার জন্য একটা সরাইয়ে গাড়ি থামানো হ'ল। আকসিনভ সরাইয়ের দরজায় বসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতে লাগল।

সেখানে হঠাৎ একটি তিন-ঘোড়ার গাড়ী ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে এসে থামলো এবং তার ভেতর থেকে নামলেন একজন সরকারী কর্ম্মচারী। তাঁর পেছনে পেছনে নামলো, দু'জন পুলিসের লোক। কর্ম্মচারীটি এসে আক্‌সিনভকে জেরা করতে লাগলেন—"তুমি কে? কোথা থেকে আসছো? কালকের রাতটা কোথায় কাটিয়েছ? তুমি একা ছিলে, না, তোমার সঙ্গে আর কোন বণিক ছিল? তুমি সেই বণিকটির সঙ্গে আজ সকালে দেখা করেছিলে? সকাল হবার আগেই তুমি সরাই থেকে চলে এলে কেন?"

আক্‌সিনভ যা কিছু ঘটেছিল, তার বর্ণনা করে জিজ্ঞাসা করলো—"আমি যেন একটা চোর-ডাকাত, এইভাবে আপনি

আমাকে জেরা করছেন কেন ? আমার নিজের ব্যবসায়-সূত্রে আমি যাচ্ছি। আমাকে জেরা করে কোনও হবে না।”

কর্ম্মচারীটি তখন সৈন্য দু'জনকে ডাকলেন ও আক্‌সিনভকে বললেন—“আমি এই অঞ্চলের দারোগা। আমি তোমাকে জেরা করছি এইজন্য যে, তুমি যে-বণিকটির সঙ্গে কাল রাত কাটিয়েছ, তাকে গলা-কাটা অবস্থায় পাওয়া গেছে। আমরা তোমার জিনিষপত্র খানা-তল্লাস করবো।”

তারা সরায়ের ভেতর ঢুকলো। দারোগা ও সৈন্য দু'জন আকসিনভের জিনিষ-পত্র খুলে খানা-তল্লাস আরম্ভ করলেন। হঠাৎ দারোগা একটা ব্যাগ থেকে একখানা বড় ছোরা টেনে বার ক'রে বলে উঠলেন—“এ ছোরা কার ?”

আক্‌সিনভ সেদিকে তাকিয়ে দেখলো এবং তার ব্যাগ থেকে একখানা রক্তমাখা ছোরা বার করতে দেখে শঙ্কিত হয়ে পড়্‌লো।

—“এই ছোরাতে রক্ত এল কি করে ?”

আকসিনভ উত্তর দেবার চেষ্টা করলো, কিন্তু কোন কথা উচ্চারণ করতে পারলো না, কেবল জড়িত স্বরে বললো—“আমি ···জানি না···আমার নয়···”

দারোগা বললেন—“আজ সকালে সেই বণিকটিকে তার বিছানায় গলা-কাটা অবস্থায় পাওয়া যায়। তুমিই একমাত্র লোক, যে এই কাজ করতে পারে। বাড়িটা ভেতর থেকে তালা দেওয়া ছিল এবং ভেতরে আর কেউ ছিল না।

তোমার ব্যাগের মধ্যে রক্তমাখা ছোরা রয়েছে এবং তোমার মুখের চেহারা আর হাবভাবে ব্যাপারটা প্রকাশ করে দিচ্ছে। এখন বল, তাকে কি করে খুন করেছিলে এবং কত টাকা তুমি চুরি করেছ ?”

আকসিনভ শপথ ক'রে বললো যে, সে চুরি করে-নি ; চা-পানের পর বণিকটিকে সে দেখেও নি ; তার কাছে তার নিজের আটহাজার রুবল ছাড়া আর টাকা নেই ; ছোরাখানা তার নয়। কিন্তু কথাগুলো বলতে বলতে তার গলার স্বর রুদ্ধ হয়ে গেল, মুখখানা বিবর্ণ হয়ে উঠলো এবং ভয়ে কাঁপতে লাগলো, যেন সে দোষী।

আকসিনভকে বেঁধে গাড়িতে তোলবার জন্য দারোগা সেপাই দু'জনকে হুকুম দিলেন। সৈন্যেরা যখন আকসিনভকে বেঁধে গাড়িতে তুললো, তখন সে কাঁদতে লাগলো। তার টাকাগুলো ও মালপত্র কেড়ে নিয়ে তাকে সব চেয়ে কাছের এক শহরে পাঠিয়ে সেখানকার হাজতে রাখা হ'ল এবং তার চরিত্রসম্বন্ধে ভ্লাডিমিরে অনুসন্ধান করা হ'ল। সেই নগরের বণিক অধিবাসীরা বললো যে, সে অল্পবয়সে একটু উচ্ছৃঙ্খল ছিল বটে, কিন্তু লোকটা ভাল। তারপর তার বিচার আরম্ভ হ'ল এবং সে রিয়াযানের একজন বণিককে খুন করে, তার টাকা-পয়সা চুরি করার অপরাধে অভিযুক্ত হ'ল।

তার স্ত্রী চোখে তখন অন্ধকার দেখতে লাগলো এবং কোন্ কথা যে বিশ্বাস করবে বুঝে উঠতে পারলো না। সে ছেলে

মেয়েগুলোকে নিয়ে যে-নগরের হাজতে তার স্বামী ছিল, সেখানে চলে গেল।

যখন তার স্বামীকে সে কয়েদীর পোষাকে চোর-জোচ্চোর এবং বদমায়েসদের সঙ্গে হাতকড়া-দেওয়া ও বেড়িপরা অবস্থায় দেখলো, তখন সে মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল এবং বহুক্ষণ তার জ্ঞান হ'ল না।

স্ত্রীর জ্ঞান হলে আকসিনভ স্ত্রীর কাছে সমস্ত ব্যাপার খুলে বলতে তার স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলো—"আমরা এখন কি করতে পারি।"

—"আমরা এখন সম্রাটের (জারের) কাছে এই বলে আবেদন করতে পারি যে, তিনি যেন একজন নির্দোষকে ধ্বংস করার অনুমতি না দেন।"

তার স্ত্রী বললো যে, সে সম্রাটের কাছে আবেদন পাঠিয়েছিল ; কিন্তু তা গ্রাহ্য হয় নি। আকসিনভ কোন উত্তর দিল না, কেবল বিমর্ষ হয়ে রইল।

আকসিনভ সম্রাটের কাছে আর কোন আবেদন পাঠাল না ; সমস্ত আশা পরিত্যাগ করলো এবং কেবল ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাতে লাগলো।

আকসিনভের প্রতি চাবুক-মারার ও সাইবিরিয়ার লবণ-খনিতে কাজ-করার দণ্ডাজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল। সেইজন্য তাকে একদিন চাবুক মারা হ'ল এবং চাবুকের ক্ষতগুলো শুকিয়ে গেলে অন্যান্য কয়েদীর সঙ্গে তাকে সাইবিরিয়াতে নিয়ে যাওয়া হ'ল।

তারপর দীর্ঘ ছাব্বিশ বছর আকসিনভ সাইবেরিয়ায় কয়েদী অবস্থায় থাকলো। তারপর মাথার সব চুল তুষারের মত সাদা হয়ে গেল এবং দাড়িগুলো হয়ে উঠলো লম্বা, পাতলা ও সাদা। তার হাসিখুশী ভাব নষ্ট হয়ে গেল; সে আস্তে আস্তে চলতো, বেশি কথা বলতো না, কখন হাসতো না; কিন্তু প্রায়ই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতো।

আকসিনভ কয়েদখানায় বুট-তৈরি করা শিখেছিল এবং তাতে দু'চার টাকা উপায়ও করেছিল। সে তাই দিয়ে 'ঋষিদের চরিতকথা' নামে একখানা বই কেনে।

কয়েদখানার মধ্যে আলো হ'লে সে বইখানা পড়তো এবং রবিবারে কয়েদখানার গীর্জায় গিয়ে সকলের সঙ্গে প্রার্থনা-সঙ্গীত গান করতো। তার গলার স্বর তখনও বেশ মিষ্ট ছিল।

জেলের কর্তৃপক্ষ তার নম্রস্বভাবের জন্য তাকে পছন্দ করতেন এবং অন্যান্য কয়েদীরা তাকে শ্রদ্ধা করতো।

আকসিনভের কাছে তার বাড়ির কোন খবর পৌঁছত না এবং সে জানতো না, তার স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েরা তখনও বেঁচে আছে কি না।

—দুই—

একদিন জেলে একদল নতুন কয়েদী এল। সন্ধ্যার সময় পুরোনো কয়েদীরা তাদের চারধারে জড় হয়ে জিজ্ঞাসা করতে লাগলো, তারা কোন্ গ্রাম বা শহর থেকে আসছে, এবং কি

দোষে তাদের শাস্তি হয়েছে। আকসিনভও অন্যান্যদের সঙ্গে নতুন কয়েদীদের কাছে বসে বিষণ্ণ মুখে মাথা নীচু করে তাদের কথা শুনতে লাগলো।

নতূন কয়েদীদের মধ্যে একটি লোক ছিল, তার বয়স হবে ষাট বছর। লোকটি লম্বা ও বলিষ্ঠ; তার পাকা দাড়িগুলো ছোট করে ছাঁটা। কেন তাকে ধরে আনা হয়েছে, সে সকলের কাছে বলতে লাগলো।

সে বললো—"ভাই সব, একখানা শ্লেজে একটা ঘোড়া বাঁধা ছিল। আমি সেটাকে খুলে নিয়েছিলাম বলে আমাকে গ্রেপ্তার করে চুরির দায়ে শাস্তি দিয়েছে। আমি অবশ্য একবার সত্যই একটা অন্যায় করেছিলাম এবং তার ফলে অনেকদিন আগেই আমার এখানে আসা উচিত ছিল; কিন্তু তখন আমাকে ওরা ধরতে পারে নি। এবার আমাকে ওরা শুধু শুধু এখানে পাঠিয়েছে।

একজন জিজ্ঞাসা করলো—"তুমি কোথা থেকে আসছো?"

—"ভ্‌লাডিমির থেকে। আমি সেই শহরের লোক। লাকে আমাকে সেমিওনিচ বলেই ডাকে।"

আকসিনভ মাথা তুলে জিজ্ঞাসা করলো—"সেমিওনিচ! ুমি ভ্‌লাডিমিরের বণিক আকসিনভদের বিষয় কিছু জান কি? ারা কি এখনও বেঁচে আছে?

—"নিশ্চয়ই তাদের জানি। আকসিনভরা পয়সা-য়ালা লোক, যদিও তাদের বাপ আছে সাইবিরিয়াতে।

লোকটা আমাদেরই মত পাপী। কিন্তু ঠাকুরদা, তুমি এখানে এলে কি করে?"

আকসিনভ তার দুঃখের গল্প করতে ভালবাসতো না। সে কেবল দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললো—"আমার পাপের জন্য আমি এই ছাব্বিশ বছর ধরে কয়েদখানায় রয়েছি।"

সে নিজে তার বেশি আর কিছু বলতো না···কিন্তু তার সঙ্গীরা বললো, সে কেমন করে সাইবিরিয়াতে এসেছে, কেমন করে অন্য একজন লোক একটি বণিককে খুন করে আকসিনভের জিনিষপত্রের মধ্যে ছোরাখানা রেখে দেয় এবং আকসিনভ তার জন্য অন্যায়ভাবে দণ্ডিত হয়।

মাকার সেমিওনিচ একথা শুনে আকসিনভের দিকে তাকাল এবং তার নিজের হাঁটুতে থাবা মেরে গঠলো—"বড় আশ্চর্যের! বাস্তবিকই আশ্চর্য্যের! কিন্তু ঠাকুরদা, তুমি কি রকম বুড়ো হয়ে গেছ।"

অন্য সকলে তাকে জিজ্ঞাসা করলো, সে এমন বিস্মিত হ'ল কেন এবং সে কি আকসিনভকে আগে কোথাও দেখেছে? কিন্তু মাকার সেমিওনিচ কোন উত্তর দিল না। সে কেবল বললো—"বড়ই আশ্চর্য্যের যে, আমাদের এখানে দেখা হবে!"

এই কথাগুলো আকসিনভকে কৌতূহলী করে তুললো—বণিকটিকে কে খুন করেছে, এই লোকটা জানে কি? সে বললো—"সেমিওনিচ, হয়ত তুমি শুনেছ, বণিকটিকে কে খুন করেছে?"

মাকার সেমিওনিচ হেসে উঠলো ; উত্তর দিল—"যার ব্যাগে ছোরাখানা পাওয়া গিয়েছিল, নিশ্চয়ই সে ! যদি আর কেউ ছোরাখানা সেখানে লুকিয়ে রেখে থাকে প্রবাদ অনুসারে—'ধরা না পড়লেই সে সাধু।' তোমরা মাথার নীচে যখন ব্যাগটা ছিল, এখন তার মধ্যে ছোরাখানা কি করে আর কারো দ্বারা লুকিয়ে রাখা সম্ভব ? তা করতে গেলে নিশ্চয়ই তোমার ঘুম ভেঙে যেত।"

আকসিনভ এই কথাগুলো শুনে বুঝতে পারলো, এই লোকটাই বণিকটিকে খুন করেছিল। সে উঠে চলে গেল।

মাকার সেমিওনিচের ওপর তার রাগ এমন প্রচণ্ড হয়ে উঠলো যে, সে প্রতিশোধ নেবার জন্য ব্যাকুল হ'ল, এমন কি, তাতে যদি সে মারা যায়, তবুও ক্ষতি নেই। সে সারা রাত ধরে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলো, তবুও মনে শান্তি পেল না। দিনের বেলায় সে মাকার সেমিওনিচের কাছে গেল না বা তার দিকে ফিরেও তাকাল না। এইভাবে একপক্ষকাল কেটে গেল। আকসিনভ রাত্রে ঘুমোতে পারে না, এবং এমন অস্বস্তি বোধ করে যে, কি করবে ভেবে পায় না।

এক রাত্রে সে কয়েদখানায় ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে দেখলো, যে সব 'তাকের' ওপর কয়েদীরা ঘুমোয়, তার একটির নীচ থেকে মাটি গড়িয়ে এল। ব্যাপারটা কি দেখবার জন্য সে দাঁড়াল। হঠাৎ সেই তাকটার তলা থেকে গুঁড়ি মেরে বেরিয়ে এল মাকার সেমিওনিচ এবং সে আকসিনভের দিকে শঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকাল।

আকসিনভ তার দিকে না তাকিয়ে সরে যাবার চেষ্টা করলো ; কিন্তু মাকার তার হাত চেপে ধরে বললো যে, সে দেওয়ালের নীচে গর্ত খুঁড়েছে এবং প্রত্যহ যখন কয়েদীদের কাজে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন মাটিগুলো বুটজুতোর ভেতর থেকে বার করে সে রাস্তার ধারে ফেলে দেয়।

—"বুড়ো, চুপচাপ থাক ; তুমিও এখান থেকে বেরিয়ে পড়তে পারবে। কিন্তু যদি কথাটা ফাঁস করে দাও, তাহলে ওরা আমাকে চাবুক মেরে আমার প্রাণ বার করে দেবে। তবে তার আগে আমি তোমাকে খুন করবো।"

আকসিনভ তার দিকে তাকিয়ে রাগে কাঁপতে লাগলো। "আমার পালাবার ইচ্ছে নেই, আর, আমাকে খুন করবার দরকারও নেই। তুমি আমাকে অনেক দিন আগেই খুন করেছ। আর, তোমার কথা ফাঁস করে দেবার বিষয়···আমি প্রকাশ করতেও পারি, না করতেও পারি, ভগবান আমাকে যেমন আদেশ দেবেন।" বলে সে হাতখানা ছাড়িয়ে নিল।

তিন

পরদিন কয়েদীদের কাজে নিয়ে যাবার সময় রক্ষী সৈন্যেরা লক্ষ্য করলো, কে একজন কয়েদী তার বুট থেকে মাটি বার করে পথের ধারে ফেললো। তৎক্ষণাৎ কয়েদখানা তল্লাস করা হ'ল এবং একটি সুড়ঙ্গ দেখতে পাওয়া গেল।

জেলার এসে কয়েদীদের জিজ্ঞাসা করলেন—"সুড়ঙ্গটা কে খুঁড়েছে ?"

যারা জানতো, তারা ভয়ে কথাটা ফাঁস করে দিল না। অবশেষে জেলার আকসিনভের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন—"তুমি সত্যবাদী বৃদ্ধ ; ভগবানকে সাক্ষী করে বল, সুড়ঙ্গটা কে খুঁড়েছে ?"

আকসিনভের ঠোঁট-দুখানি ও হাত-দুটো কাঁপতে লাগলো এবং অনেকক্ষণ সে একটি কথাও উচ্চারণ করতে পারলো না।

আকসিনভ মাকার সেমিওনিচের দিকে একবার তাকিয়ে বললো—"ধর্মাবতার, আমি বলতে পারি না। জগদীশ্বরের ইচ্ছে নয় যে, আমি বলি। আমাকে নিয়ে আপনার যা খুশী করুন ; আমি আপনারই হাতে।" জেলার কত অনুরোধ করলে, কিন্তু আকসিনভ আর কিছু বল ল না। সেইজন্য ব্যাপারটা সেই পর্যন্ত রয়ে গেল।

সে রাতে যখন বিছানায় শুয়ে আক্সিনভের সবে তন্দ্রা আসছে, কে যেন চুপি চুপি এসে তার বিছানার ওপর বসলো।

মাকার সেমিওনিচ আকসিনভের দিকে ঝুঁকে মৃদুকণ্ঠে বললো—"আইভান ডিমিট্রিচ, আমাকে ক্ষমা কর।"

—"কেন ?"

—"আমিই সেই বণিককে খুন করে তোমার জিনিষ-পত্রের মধ্যে ছোরাখানা লুকিয়ে রেখেছিলাম ! তোমাকেও খুন

করবার আমার উদ্দেশ্যে ছিল। কিন্তু বাইরে থেকে একটা শব্দ আমার কানে আসে। সেইজন্য আমি ছোরাখানা তোমার ব্যাগের মধ্যে রেখে জানালা দিয়ে পালিয়ে যাই।”

আকসিনভ নীরব। সে কি যে বলবে, বুঝতে পারলো না। মাকার সেমিওনিচ বিছানার ওপর থেকে নেমে মেঝেয় হাঁটু গেড়ে বসে বললো—“আইভান ডিমিট্রিচ, আমাকে ক্ষমা কর, ভগবানের দোহাই! আমাকে ক্ষমা কর। আমি কবুল করবো, যে, সেই বণিককে আমিই খুন করেছিলাম। তাহলে তোমাকে ছেড়ে দেবে এবং তুমি বাড়ি ফিরে যেতে পারবে।”

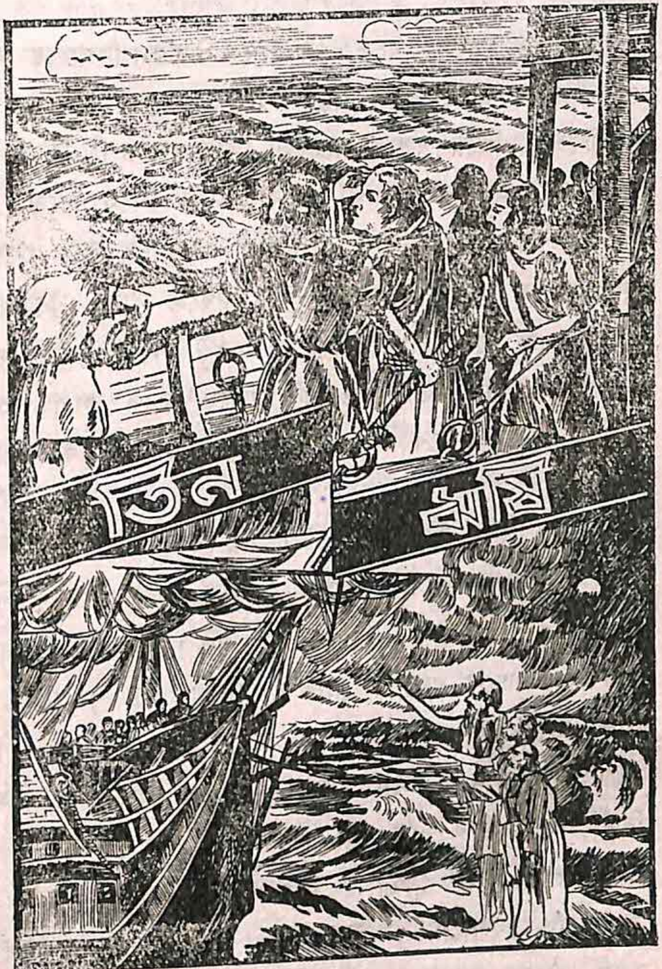
আকসিনভ বললো—“তোমার পক্ষে বলা সহজ। কিন্তু আমি এই দীর্ঘ ছাব্বিশ বছর ধরে তোমার জন্যে কত কষ্ট ভোগ করেছি। এখন আমি কোথায় যাব?…আমার স্ত্রী মারা গেছে, আমার যাবার কোন জায়গাই যে নেই…”

মাকার সেমিওনিচ উঠলো না, কিন্তু মাটিতে মাথা ঠুকতে লাগলো। সে বললো—“আইভান ডিমিট্রিচ, আমাকে ক্ষমা কর! আমাকে যখন ওরা চাবুক মেরেছিল, তখন তা সহ্য করা আমার পক্ষে কঠিন ছিল না, কিন্তু এখনকার যন্ত্রণা বড় অসহ্য…তবুও আমার ওপর তোমার করুণা ছিল…তুমি কথাটা প্রকাশ কর'নি। ভগবানের দোহাই! আমাকে ক্ষমা কর। আমি বড় হতভাগ্য।”—বলে সে কাঁদতে লাগলো।

আকসিনভ তার কান্নার শব্দ শুনে নিজেও গভীর বেদনায় কাঁদতে আরম্ভ করলো। সে বললো—“জগদীশ্বর তোমাকে

ক্ষমা করবেন।" সে কয়েদখানা ছেড়ে আর বাড়ি ফিরে যেতে চাইল না, কেবল তার জীবনের শেষক্ষণটির জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগলো।

আকসিনভের আশ্বাসবাক্য সত্ত্বেও মাকার সোমিওনিচ কর্তৃপক্ষের কাছে তার দোষ কবুল করলো। কিন্তু আকসিনভের মুক্তির আদেশ যখন পৌঁছল, তখন তার মৃত্যু হয়েছে।


তিন ঋষি

—এক—

জাহাজে যেতে যেতে এক জেলে একজন বিশপের কাছে এক দ্বীপের অভিজ্ঞতার গল্প করছিল। সে আঙুল দিয়ে দ্বীপটিকে দেখিয়ে বলতে লাগলো, মাছ ধরতে গিয়ে একবার সে কি করে রাতের বেলা না জেনে ওখানে গিয়ে পড়ে। সে বুঝতেই পারে নি, কোথায় এসেছে। সকালে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে সে একখানি মাটির কুঁড়ে দেখতে পায় ; কুঁড়েখানির সামনে এক বৃদ্ধ দাঁড়িয়েছিলেন, একটু পরেই আরও দু'জন বেরিয়ে এলেন। তাঁরা তাকে খাইয়ে, তার কাপড়-চোপড় শুকিয়ে তারা নৌকোখানা মেরামত করতে তাকে সাহায্য করলেন।

বিশপ জিজ্ঞাসা করলেন—"তাঁদের কি রকম দেখতে ?"

—"একজন হলেন ছোট। তাঁর পিঠ বাঁকা। গায়ে পুরোহিতের পোষাক। তিনি খুব বৃদ্ধ। আমার মনে হয়, তাঁর বয়স একশো বছরের বেশি ! তিনি এত বৃদ্ধ যে, তাঁর পাকা দাড়িগুলোতে সবজে রঙ ধরতে শুরু করেছে। তিনি সর্ব্বদাই হাসেন। তাঁর মুখখানি স্বর্গের দূতের মত উজ্জ্বল। দ্বিতীয় জন তাঁর চেয়ে লম্বা। কিন্তু তিনিও খুব বৃদ্ধ। তাঁর গায়ে ছেঁড়া চাষীর কোট। তাঁর দাড়িটা চওড়া। আর তার রঙ হলুদ মিশানো মেটে রঙের। তিনি খুব শক্তিশালী। আমি তাঁকে সাহায্য করবার আগেই তিনি আমার নৌকো

খানাকে উলটে ফেলেছিলেন, যেন সেটা একটি কলসী। তিনিও খুব সদয় ও সদানন্দ পুরুষ ছিলেন। তৃতীয় জন হচ্ছেন লম্বা। তাঁর দাড়ি তুষারের মতো সাদা। দাড়িগুলো তাঁর হাঁটু অবধি পড়েছে। তাঁর ভ্রূজোড়া রুক্ষ···সামনের দিকে বেরিয়ে আছে। তাঁর গায়ে কিছুই নেই···কোমরে জড়ানো রয়েছে কেবল একখানি মাছুর।”

বিশপ জিজ্ঞাসা করলেন—“তাঁরা তোমার সঙ্গে কথা বলেছিলেন ?”

—“বেশি সময়ই তাঁরা নীরবে কাজ-কর্ম করছিলেন ; এমন কি নিজেদের সঙ্গেও কথা-বার্তা বলছিলেন খুবই কম। একজন তাকালেই অন্যেরা তাঁর মনের কথা বুঝতে পারছিলেন। সব চেয়ে লম্বা যিনি, তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তাঁরা কি সেখানে অনেকদিন আছেন ? তিনি ভ্রূকুটি করলেন ; আর বিড়বিড় করে কি বললেন, যেন রুষ্ট হয়েছেন। কিন্তু সব চেয়ে যিনি বৃদ্ধ, তাঁর হাতখানি ধরে একটু হাসলেন ; আর তিনি শান্ত হলেন। বৃদ্ধ কেবল বললেন, ‘আমাদের ওপর সদয় হও’···আর হাসলেন।”

—দুই—

ইতিমধ্যে জাহাজখানি দ্বীপটির কাছে এগিয়ে এল। একজন হাত বাড়িয়ে দেখিয়ে বললে—“আপনি যদি তাকিয়ে দেখেন, এবার পরিষ্কার দেখতে পাবেন।”

বিশপ তাকালেন—এবার সত্যই তিনি দেখতে পেলেন, একটি কালো দাগ। সেই দাগটি হচ্ছে দ্বীপ। বিশপ সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন, তারপর সামনের দিক থেকে পেছনে উঠে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"ঐ দ্বীপটা কি ?"

লোকটি উত্তর দিলে—"ওটার কোন নাম নেই। সমুদ্রের এই অঞ্চলে ও-রকমের দ্বীপ অনেক আছে।"

—"এ কি সত্যি যে, ওখানে আত্মার মুক্তির উদ্দেশ্যে ঋষিরা বাস করেন ?"

—"লোকে তাই বলে ; কিন্তু সত্যি কি মিথ্যে, তা আমি জানি না। জেলেরা বলে, তাঁদের ওরা দেখেছে।"

বিশপ বললেন—"আমি ঐ দ্বীপটিতে নেমে তাঁদের দেখতে চাই। কি করে তা হতে পারে ?"

লোকটি উত্তর দিলে—"জাহাজখানা দ্বীপটার কাছে যেতে পারে না ; কিন্তু আপনাকে একখানা নৌকোয় করে ওখানে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। আপনি বরং ক্যাপটেনকে বলুন।"

ক্যাপটেনকে ডেকে পাঠানো হ'ল। তিনি এলেন।

বিশপ বললেন—"আমি ঐ ঋষিদের দেখতে চাই। আমাকে কি নৌকোয় করে ওখানে নিয়ে যেতে পার ?"

ক্যাপটেন তাঁকে নিরস্ত করবার চেষ্টা করলেন।

তিনি বললেন—"তা করা যেতে পারে বটে ; কিন্তু তাতে আমাদের যথেষ্ট সময় নষ্ট হবে। আর সাহস করে আপনাকে

একটা কথা বলি, সেই বৃদ্ধদের দেখবার কিছু নেই। আমি লোককে বলতে শুনেছি, বুড়োগুলো নির্বোধ; ওরা কিছুই বোঝে না। সমুদ্রের মাছগুলোর মতো চুপ-চাপ থাকে।"

বিশপ বললেন—"আমি ওদের দেখতে চাই; আপনাকে টাকা দেব। অনুগ্রহ করে আমাকে একখানা নৌকো দিন।"

আর কোন উপায় রইল না। নাবিকেরা পাল গুছিয়ে নিল মাঝি হাল ঠিক করলো; জাহাজের গতি ফিরানো হ'ল, দ্বীপটির দিকে। বিশপের জন্য সামনের দিকে একখানি চেয়ার পেতে দেওয়া হ'ল; তিনি তাতে বসে সামনের দিকে তাকিয়ে রইলেন। যাত্রীরা সকলে সামনের দিকে জড় হয়ে দ্বীপটির দিকে তাকিয়ে রইল। যাদের দৃষ্টি ছিল তীক্ষ্ণ, তারা অল্প সময়ের মধ্যেই প্রথমে দ্বীপটির পাহাড়গুলো দেখতে পেল। তারপর দেখতে পেল, একখানি মাটির কুঁড়ে। পরিশেষে একজন স্বয়ং ঋষিদেরই দেখতে পেল। ক্যাপটেন একটি দূরবীণ এনে তার ভেতর দিয়ে দেখে' বিশপের হাতে সেটি দিলেন।

—"এবার ঠিক হয়েছে। সমুদ্রের তীরে তিনটি লোক দাঁড়িয়ে আছে। ঐ যে, বড় পাহাড়টির একটু ডাইনে।"

বিশপ দূরবীণটি নিয়ে সেটা চোখে ঠিক করে লাগিয়ে তার ভেতর দিয়ে তিনটি লোককে দেখতে পেলেন।

—তিন—

নিমেষে শিকল নামিয়ে নোঙর ফেলা হ'ল ; একটা ঝাঁকি লাগলো, জাহাজখানা দুলে উঠলো। তারপর একখানি নৌকো নামিয়ে দাঁড়িরা তাতে লাফ দিয়ে নামতে লাগলো। তাদের পর বিশপ মই দিয়ে জাহাজ থেকে নেমে তাতে উঠলেন। দাঁড়িরা দাঁড় টানতে লাগলো ; নৌকোখানা তীরবেগে চললো দ্বীপটির দিকে।

তারা দ্বীপটির একেবারে কাছে এসে পড়লে, সকলে তিনটি বৃদ্ধকে দেখতে পেলেন।

দাঁড়িরা কূলে নৌকো ভিড়িয়ে আকর্ষি লাগিয়ে ডাঙার সঙ্গে নৌকোখানা লাগিয়ে রাখলো, বিশপ ডাঙায় উঠলেন।

বৃদ্ধেরা তাঁকে মাথা নুইয়ে অভিবাদন করলেন ; আর তিনি তাঁদের করলেন আশীর্বাদ। তাঁরা তাতে আরও নিচু হয়ে মাথা নুইয়ে অভিবাদন করলেন। তারপর বিশপ তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করলেন। তিনি বললেন—"আমি শুনেছি, আপনারা এখানে নিজেদের আত্মার সদ্গতির জন্যে বাস করেন ; আর মানুষের কল্যাণের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন। আমি হচ্ছি খৃষ্টের এক অযোগ্য সেবক। আমি ঈশ্বরের অনুগ্রহে তাঁর জনগণকে রক্ষা করি আর শিক্ষা দিই। আপনারা ঈশ্বরের দাস। আপনাদের দেখবার আমার বড় ইচ্ছে হয়েছিল। যদি পারি কিছু শিক্ষাও দিয়ে যাব।"

বৃদ্ধেরা সহাস্যে পরস্পরের দিকে তাকালেন, কিন্তু চুপ করে রইলেন। বিশপ বলেন—"আত্মার কল্যাণের জন্য আপনারা কি করে থাকেন? আর এই দ্বীপে কি করে ভগবানের সেবা করেন?"

দ্বিতীয় ঋষিটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সব চেয়ে যিনি বৃদ্ধ তাঁর দিকে তাকালেন। তারপর তিনি সহাস্যে বললেন—"কি করে ভগবানের সেবা করতে হয়, আমরা জানি না। আমরা ভগবানের দাস, কেবল নিজেদের সেবা করি ও জীবনধারণ করে থাকি।"

বিশপ জিজ্ঞাসা করলেন—"কিন্তু আপনারা ভগবানের কাছে কি বলে প্রার্থনা করেন?"

ঋষি উত্তর দিলেন—"আমরা এইভাবে প্রার্থনা করি—"আমরা তিনজন, আমরা তিনজন, আমাদের দয়া কর!"

বৃদ্ধ এই কথা বলতেই তিনজন আকাশের দিকে চোখ তুলে বলতে লাগলেন—"আমরা তিনজন, আমরা তিনজন, আমাদের দয়া কর।"

বিশপ মৃদুহাস্য করলেন, বললেন—"আপনারা কিন্তু ঠিকমত প্রার্থনা করেন না। আপনারা দেবতুল্য। আপনাদের প্রতি আমার স্নেহ জাগছে। দেখছি, আপনারা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে চান; কিন্তু কি করে তাঁর সেবা করতে হয়, আপনারা জানেন না। ওভাবে প্রার্থনা করার রীতি নয়। আমার কথা শুনুন। আমি আপনাদের শিক্ষা দেব। আমার প্রার্থনার রীতি

আপনাদের শিক্ষা দেব না। ধর্ম্মশাস্ত্রে ভগবান যেভাবে মানুষকে তাঁর প্রার্থনার আদেশ দিয়েছেন তাই শিখিয়ে দেব।" বিশপ তাঁদের কাছে ধর্ম্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা আরম্ভ করলেন —

"এইভাবে প্রার্থনা করতে হয়, 'আমাদের পিতা! "আপনারা সব আমার সঙ্গে বলুন।"

প্রথম বৃদ্ধ বললেন—"আমাদের পিতা!"

দ্বিতীয় বৃদ্ধ বললেন—"আমাদের পিতা!"

তৃতীয় বৃদ্ধ বললেন—"আমাদের পিতা!"

বিশপ বলে যেতে লাগলেন—"যিনি স্বর্গে আছেন।"

বিশপ যা বলতে লাগলেন, ঋষিরাও তাই বললেন, কিন্তু দ্বিতীয় ঋষিটির উচ্চারণে ভুল হতে লাগলো। তৃতীয়টি ঠিকভাবে বলতেই পারলেন না। তাঁর মুখভরা দাড়ি-গোঁফ। আর যিনি খুব বৃদ্ধ, তাঁর একটিও দাঁত ছিল না।

বিপশ বার বার কথাগুলি বলতে লাগলেন। আর তাঁরা সেগুলির পুনরাবৃত্তি করতে লাগলেন। বিশপ বসেছিলেন একখানি পাথরে; বৃদ্ধেরা সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর মুখের দিকে লক্ষ্য রেখে, তিনি যেমন ভাবে বলছিলেন, তেমনই ভাবে কথাগুলির পুনরাবৃত্তি করছিলেন।

বিশপ সারাদিন ধরে চেষ্টা করলেন। যতক্ষণ না তাঁরা প্রার্থনাটি শিখলেন, ততক্ষণ বিশপ ছাড়লেন না তাঁদের। শেষে তাঁরা নিজেরাই বন্দনাটি আবৃত্তি করতে পারলেন। তিনজনের মধ্যে যিনি ছিলেন মাঝারি, তিনিই প্রথমে সবটা

শিখলেন। বিশপ তাঁকে দিয়ে বার বার বলালেন, অবশেষে অন্যেরাও বলতে পারলেন।

অন্ধকার হয়ে আসছিল। সমুদ্রের ওপর চাঁদ উঠেছিল। বিশপ জাহাজে ফিরে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। তিনি বৃদ্ধদের কাছ থেকে বিদায় নিলে তাঁরা একেবারে মাটি অবধি মাথা নুইয়ে তাঁকে নমস্কার জানালেন। তিনি তাঁদের প্রত্যেককে চুম্বন করে যেমনভাবে প্রার্থনা করতে শিখিয়েছিলেন, তেমন-ভাবে প্রার্থনা করতে বললেন। তারপরে নৌকোয় উঠে জাহাজে ফিরে চললেন।

নৌকোয় বসে জাহাজে যেতে যেতে তিনি শুনতে পেলেন, তিনজন ঋষি উচ্চৈঃস্বরে ভগবানের প্রার্থনা করছেন। নৌকো-খানা যত জাহাজের কাছে আসে, তাঁদের গলার স্বর তত কম শোনা যায় না ; কিন্তু জ্যোৎস্নায় তাঁদের দেখা যেতে লাগলো। বিশপ তাঁদের যেমন রেখে এসেছিলেন, তাঁরা তীরে তেমনই দাঁড়িয়ে আছেন।

বিশপ জাহাজে উঠলেই নোঙর তুলে পালগুলো খুলে দেওয়া হ'ল। পালে বাতাস লাগতেই জাহাজখানা চলতে আরম্ভ করলো। বিশপ জাহাজের পেছনে বসে দ্বীপটির দিকে তাকিয়ে রইলেন।

যাত্রীরা সকলে ঘুমোবার জন্যে শুয়ে পড়লো। ডেকের ওপর শান্ত নীরব। বিশপের ঘুমোতে ইচ্ছে হ'ল না ; কিন্তু একা জাহাজের পেছনে বসে অদৃশ্য দ্বীপটির দিকে তাকিয়ে সেই সাধু বৃদ্ধদের কথা ভাবতে লাগলেন। তিনি ভাবছিলেন,

ভগবানের স্তোত্র শিখে তাঁরা কত খুশী হয়েছেন ; তাঁকে সেই সাধুটিকে শিক্ষা দেবার ও, সাহায্য করবার জন্য ভগবান তাঁকে পাঠিয়ে ছিলেন বলে তিনি তাঁকে ধন্যবাদ জানালেন।

এইভাবে বিশপ বসে ভাবছেন আর সমুদ্রের যেখানে দ্বীপটি অদৃশ্য হয়েছে, সেদিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁর চোখের সামনে চাঁদের আলো ঢেউয়ের ওপর কখন এখানে, কখন সেখানে ঝিকমিক করছে। হঠাৎ তিনি দেখলেন, চাঁদের আলো সমুদ্রের বুকে যেখানে একটি পথের সৃষ্টি করেছে, তার ওপর সাদা মতো কি যেন ঝকমক করছে। সেটা কোন সামুদ্রিক পাখী অথবা কোন ছোট নৌকোর উজ্জ্বল পাল ? বিশপ আশ্চর্য হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

তিনি ভাবলেন—"নিশ্চয়ই আমাদের পিছুপিছু কোন নৌকো আসছে। কিন্তু নৌকোখানা তো খুব তাড়াতাড়ি আমাদের কাছে আসছে। ওটা মিনিটখানেক আগে ছিল দূরে···অনেক দূরে···কিন্তু এখন এসেছে অনেক কাছে। ওটা নৌকো নয় ; কেননা আমি ওর পাল দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু ওটা যাই হোক, আমাদের পেছনে আসতে আসতে আমাদের ধরে ফেলছে।"

তিনি বুঝতে পারলেন না, জিনিষটা কি। নৌকো নয়, পাখী নয়, মাছও নয়। মানুষও হতে পারে না ; কারণ মানুষ অত বড় হয় না। তাছাড়া মানুষ কখন সমুদ্রের মধ্যে থাকতে

পারে না। বিশপ উঠে হালচালককে বললেন—“বন্ধু, দেখ তো ওটা কি? কি ওটা?”

যদিও তিনি নিজে সেটা যে কি, তা এবার পরিষ্কার দেখতে পেলেন, সেই ঋষি তিনজন জলের ওপর দিয়ে ছুটে আসছেন: তাঁদের সাদা দেহ ঝলমল করছে। তাঁরা এত তাড়াতাড়ি জাহাজখানার কাছে আসছেন, যেন সেটা নড়ছেই না। হাল-চালক তাকিয়ে দেখে ভয়ে হালটা ছেড়ে দিল।

—“হে ভগবান! ঋষিরা জলের ওপর দিয়ে আমাদের পেছনে ধাওয়া করেছেন, যেন ওটা শুকনো ডাঙা!”

যাত্রীরা তার কথা শুনে লাফিয়ে উঠে জাহাজের পেছনের অংশে ভিড় করে দাঁড়াল। তারা দেখলো ঋষিরা ধরাধরি করে আসছেন! আগে যে দু'জন ছিলেন, তাঁরা হাতছানি দিয়ে জাহাজখানাকে থামাতে বলছেন। তিনজনে পা না চালিয়ে জলের ওপর দিয়ে পিছলে আসছেন।

জাহাজখানা আসবার আগেই ঋষিরা বিশপের কাছে পৌঁছলেন এবং তিনজনেই মাথা তুলে যেন একস্বরে বলতে স্থরু করলেন:

“হে ভগবানের দাস, আমরা আপনার শিক্ষা ভুলে গেছি। যতক্ষণ আমরা বলছিলাম, ততক্ষণ মনে ছিল, তারপর একটু থামতেই একটা কথা পড়ে গেল। এখন সব গুলিয়ে গেছে। এখন তার কিছুই মনে নেই। আমাদের আবার শিখিয়ে দিন।”

বিশপ হাত জোড় করে রেলিংয়ের ওপর ঝুকে বললেন:—

"হে ভগবানের আপন জন, আপনাদের বন্দনাই ঠিক। আপনাদের বন্দনাই ভগবানের কাছে নিত্যই পৌঁছুবে। আপনাদের শেখাবার শক্তি আমার নেই। আমাদের মতো পাপীদের জন্যেও প্রার্থনা করুন।"

বিশপ মাথা নুইয়ে তাঁদের নমস্কার করলেন। তাঁরা ফিরে সমুদ্রের ওপর দিয়ে চলে গেলেন; এবং যেখানে তাঁরা অদৃশ্য হয়ে ছিলেন, সেখানে সকাল অবধি একটা আলো উজ্জ্বল হয়ে রইল।


ডিমের মত শস্যকণা

—এক—

একদিন কয়েকটী শিশু এক গিরিসঙ্কটে শস্যকণার মত দেখতে এমন একটি জিনিস কুড়িয়ে পেল। জিনিসটার নীচের দিকে মাঝখানে একটা ছিদ্র। সেটা মুরগীর ডিমের মত বড়। একজন পর্যটক সেখান দিয়ে যেতে যেতে জিনিসটা দেখতে পেয়ে কয়েকটি পয়সা দিয়ে ছেলেদের কাছ থেকে সেটা কিনে নিল এবং শহরে গিয়ে রাজার কাছে একটা অদ্ভুত জিনিস হিসাবে বেচে দিল।

রাজা তাঁর পণ্ডিতদের এক জায়গায় ডেকে, সেই জিনিসটা কি অনুসন্ধান করে জানতে বললেন। পণ্ডিতেরা জিনিসটা নিয়ে কেবলই চিন্তা করতে লাগলেন, কিন্তু তারা মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারলেন না। শেষে একদিন মুরগী ঠুকরে ছেঁদা ক'রে প্রমাণ ক'রে দিল —ওটা একটা শস্যকণা।

কোন সময়ে ও কোথায় এত বড় শস্য উৎপন্ন হয়েছিল, রাজা পণ্ডিতদের অনুসন্ধান করতে আদেশ দিলেন। পণ্ডিতেরা আবার চিন্তা করতে লাগলেন, এবং তাঁদের পুঁথিপত্র ঘাঁটলেন, কিন্তু কোথাও তার হদিশ পেলেন না।

রাজা তখন তাঁর কাছে খুব বৃদ্ধ কোন চাষীকে আনবার আদেশ দিলেন। ভৃত্যেরা সেই রকম একটা চাষীকে পেয়ে রাজার কাছে নিয়ে গেল।

লোকটা খুবই বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিল। তার একটিও দাঁত ছিল না, গায়ের রঙ বিবর্ণ, বয়সের ভারে লোকটা

একেবারে নুয়ে পড়েছে···সে ছুটো লাঠি ভর দিয়ে টলতে টলতে কোন রকমে গিয়ে রাজার সম্মুখে উপস্থিত হ'ল।

রাজা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—"বৃদ্ধ, বলতে পার, কোথায় এরকম শস্য জন্মায় ? তুমি কখন কি এতবড় শস্য কিনেছ বা তোমার ক্ষেতে বুনেছ ?"

বৃদ্ধ আবার কানে এত কম শুনতো যে, রাজা যা বললেন, তা তার কানে প্রায় গেলই না ; সে বহুকষ্টে তা বুঝে নিল।

সে বললো—"না ! আমি কখন আমায় ক্ষেতে এমন শস্য বুনি নি বা কাটি নি। কখনও এমন শস্য কিনিও নি। আমরা যখন কিনতাম, তখন শস্যকণাগুলো এখানকার মতই ছোট ছিল। কিন্তু আপনি আমার বাবাকে জিজ্ঞাসা করে দেখতে পারেন। তিনি হয়ত শুনেছেন, কোথায় এত বড় শস্য জন্মাত।"

—দুই—

রাজা বৃদ্ধের বাবাকে ডেকে পাঠালেন। সে লোকটা একখানা লাঠি ভর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এল।

রাজা তাকে শস্যকণাটি দেখালেন।

বৃদ্ধ চাষীটা তখনও চোখে দেখতে পেত। সে শস্যকণাটি নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে দেখলো।

রাজা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—“বৃদ্ধ বলতে পার কোথায় এই রকম শস্য জন্মাত? তুমি নিজে কখনও এই রকম শস্য কিনেছ বা তোমার ক্ষেতে বুনেছ কি?”

সে বললো—“না; আমি এরকম শস্য কখন আমার ক্ষেতে বুনি নি বা কাটি নি। আর, কেনবার কথা যা বলছেন আমি কিছুই কিনতাম না। কেননা, আমার সময় টাকা-পয়সার চলন ছিল না। প্রত্যেকেই নিজের নিজের শস্য উৎপন্ন করতাম, এবং যখন দরকার হ'ত, তখন আমরা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিতাম। আমার বাবাকে বলতে শুনেছি, তাঁর সময়ে শস্যকণাগুলো খুব বড় হ'ত, আর তা থেকে বেশী ময়দা পাওয়া যেত। আপনি বরং তাঁকে জিজ্ঞাসা করুন।

রাজা বৃদ্ধের বাবাকে ডেকে পাঠালেন। তাকেও পাওয়া গেল। ভৃত্যেরা তাকে রাজার কাছে নিয়ে এল।

সে কিন্তু লাঠি ভর না দিয়েই বেশ সহজে রাজার ঘরে ঢুকলো। তার চোখের দৃষ্টি পরিষ্কার, সে কানেও বেশ শুনতে পায় এবং সে কথা বলেও স্পষ্টস্বরে। রাজা তাকে শস্যদানাটি দেখালেন। বৃদ্ধ ঠাকুরদা, শস্যদানাটি হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখলো।

—“অনেক দিন পরে আমি এই রকম সুন্দর একটা শস্যদানা দেখছি”...বলে সে তার একটু কামড়ে নিয়ে চেখে দেখলো। তারপর আবার বললো—“ঠিক সেই রকম জিনিস।”

রাজা বললেন—"ঠাকুরদা, বল কোথায়, কখন এরকম শস্য জন্মাত ? তুমি কখন এ-রকম শস্য কিনেছ বা তোমার ক্ষেতে বুনেছ ?"

বৃদ্ধ উত্তর করলো—"আমার সময়ে এ রকম শস্য সব জায়গায় জন্মাত। আমার যৌবনে আমি ত এই রকম শস্য খেয়েই জীবনধারণ করেছি এবং অন্যকেও খাইয়েছি। এই রকম শস্যই আমরা বুনতাম, কাটতাম, ঘরে তুলতাম।"

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন—"ঠাকুরদা, বল, তুমি এ রকম শস্য কোথাও কিনতে যেতে, না তোমার নিজের ক্ষেতেই এরকম শস্য জন্মাত ?"

বৃদ্ধ মৃদুহাস্য করলো ! তারপর বললো—"আমার সময়ে রুটি কেনা-বেচার মত পাপের কথা কেউ চিন্তাও করতো না ! আমরা টাকা-পয়সার বিষয় কিছুই জানতাম না। প্রত্যেকেরই ঘরে প্রচুর শস্য ছিল।"

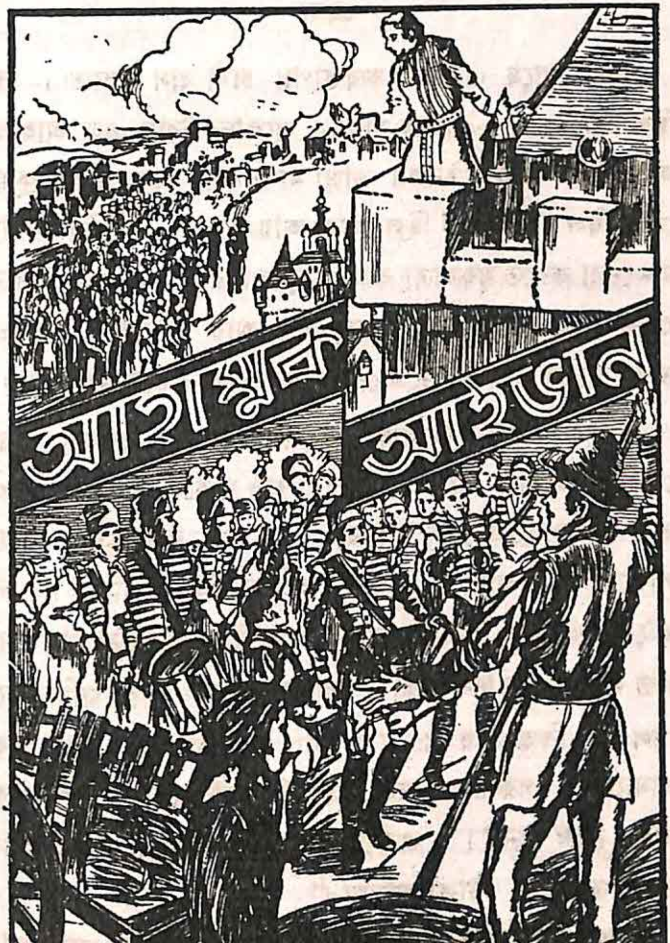
রাজা জিজ্ঞাসা করলেন—"ঠাকুরদা, বল, কোথায় তোমার ক্ষেত ছিল, কোথায় তুমি এই রকম শস্য জন্মাতে ?"

ঠাকুরদা উত্তর করলো—"আমার ক্ষেত ছিল, জগদীশ্বরের পৃথিবী। যেখানেই আমি লাঙ্গল দিতাম, সেখানেই ছিল আমার ক্ষেত। ক্ষেতের খাজনা লাগতো না। ও জিনিসটাকে কেউ নিজের বলতো না, কেবল পরিশ্রমকে বলতো নিজের।"

রাজা বললেন—"আমার আরও দুটো প্রশ্নের উত্তর দাও। প্রথমটি হচ্ছে, পৃথিবীতে সে সময়েই বা এরকম ফসল কেন

জন্মাত, আর এখনই বা জন্মায় না কেন? দ্বিতীয়টি হচ্ছে, তোমার পৌত্র দুটো লাঠি ভর দিয়ে চলে, তোমার ছেলে চলে একটা লাঠি ভর দিয়ে, আর তুমি মোটেই লাঠি ভর দিয়ে চল না, কেন? তোমার চোখ-দুটো উজ্জল, দাঁতগুলো শক্ত স্বর পরিষ্কার ও কথাগুলো শুনতে ভাল লাগে। কি করে সব এমন হয়েছে?"

বৃদ্ধ উত্তর দিল—"এমন হয়েছে এইজন্যে যে, লোকে এখন নিজে খেটে রোজগার করে নিজের অন্নের ব্যবস্থা আর করে না, তারা পরের খাটুনির ওপর নির্ভর করতে আরম্ভ করেছে। সেকালে লোকে ভগবানের বিধান মেনে চলতো। তাদের নিজেদের যা ছিল, তারা তাই নিয়ে খুশি থাকতো, পরের জিনিসে লোভ করতো না।"


আইভান

—এক—

এক গ্রামে একজন অবস্থাপন্ন চাষী বাস করতো। তার ছিল তিন ছেলে—সৈনিক সাইমন, স্থূলোদর টরাস এবং আহাম্মক আইভান। এই তিনজন ছাড়া মার্থা নামে তার একটি কুমারী মেয়ে ছিল। মেয়েটি ছিল বোবা আর কালা। সৈনিক সাইমন রাজসেবা করতে যুদ্ধযাত্রা করলো, স্থূলোদর টরাস এক বণিকের কাছে ব্যবসা করতে নগরে চলে গেল, আর আহাম্মক আইভান তার বোনের সঙ্গে বাড়িতে থেকে চাষ-বাস করতে লাগলো।

সৈনিক সাইমন উচ্চপদ ও ভূ-সম্পত্তি পেয়ে একজন সম্ভ্রান্ত লোকের মেয়েকে বিয়ে করলো। তার মাইনে ছিল অনেক এবং তার ভূ-সম্পত্তিও ছিল প্রচুর, তবুও সে ব্যয়সঙ্কুলান করতে পারতো না। স্বামী যা উপার্জ্জন করতো, বিলাসিনী স্ত্রী সব খরচ ক'রে ফেলতো। কখনো তাদের হাতে টাকা থাকতো না। এই-জন্য সাইমন একদিন টাকা সংগ্রহ করতে তার জমিদারীতে গেল। কিন্তু তার নায়েব বললো—"কোথা থেকে আয় হবে? আমাদের গরু-মোষ নেই, যন্ত্রপাতি নেই, ঘোড়া নেই, লাঙল নেই, বিদে নেই। প্রথমে আমাদের এইগুলো সংগ্রহ করতে হবে; তবে তো টাকা আসবে।"

তখন সৈনিক তার বাবার কাছে চলে গেল এবং তার কাছে গিয়ে বললো—"বাবা, তোমার অবস্থা বেশ সচ্ছল; কিন্তু তুমি আমাকে কিছুই দাও নি। তোমার যা আছে, ভাগ ক'রে

আমাকে তার তিন ভাগের এক ভাগ দাও,—তাতে আমার অবস্থার উন্নতি করতে পারি।"

কিন্তু বৃদ্ধ বললো—"তুমি তো আমার ঘরে কিছুই আন নি। তবে কেন আমি তোমাকে অংশ দেব? তাহ'লে আইভান আর মেয়েটার ওপর অবিচার করা হবে।"

সাইমন উত্তর দিল—"আইভান হচ্ছে একটা আহাম্মক, আর মেয়েটা হ'ল থুবড়ী। তা ছাড়া ও বোবা-কালা। ওরা সম্পত্তি নিয়ে করবে কি?"

বৃদ্ধ বললো—"দেখা যাক আইভান কি বলে?"

আইভান বললো—"ও যা চায় নিক্।"

তারপর সৈনিক সাইমন তার পিতার অস্থাবর সম্পত্তির এক ভাগ নিয়ে তার জমিদারীতে রেখে আবার রাজার সেবা করতে চলে গেল।

স্থূলোদর টরাসও প্রচুর টাকাপয়সা উপার্জ্জন ক'রে এক বণিকের বংশে বিবাহ করলো। তার অভাব তবুও ঘুচলো না। সেইজন্য সেও তার বাবার কাছে গিয়ে বললো—"আমার ভাগ আমাকে দাও।"

কিন্তু টরাসকেও কোন অংশ দিতে বৃদ্ধের ইচ্ছা হ'ল না; বললো—"তুমি এখানে কিছুই আন নি। ঘরে আমাদের যা-কিছু আছে, আইভানই সব উপায় করেছে। তার ওপর কেন অবিচার করবো?"

কিন্তু টরাস বললো—"ওর কি দরকার? ও হ'ল একটা

আহাম্মক। ও বিয়ে করতে পারবে না; কেননা, কেউ ওকে পছন্দ করে না।" তারপর আইভানকে উদ্দেশ ক'রে সে বললো—"দেখ আইভান! আমাকে অর্দ্ধেক ফসল দাও। আমি তোমাদের যন্ত্রপাতি কিছুই চাই না; গরু-মোষ-ঘোড়ার মধ্যে কেবল কালো রঙের ঘোড়াটা চাই। ওটা তোমার চাষের কোন কাজে লাগবে না।"

আইভান হেসে বললো—"যা তোমার দরকার, নাও। আমি উপার্জন করবার জন্যে আরও বেশি খাটবো।"

তারা টরাসকেও ফসলের একটা অংশ দিল।

টরাস ফসলগুলো গাড়ি বোঝাই ক'রে, শহরে পাঠিয়ে দিল এবং ঘোড়াটাও নিয়ে গেল। আইভানের রইল কেবল একটি বুড়ো ঘোটকী। সে আগের মতই চাষ-বাস ক'রে তার পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ করতে লাগলো।

—দুই—

এদিকে এক বুড়ো শয়তান তিন ভাইয়ের ওপর বড় অসন্তুষ্ট হ'ল। কারণ, সে দেখলো, ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে তারা নিজেদের মধ্যে কোন রকম কলহ করলো না, বরং বেশ শান্তিতেই পৃথক্ হ'য়ে গেল। সে তিনটি শয়তানের বাচ্চাকে ডাকলো। তারা এলে বললো—"তোমরা তিন ভাই গিয়ে ওদের তিন ভাইকে এমন অস্থির ক'রে তোল, যাতে ওরা তিনজনে অবশেষে নিজেদের মধ্যে খুনোখুনি করে।"

শয়তানের ছেলেরা একটা জলা জায়গার ধারে গিয়ে পরামর্শ করতে লাগলো, কি ভাবে তারা কাজ আরম্ভ করবে।

স্থির হ'ল, যদি তাদের তিনজনের মধ্যে কেউ অন্য দু'জনের আগে কাজ শেষ করতে পারে, তবে সে তাদের দু'জনকে এসে সাহায্য করবে। কে জিতলো বা কার সাহায্যের দরকার, সেই জলার ধারে এসে জেনে যাবার একটা সময়ও তারা ঠিক ক'রে রাখলো।

নির্দ্দিষ্ট সময় এল। কথামত তিনজনে আবার সেই জলার ধারে এসে মিলিত হ'ল। অবস্থাটা কি রকম দাঁড়িয়েছে প্রত্যেকে বর্ণনা করতে আরম্ভ করলো। প্রথম জন, যে সৈনিক সাইমনের ভার নিয়েছিল, বললো—"আমার কাজ বেশ চলছে। কাল সাইমন তার বাবার বাড়িতে ফিরে আসবে।"

তার সঙ্গীরা জিজ্ঞাসা করলো—"কি ক'রে কাজটা বাগালে?"

সে বললো—"প্রথমে আমি সাইমনের আকাঙ্ক্ষা খুব বাড়িয়ে দিলাম। এখন তার লোভ এত প্রবল হ'য়ে উঠেছে যে, সে যা দেখে তাই কিনতে চায়। জিনিষ-পত্র কিনে সে প্রচুর টাকা খরচ ক'রে ফেলেছে এবং এখনো কিনছে। এর মধ্যেই সে ধার করতে আরম্ভ করেছে, এবং তার গলায় ইতিমধ্যেই বিপুল দেনা ভারী পাথরের মত ঝুলছে। আর লোকটা এমন জড়িয়ে পড়েছে যে, আর তার নিষ্কৃতি নেই। এক সপ্তাহের মধ্যেই তার দেনা পরিশোধের মেয়াদ শেষ হবে। আমি সেই

সময়ের মধ্যেই তার টাকা ও মালপত্র সব নষ্ট ক'রে ফেলবো। ফলে সে টাকা দিতে পারবে না, তার বাবার কাছে ফিরে যাবে।"

তারপর তারা ছু'জনে আইভানের শয়তানটাকে জিজ্ঞাসা করলো—"তুমি কি করছো?"

সে বললো—"আমার ব্যাপারটা তেমন ভাল চলছে না। আইভানের চাষে আমি নানারকম বাধার সৃষ্টি করলাম। কিন্তু সে প্রাণপণে খেটে সব বাধা জয় করল। তাকে যদি কাবু করতে না পারি, আমাদের সমস্ত শ্রমই পণ্ড হবে। যদি আহাম্মকটার সামর্থ্য থাকে, আর চাষ-বাস করে, তাহ'লে তার ভাইয়েরা কোন অভাবেই পড়বে না, সে তাদের খাওয়াবে-পরাবে, সমস্তই করবে।"

সৈনিক সাইমনের শয়তানটা পরদিন এসে সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিল। তারপর তিনজনে নিজের নিজের কাজে চলে গেল।

—তিন—

আইভান কেবল এক ফালি জমি বাদ রেখে আর সমস্ত জমিটাতেই লাঙল দিয়েছিল। এখন সে সেই বাকী জমিটুকুতে লাঙল দিতে এল। পেট ব্যথা করলেও জমিতে লাঙল দিতেই হবে। সে পেটের দড়ি আলগা ক'রে লাঙল নিয়ে কাজ আরম্ভ করলো। জমিতে একটা শিরালা দিয়ে ফিরে আসবার

তার মনে হ'ল, লাঙলটা কেমন ছেঁচড়ে আসছে, যেন সেটা কোন শিকড়ে আটকে গেছে।

এটা সেই শয়তান। সে লাঙলের ফলাটাকে দু'পা দিয়ে জড়িয়ে ধ'রে পিছন দিকে টানছিল।

আইভান ভাবলো—"কি আশ্চর্য্য! এখানে তো কোন শিকড়ই ছিল না!"

সে শিরালার ভেতর হাত ঢুকিয়ে এদিকে ওদিকে হাতড়াতে লাগলো এবং হাতে নরম মত একটা কি ঠেকতেই সেটাকে ধ'রে টেনে বার ক'রে নিয়ে এল। জিনিষটা শিকড়ের মত কালো, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সেটা আপনা থেকে এদিকে-ওদিকে পাক খাচ্ছে। সেটা একটা জীবন্ত শয়তান!

—"কি বিশ্রী!" ব'লে আইভান সেটাকে লাঙলের গায়ে আছাড় দেবার জন্য হাত তুলতেই শয়তানটা সরু গলায় চেঁচিয়ে ব'লে উঠলো—"আমাকে মেরো না; তুমি যা বলবে, আমি তাই করবো।"

—"তুমি কি করবে?"

—"যা তুমি করতে বলবে।"

আইভান মাথা চুলকে বললো—"আমার পেট ব্যথা করছে। তুমি তা সারিয়ে দিতে পার?

—"নিশ্চয়ই।"

—"বেশ; সারিয়ে দাও।"

শয়তানটা শিরালার মধ্যে ঢুকে, খুঁজে বেড়াতে বেড়াতে

মাটি আঁচড়াতে লাগলো এবং তিনটে শিকড়ের একটা গোছা টেনে তুলে আইভানকে দিয়ে বললো—"এই নাও। এর একটা যদি কেউ গিলে খায়, তাহ'লে তার যে-কোন অসুখ সেরে যাবে।"

আইভান শিকড়গুলো নিয়ে, তা থেকে একটা ছিঁড়ে গিলে খেয়ে ফেললো। তার পেটের ব্যথা তৎক্ষণাৎ সেরে গেল। শয়তানটা মুক্তির জন্য আবার কাকুতি-মিনতি করতে লাগলো। বললো—"আমি এক লাফে মাটির ভেতর ঢুকে যাব আর আসবো না।"

আইভান বললো—"বেশ যাও।"

বাড়ি এসে আইভান দেখলো, তার বড় ভাই সৈনিক সাইমন সস্ত্রীক খেতে বসেছে।

সাইমনের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হ'য়ে গেছে এবং সে জেল থেকে কোন রকমে পালিয়ে তার বাবার বাড়িতে এসেছে বাস করতে।

আইভানকে দেখে সাইমন বললো—"আমি তোমাদের সঙ্গে থাকবো ব'লে এসেছি। যতদিন আর একটা কাজ না পাই, ততদিন আমাকে আর আমার স্ত্রীকে খাওয়াও-পরাও।"

আইভান বললো—"বেশ তো, থাকো না তোমরা আমাদের সঙ্গে।

—চার—

সাইমনের শয়তানটা সে-রাতে তার কাজ শেষ ক'রে প্রতিশ্রুতিমত আইভানের শয়তানকে খুঁজে বার ক'রে আহাম্মক-টাকে কাবু করবার জন্য তাকে সাহায্য করতে এল। সে মাঠে এসে চারধারে কেবল খুঁজতে লাগলো—কিন্তু তার শয়তান বন্ধুটার বদলে দেখতে পেল কেবল একটা গর্ত্ত।

শয়তানটা মাঠে গিয়ে আইভানের খড়ের জমি জলে ভাসিয়ে দিল। জল সরে যেতে তার সমস্ত ঘাস কাদায় ঢেকে গেল।

আইভান ঘোটকী চরিয়ে ভোরে ঘরে ফিরে এল; এবং কাস্তেতে শান দিয়ে খড় কাটতে গেল। সে খড় কাটতে আরম্ভ করলো এবং কাস্তেখানা ছু'একবার চালাতেই তার মুখ এমন ভোঁতা হ'য়ে গেল যে, তাতে আবার শান না দিলে তা দিয়ে আর কাটা যাবে না। আইভান কাস্তেতে শান দিয়ে আবার খড় কাটতে আরম্ভ করলো।

শয়তানটা খড়ের মধ্যে ঢুকে কাস্তের পেছনটা ধরে তার মাথাটা মাটির ভেতর ঢুকিয়ে দিতে লাগলো।

কাজটা আইভানের বড় কষ্টকর বোধ হ'তে লাগলো; তবুও জলার এক ফালি জমি ছাড়া সে আর সমস্তটার খড় কেটে ফেললো। তারপর সে গম কাটতে গেল, সেখানেও শয়তানটা বাধা দিতে লাগলো। কিন্তু আইভান হাতের জোরে সব গম কেটে ফেললো।

এবার আইভান ঘোটকীটাকে জুতে তার বোনের সঙ্গে গমগুলো গাড়িতে তুলতে গেল এবং পালার কাছে গমগুলো কাঁটা-ঠেঙা দিয়ে গাড়িতে তুলতে আরম্ভ করলো। সে দু-আঁটি গম তুলে কাঁটা-ঠেঙাটা আবার ঢুকিয়ে দিল—শয়তানটার একেবারে ঠিক পিঠে। সে ঠেঙাটা তুলতেই দেখে কাঁটা-দুটোতে একটা জীবন্ত শয়তান বিঁধে পাক দিচ্ছে এবং লাফিয়ে পালাবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে।

—"কি রে! তুই আবার এখানে এসেছিস?" আইভান ব'লে উঠলো।

শয়তানটা বললো—"আমি আর একটা। প্রথমটা ছিল আমার ভাই, আমি তোমার ভাই সাইমনের সঙ্গে ছিলাম।"

আইভান বললো—"তুই যেই হোস না কেন, তোর কপালে সেই দুঃখই আছে।"

সে শয়তানটাকে গাড়ির গায়ে আছড়ে মারবার উপক্রম করতেই শয়তানটা কাঁদতে কাঁদতে ব'লে উঠলো—"আমাকে ছেড়ে দাও। তুমি আমাকে যা করতে বলবে, তাই করবো।"

—"তুমি কি করতে পার?"

—"যে জিনিষ বলবে, সেই জিনিষ থেকেই আমি সৈন্য সৃষ্টি করতে পারি।"

—"বেশ; তুমি কতকগুলো সৈন্য সৃষ্টি কর তো দেখি।"

শয়তানটা বললো—"এই দেখ। এক আঁটি গম নিয়ে সেটা খাড়াভাবে, মাটিতে ঠুকে কেবল বলবে—

শোনরে আঁটি ! মোর নফরে আজ্ঞা দিল তোদের পরে ;
খড়গুলো সব বদলে গিয়ে হউক সেপাই থরে থরে।"

আইভান আঁটিটা হাতে নিয়ে, তেমনই ভাবে মাটিতে ঠুকে, শয়তানটা তাকে যা বলতে বলেছিল, সে তাই বললো। আঁটিটা খুলে ছড়িয়ে পড়লো ; আর, সব খড়গুলো সৈন্যদের রূপ ধ'রে দাঁড়িয়ে একদল বিষাণ ও একদল ভেরী বাজাতে লাগলো—সম্পূর্ণ একদল সৈন্য আর কি !

শয়তানটা বললো—"আবার বল—

পূর্ব্বে যারা ছিল সেপাই
বিচালি হোক তারা সবাই ;
কারণ মোর ভক্ত নফর
আজ্ঞা দিল তোদের উপর।"

আইভান এই বলতেই সৈন্যগুলো আবার গমের আঁটি হ'য়ে গেল।

আবার শয়তানটা কাকুতি-মিনতি করতে লাগলো—"আমায় ছেড়ে দাও।"

আইভান তাকে গাড়ির গায়ে লাগিয়ে হাত দিয়ে নীচে চেপে ধ'রে কাঁটা-ঠেঙাটা টেনে খুলে নিল। তারপর বললো—"ভগবান তোমার সহায় হোন।"

ভগবানের নাম উচ্চারণ করতে না করতেই শয়তানটা জলে ঢিল পড়ার মত মাটিতে ডুবে গেল। এবারেও রইল কেবল একটা গর্ত্ত।

—পাঁচ—

আইভান বাড়ি ফিরে এল। তার ভাই টরাস ও তার স্ত্রীও এসেছিল। তারা তখন খেতে বসেছে।

স্থূলোদর টরাস-তার ঋণের টাকা না দিতে পেরে মহাজনদের ফাঁকি দিয়ে তার বাবার বাড়িতে এসেছে। সে আইভানকে বললো—"দেখ, যতদিন আমি আর একটা ব্যবসায় আরম্ভ না করি, ততদিন আমাকে আর আমার স্ত্রীকে তোমার এখানে একটু থাকতে দাও।"

আইভান বললো—"বেশ; তোমাদের ইচ্ছে হ'লে তোমরা এখানে থাকতে পার।"

তারপর সে জামা খুলে খেতে বসলো; কিন্তু বণিকের স্ত্রী বললো—"এই সঙটার সঙ্গে বসে আমি খেতে পারবো না। ওর গায়ে ঘামের গন্ধ।"

তখন স্থূলোদর টরাস বললো—"আইভান! তোমার গায়ে বিশ্রী গন্ধ। তুমি বাইরে গিয়ে খাও।"

—"বেশ, ঘোটকীটাকে মাঠে নিয়ে গিয়ে এখন ঘাস খাওয়াবার সময়ও হয়েছে।" ব'লে আইভান খানিকটা রুটি নিয়ে বাইরে চলে গেল।

টরাসের শয়তানটার সে-রাতে কাজ না থাকায়, কথামত, তার শয়তান বন্ধুকে সাহায্য করতে এল। সে শস্যক্ষেতে এসে তার সঙ্গীকে খুঁজে বেড়াতে লাগলো—সেখানে কাউকে দেখতে পেল না। সে কেবল দেখতে পেল একটা গর্ত। সেখান

থেকে সে গেল মাঠে; সেখানে গিয়ে দেখলো, জলার ধারে একটা শয়তানের লেজ পড়ে আছে, আর গম-ক্ষেতের মধ্যে রয়েছে আর একটা গর্ত্ত। সে ভাবলো—"নিশ্চয়ই আমার সঙ্গীদের কোন বিপদ ঘটেছে। এখন আমাকে তাদের হ'য়ে আহাম্মকটাকে জব্দ করতে হবে।"

শয়তানটা তাই আইভানের খোঁজে গেল। আইভান তখন শস্যগুলোর পালা দিয়ে, বনে কাঠ কাটছে। বাড়িতে দু' ভায়ের জায়গা হচ্ছে না; সেইজন্য তারা আইভানকে বনে গিয়ে গাছ কেটে তাদের জন্যে নতুন ঘর তৈরি করতে বলেছে।

শয়তানটা ছুটতে ছুটতে বনে গিয়ে, গাছে উঠে গেল এবং আইভানকে গাছ-কাটায় বাধা দিতে লাগলো। আইভান পঞ্চাশটা ছোট গাছ কাটবে আশা করেছিল, কিন্তু দশটার বেশি কাটতে না কাটতে রাত হয়ে এল, সে ক্লান্ত হ'য়ে পড়লো। তবুও সে কাজে ক্ষান্ত দিল না। সে আবার একটা গাছের গোড়া কেটে ফেললো। কিন্তু তার পিঠ এমন ব্যথা করতে লাগলো যে, সে আর দাঁড়াতে পারলো না। সে গাছের গুঁড়িতে কুড়ুলখানা এক কোপ দিয়ে আটকে রেখে, বিশ্রাম করতে বসলো।

আইভান কাজে ক্ষান্ত দিয়েছে দেখে শয়তানটা খুশী হ'ল। ভাবলো—"অবশেষে ও ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে। এইবার কাজ-কর্ম্ম ছেড়ে দেবে। এখন আমি কিছু বিশ্রাম করতে পারি।"

সে একটা ডালের দু'পাশে পা ঝুলিয়ে দিয়ে ব'সে মুখ

টিপে হাসলো। কিন্তু আইভান একটু পরেই উঠে দাঁড়িয়ে কুড়ুলখানা টেনে নিল ; তারপর গাছটাকে এবার উলটো দিক দিয়ে এত জোরে ঘা দিল যে, গাছটা তৎক্ষণাৎ মড় মড় ক'রে প'ড়ে গেল।

শয়তানটা এটা আশা করে নি। সুতরাং সে তার পা-খানা সামলে নিতে পারলো না। গাছটা ভাঙবার সময় তার থাবাটা ফেললো আটকে।

আইভান গাছটার ডালগুলো কাটতে আরম্ভ করলো। সেই সময় দেখলো, ডালে একটা জীবন্ত শয়তানের বাচ্চা ঝুলছে। সে আশ্চর্য হ'য়ে গেল। সে বললে—"কিরে! তুই আবার এসেছিস ?"

শয়তানের ছানাটা বললো—"আমি আর একটা। আমি তোমার ভাই টরাসের সঙ্গে ছিলাম।"

—"তুই যেই হোস না, তোর দফা রফা হবে।" ব'লে আইভান কুড়ুলের বাঁট দিয়ে বাচ্চাটাকে ঘা দেবার উপক্রম করতেই সে মিনতি ক'রে বললো—"আমাকে মেরো না। তুমি আমাকে যা করতে বলবে, আমি তাই করবো।"

—তুমি কি করতে পার ?"

—"তুমি যত টাকা চাও, আমি তত টাকা তৈরি করতে পারি।"

"—বেশ ; কিছু টাকা তৈরি কর।"

কি ক'রে টাকা তৈরি করতে হয়, শয়তানের বাচ্চাটা তাকে

দেখিয়ে দিল। সে বললো—"ওকগাছের কতকগুলো পাতা নাও। তারপর সেগুলো হাত দিয়ে রগড়াও...মাটিতে মোহর পড়বে।"

আইভান ওকগাছের কতকগুলো পাতা নিয়ে দু'হাতে রগড়াতেই তার হাত থেকে মোহর ঝ'রে পড়তে লাগলো। সে বললো—"বা! সকলে ছুটির দিনে এগুলো নিয়ে দিব্যি খেলা করতে পারবে।"

শয়তানের বাচ্চাটা বললো—"আমাকে ছেড়ে দাও।"

"আচ্ছা।" ব'লে আইভান গাছটাকে একটু চাড় দিয়ে তুলে বাচ্চাটাকে বললো—"যাও! ভগবান তোমার সহায় হোন।"

ভগবানের নাম উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই, বাচ্চাটা জলে ঢিল পড়ার মত মাটিতে ডুবে গেল, রইল কেবল একটা গর্ত্ত!

—ছয়—

তারপর ভাইয়েরা বাড়ি তৈরি ক'রে আলাদা বাস করতে লাগলো। আইভান শস্য কাটা, মাড়া ও তোলার কাজ শেষ করে, বীয়ার তৈরি করলো, এবং সামনের ছুটিটা তার বাড়িতে কাটাবার জন্য তার ভাইদের নিমন্ত্রণ ক'রে এল। কিন্তু তার ভাইয়েরা এল না। তারা বললো—"চাষীর ভোজে আমরা যেতে চাই না।"

আইভান কিন্তু গ্রামের সমস্ত চাষী আর চাষী-বউদের নিমন্ত্রণ ক'রে প্রচুর পান-ভোজনে আপ্যায়িত করলো। তারা সকলে আনন্দে মত্ত হ'য়ে উঠলো।

তখন আইভান একটা বীজের ঝুড়ি নিয়ে বনে ছুটে গেল। তারপর ঝুড়িতে ক'রে ভারী কি যেন ঘাড়ে নিয়ে অবিলম্বে ফিরে এল। সে বললো—"তোমাদের দেব কি ?"

—"হাঁ, দাও !"

আইভান এক মুঠো মোহর নিয়ে মেয়েদের দিকে ছুঁড়ে দিল। সেগুলো কুড়িয়ে নেবার জন্যে তারা কী ভাবে সেগুলোর ওপড় উপুড় হ'য়ে পড়লো, না দেখলে তোমরা ধারণা করতে পারবে না। তাদের চারধারে পুরুষেরাও ব্যাকুল হ'য়ে সেগুলো কুড়িয়ে নিতে লাগলো এবং নিজেদের মধ্যে কাড়াকাড়ি আরম্ভ ক'রে দিল।

তারপর আইভান গোলার ভেতর গিয়ে এক আঁটি শস্য নিল। তারপর সেগুলো থেকে শস্যের দানাগুলো ঝেড়ে ফেললো। তারপর আঁটিটা খাড়াভাবে মাটিতে ঠুকে বলতে আরম্ভ করলো—

"শোনরে আঁটি ! মোর নফরে আজ্ঞা দিল তোদের 'পরে।
খড়গুলো সব বদলে গিয়ে হউক সেপাই থরে থরে।"

আঁটিটা খুলে পড়ে গেল এবং প্রত্যেকটি খড় হ'ল একটি ক'রে সৈন্য। ভেরী ও বিষাণ-বাদকেরা বাজাতে আরম্ভ করলো। আইভান সৈন্যদের গান গাইতে বললো। সে তাদের আগে চলতে চলতে তাদের নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল। সকলে অবাক্। সৈন্যেরা গাইতে ও বাজাতে লাগলো। তারপর আইভান অন্য সকলকে তার পিছু নিতে বারণ ক'রে সৈন্যদের

শস্য ঝাড়বার জায়গায় নিয়ে গিয়ে আবার তাদের খেড় করে, আঁটি বেঁধে অন্য আঁটিগুলোর ওপর ফেলে রাখলো।

তারপর সে বাড়ি গিয়ে আস্তাবলে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লো।

—সাত—

সৈনিক সাইমন পরদিন সকালে এই কথা শুনে তার ভাইয়ের কাছে গেল। সে বললো—"তুমি সেই সৈন্যগুলোকে কোথা থেকে পেয়েছিলে, কোথায় তাদের রেখে এসেছ, বল।"

সে তার ভাইকে মরাইয়ে নিয়ে গিয়ে বললো—"দেখ আমি যদি তোমাকে কতকগুলো সৈন্য তৈরি ক'রে দিই, তুমি এখনই তাদের এখান থেকে নিয়ে যাবে। কারণ, যদি ওদের এখানে রেখে খাওয়াতে হয়, তাহ'লে ওরা একদিনে সমস্ত গ্রামের খাদ্য খেয়ে ফেলবে।"

সৈনিক সাইমন সৈন্যদের নিয়ে চলে যাবার প্রতিশ্রুতি দিল; আইভানও সৈন্য তৈরি করতে আরম্ভ করলো। সে এক আঁটি শস্য মাটিতে ঠোকে আর একদল সৈন্য তৈরি হয়। ক্রমে সে এত সৈন্য তৈরি করলো যে, সমস্ত মাঠ সৈন্যে ভ'রে গেল।

সৈনিক সাইমন অবিলম্বে তাদের অধ্যক্ষ হ'য়ে তাদের একত্র ক'রে, একটা দল গড়ে তুলে, যুদ্ধ করতে চলে গেল।

সৈনিক সাইমন যেতে না যেতেই স্থূলোদর টরাস এসে উপস্থিত। সেও গতকালের ব্যাপারটা শুনেছিল, তার ভাইকে

বললো—"তুমি কোথা থেকে মোহর পেয়েছিলে আমাকে দেখাও। আমি যদি ব্যবসা করবার জন্য কিছু পাই, তাহ'লে তাই দিয়ে আমি সারা পৃথিবীর টাকা ঘরে আনতে পারবো।"

আইভান তিন ঝুড়ি ওকপাতা এনে ঘষতে আরম্ভ করলো এবং প্রকাণ্ড এক গাদা মোহর তৈরি ক'রে ফেললো।

—"এতে হবে?"

টরাসের আনন্দ আর ধরে না। সে বললো—"আপাততঃ এতেই হবে। ধন্যবাদ, আইভান।"

এইভাবে দুই ভাই গেল চলে···সাইমন গেল যুদ্ধ করতে, টরাস গেল কেনা-বেচা করতে।

সৈনিক সাইমন নিজের জন্য একটা রাজ্য জয় ক'রে ফেললো, স্থূলোদর টরাস ব্যবসা ক'রে উপায় করলো অনেক টাকা। দুই ভাইয়ের পরস্পরের মধ্যে দেখা হ'লে, কি ভাবে সৈন্য ও টাকা পেয়েছে বর্ণনা করলো।

সৈনিক সাইমন তার ভাইকে বললো—"আমি একটা রাজ্য জয় ক'রে কি রকম চালে আছি! কিন্তু সৈন্যগুলোকে খাইয়ে-পরিয়ে মাইনে দিয়ে রাখবার মত টাকা আমার নেই।"

টরাস বললো—"আমি অনেক টাকা করেছি, কিন্তু দুঃখ এই যে, সে সব রক্ষা করবার লোক নেই।"

তখন সৈনিক সাইমন বললো—"চল, আমাদের ভাইয়ের কাছে যাওয়া যাক। আমি তাকে আরও অনেক সৈন্য করতে বলবো। তারপর তোমার টাকা-পয়সা রক্ষা করবার জন্যে

সেগুলো তোমাকে দেব। আর, তুমি তাকে আমার সৈন্যদের খাওয়া-পরার জন্য মোহর তৈরি করতে বলবে।"

দুই ভাই আইভানের কাছে চলে গেল ; এবং সাইমন তাকে বললো—"ভাই, আমার যথেষ্ট সৈন্য নেই ; আমাকে আরও হাজার কয়েক সৈন্য দাও।"

আইভান মাথা নাড়লো। বললো—"না, আমি আর সৈন্য তৈরি করবো না।"

—"কেন রে আহাম্মক ?"

—"শুনলাম, তোমার সৈন্যেরা একটা লোককে মেরে ফেলেছে। আমি ভেবেছিলাম সৈন্যেরা কেবল গাইবে-বাজাবে ; কিন্তু তার বদলে তারা একটা লোককে মেরে ফেলেছে ! আমি তোমাকে আর সৈন্য দেব না। "

এবং সে কিছুতেই তার জেদ ছাড়লো না।

স্থূলোদর টরাসও আরো মোহর তৈরি করবার জন্য আইভানের কাছে মিনতি করতে লাগলো। কিন্তু আইভান মাথা নাড়লো। সে বললো—"না, আমি মোহর তৈরি করবো না। মাইকেলের মেয়ের একটা গরু ছিল। তার ছেলে-মেয়েরা গরুটার দুধ খেত। কিন্তু সেদিন তার ছেলে-মেয়ের কাছে শুনলাম—টরাসের গোমস্তা এসে তাদের মাকে তিনটে মোহর দিল, আর তাদের মা গরুটা দিয়ে দিল···তাদের আর দুধ জোটে না। আমি ভেবেছিলাম, তুমি মোহরগুলো নিয়ে খেলা

করতে চাইছ। কিন্তু তুমি ছেলে-মেয়েদের দুধ বন্ধ করেছ। আমি তোমাকে আর মোহর দেব না।”

এবং তার জেদ সে ছাড়লো না।

অগত্যা দুই ভাই চলে গেল। যেতে যেতে দু'ভাই পরামর্শ করতে লাগলো, কি ক'রে তারা বিপদ থেকে উদ্ধার হ'তে পারে।

সাইমন বললো—“কি করতে হবে বলছি। তুমি আমার সৈন্যদের খাওয়া-পরার টাকা দাও, আমি টাকা-পয়সা আগলাতে তোমাকে সৈন্য ও অর্ধেক রাজ্য দেব।”

টরাস সম্মত হ'ল। এইভাবে দুই ভাই তাদের যা ছিল, দু'জনের মধ্যে ভাগ করে নিয়ে দু'জনেই সুবিশাল রাজ্য ও প্রচুর ধনের মালিক হয়ে উঠলো।

—আট—

আইভান বাড়িতে থাকে। তার বোনের সঙ্গে মাঠে চাষবাস করে। তাদের বাবা-মায়ের ভরণ-পোষণ করে।

রাজার মেয়ে অসুস্থ হ'য়ে পড়লো। তিনি নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে ঘোষণা করিয়ে দেওয়ালেন, যে তাঁর মেয়েকে সারাতে পারবে, তাকে পুরস্কার দেবেন। যদি কোন অবিবাহিত লোক মেয়েকে সারাতে পারে, তার সঙ্গে তিনি দেবেন মেয়ের বিয়ে। আইভানদের গ্রামেও এই ঘোষণা পৌছলো।

আইভানের বাবা-মা তাকে ডেকে বললো—“রাজা কি

ঘোষণা করেছেন, শুনেছ ? তুমি বলেছিলে, তোমার কাছে একটা শিকড় আছে, যা খেলে যে-কোন রোগ সারতে পারে। রাজার মেয়েকে সারিয়ে দিয়ে এস ; সারা জীবন সুখে থাকবে।"

আইভান বললো—"আচ্ছা।"

আইভান যাবার জন্য প্রস্তুত হ'ল ; তার বাবা-মা তাকে ভাল পোষাকে সাজিয়ে দিল।

কিন্তু সে দরজা দিয়ে বার হবে, এমন সময় একটা হাত-বাঁকা ভিখারিনীর সঙ্গে তার দেখা হ'ল।

ভিখারিনীটি বললো—"আমি শুনেছি, তুমি লোকের অসুখ ভাল করতে পার। আমার হাতখানি যদি সারিয়ে দাও···হাত দিয়ে আমি কিছুই করতে পারি না।"

"আচ্ছা।" ব'লে আইভান ভিখারিনীকে শিকড়টা খাইয়ে দিতে হাতখানা তার একেবারে ভাল হ'য়ে গেল।

আইভানের বাবা-মা তার সঙ্গে রাজার কাছে যাবার জন্য বেরিয়ে এল এবং যখন তারা শুনলো, সে ভিখারিনীকে শিকড়টা দিয়ে দিয়েছে, রাজার মেয়ে সারাবার জন্য তার কাছে আর কিছুই নেই, তখন তারা তাকে তিরস্কার করতে আরম্ভ করলো। বললো—"একটা ভিখারিনীর জন্য তোমার মন কেঁদে উঠলো, কিন্তু রাজার মেয়ের জন্য তোমার দুঃখ হ'ল না!"

কিন্তু রাজার মেয়ের জন্যও আইভানের দুঃখ বোধ হ'ল। তাই সে গাড়িতে ঘোড়া জুতে, বসবার জন্য খড় বিছিয়ে নিয়ে তার ওপর বসে গাড়ি হাঁকিয়ে দিল।

সে রাজপুরীতে গিয়ে পৌঁছল এবং রাজপুরীর দরজায় পা দিতে না দিতেই রাজার মেয়ে সেরে উঠলো।

রাজা খুশী হ'য়ে, আইভানকে তাঁর সামনে আনিয়ে তাকে সুন্দর পোষাকে সাজিয়ে দেওয়ালেন।

বললেন—"আমার জামাই হও।"

আইভান বললো—"বেশ।"

আইভান রাজকুমারীকে বিয়ে করলো। তারপরই রাজকুমারীর বাবা মারা গেলেন এবং আইভান রাজা হ'ল।

—নয়—

এবার তিন ভাই-ই রাজা।

তিন ভাই-ই বেঁচে থেকে রাজত্ব করছে।

বড় ভাই সৈনিক সাইমন উন্নতি করেছে। সে তার খড়ের সৈন্যের সাহায্যে আসল সৈন্য সংগ্রহ করেছিল।

তার জীবন বেশ সুখের ও আরামের ছিল। যে জিনিষ তার নেবার ইচ্ছা হ'ত, সেই জিনিষই সে দখল করতো। সে সৈন্য পাঠাত এবং তারা তাকে ঈপ্সিত জিনিষ এনে দিত।

স্থূলোদর টরাসও বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করতো।

সে আইভানের কাছ থেকে যে টাকাগুলো পেয়েছিল, সেগুলোর একটাও নষ্ট না ক'রে, বরং সেগুলোকে আরও বাড়িয়েছিল। সে তার রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করেছিল।

আহাম্মক আইভানও মন্দ ছিল না।

তার শ্বশুরকে সমাহিত করবার সঙ্গে সঙ্গেই সে তার নিজের সমস্ত রাজপোষাক খুলে ফেলে তার স্ত্রীকে সেগুলো দিয়ে সিন্দুকে রেখে দিতে বললো এবং তার সেই চাষীর পোষাক প'রে সে আবার কাজ-কর্ম করতে আরম্ভ করলো।

সে বললো—"এ অবস্থাটা আমার পক্ষে বড় অসহ্য। আমি মোটা হ'য়ে পড়ছি, আমার ক্ষিদে ও ঘুম কমে গেছে।"

সে তার বাবা, মা ও বোনকে তার কাছে থাকবার জন্য এনে আগের মতই কাজ করতে লাগলো।

লোকে বললো—"আপনি রাজা।"

সে বললো—"হাঁ; কিন্তু রাজাকেও খেতে হয়।"

তার একজন মন্ত্রী এসে বললো—"মাইনে দেবার টাকা নেই।"

সে বললো—"বেশ। তাহ'লে কাউকে মাইনে দিওনা।"

—"তাহ'লে কেউ চাকরি করবে না।"

—"বেশ; কেউ যেন চাকরি না করে। তারা কাজ করবার অনেক সময় পাবে।

লোকেরা আইভানের কাছে দোষের বিচারের জন্য এল। একজন বললো—"ঐ লোকটা আমার টাকা চুরি করেছে।"

আইভান বললো—"বেশ। দেখা যাচ্ছে, ওর তাতে দরকার ছিল।"

এর ফলে তারা জানলো, আইভান আহাম্মক।

তার স্ত্রী তাকে বললো—"লোকে বলছে, তুমি আহাম্মক।"

আইভান বললো—"বেশ।"

তার স্ত্রী স্বামীর কাণ্ডকারখানা দেখে ভেবে আর কুল পায় না ; কিন্তু সে নিজেও ছিল আহাম্মক।

সেও তাই তার রাজপোষাক খুলে সিন্দুকে তুলে রেখে সেই বোবা মেয়েটার কাছে কাজ শিখতে গেল এবং কাজ শিখে তার স্বামীকে সাহায্য করতে লাগলো।

এদিকে পণ্ডিতেরা সব আইভানের রাজ্য ছেড়ে চলে গেল, রইল কেবল আহাম্মকেরা।

কারুরই টাকা-পয়সা নেই। সকলেই কাজ করে। তারা নিজেদের ভরণ-পোষণ করে, অপরকেও খাওয়ায়।

—দশ—

এদিকে বুড়ো শয়তানটা সেই তিনটে শয়তানের বাচ্চার কাছ থেকে তিন ভাইকে যে তারা ধ্বংস করেছে, সেই খবরের জন্য অপেক্ষা করছে। কিন্তু কোন খবর আর আসে না। সে তাই নিজে অনুসন্ধান করবার জন্য গেল। তাদের সে খুঁজে খুঁজে হয়রাণ ; কোথাও তাদের পেল না, কেবল দেখতে পেল তিনটে গর্ত। সে ভাবলো—"তারা কিছুই করতে পারে নি··· দেখছি আমাকে নিজেই কাজটা করতে হবে।"

সে আইভানদের তিন ভাইকে দেখতে গেল ; কিন্তু তারা তাদের আগের জায়গায় ছিল না। সে তাদের তিনজনকে পেল তিনটে পৃথক্ রাজ্যে। তিনজনেই সুস্থ শরীরে রাজত্ব করছে। বুড়ো শয়তানটা এতে বড় বিরক্ত হ'য়ে উঠলো। বললো—"নিজেই একবার চেষ্টা ক'রে দেখি।

প্রথমে সে সাইমনের রাজ্যে গেল। কিন্তু সে নিজমূর্তিতে গেল না, একজন সেনাপতির মূর্তি ধ'রে গাড়িতে চড়ে সাইমনের প্রাসাদে পৌঁছল। বললো—"রাজা সাইমন, শুনেছি আপনি একজন সুদক্ষ যোদ্ধা ; আর, আমি ঐ বিদ্যেটা ভাল জানি। সেইজন্য আপনার সেবা করতে ইচ্ছা করি।"

রাজা সাইমন তাকে পরীক্ষার জন্য করলো নানা প্রশ্ন এবং অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ দেখে তাকে কাজে নিযুক্ত করলো।

কি ক'রে শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন করা যায়, নতুন সেনাপতি রাজাকে তা শিখাতে লাগলো। বললো—"প্রথমতঃ, আমাদের আরও অনেক সৈন্য সংগ্রহ করতে হবে ; কেন না, আপনার রাজ্যে বহু লোক বেকার। সমস্ত যুবককেই সৈন্য-দলভুক্ত করবো। তাহ'লে প্রথমে আপনার যত সৈন্য ছিল, তার পাঁচগুণ সৈন্য হবে ; দ্বিতীয়তঃ, আমাদের নতুন রাইফেল আর কামান চাই। আমি এমন ধরণের বন্দুকের প্রচলন করবো, যা একবার পাঁচ শ' করে গুলি ছুঁড়তে পারে। গুলিগুলো মটরের মত ছিটকে পড়বে। আমি এমন কামান জোগাড় করবো, য যা মানুষ, ঘোড়া, দেওয়ালচ় সব পুড়িয়ে ছাই ক'রে ফেলবে।"

রাজা সাইমন নতুন সেনাপতির প্রস্তাব অনুমোদন করলো। সে তার রাজ্যের সমস্ত যুবককে সৈন্যদলে ভর্তি হবার আদেশ দিল এবং নতুন কারখানা তৈরি করিয়ে তাতে উন্নত ধরণের শত শত কামান-বন্দুক গড়াতে লাগলো।

সাইমন বড় খুশী হ'ল। সে বললো—"এবার আমি ভারত-বর্ষ জয় করবো।"

কিন্তু ভারতবর্ষের রাজা সাইমনের বন্দুকের মত বন্দুক তো তৈরি করিয়েছিলেনই, তার ওপর নিজেও নানারকম মারাত্মক অস্ত্র তৈরি করিয়েছিলেন। ভারতের রাজা কেবল যুবকদেরই সৈন্যদলভুক্ত করেন নি, যে সব সুস্থ-সবল নারীদের কেউ কোথাও ছিল না, তাদেরও সৈন্যদলভুক্ত করেছিলেন।

এইভাবে তাঁর সৈন্যসংখ্যা রাজা সাইমনের সৈন্যসংখ্যার চেয়ে হয়েছিল অনেক বেশি। তিনি আবার আকাশে উড়তে উড়তে বিস্ফোরক বোমা ফেলবার কলও তৈরি করিয়েছিলেন।

অবশেষে সাইমন ভারতের রাজাকে পরাস্ত করতে সৈন্য-বাহিনী নিয়ে যাত্রা করলেন।

আরশোলার ঝাঁকের ওপর ওষুধের গুঁড়ো ফেলার মত ভারতরাজের নারী-বাহিনী সাইমনের সেনাবাহিনীর ওপর বোমা ফেলতে লাগলো। সৈন্যেরা পালিয়ে গেল। রাজা সাইমন রইল একা। ভারতরাজ সাইমনের রাজ্য কেড়ে নিলেন। আর, সৈনিক সাইমন প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বাঁচলো।

বুড়ো শয়তান বড় ভাইকে শেষ ক'রে রাজা টরাসের কাছে

গেল। সে একজন বণিকের রূপ ধ'রে তার রাজ্যে বাস করতে লাগলো এবং একটা বড় ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান স্থাপন ক'রে টাকা খরচ করতে আরম্ভ করলো।

সে সকল জিনিষেরই চড়া দাম দিতে লাগলো, সকলেই টাকা পাবার জন্যে নতুন বণিকের কাছে ছুটে যেতে লাগলো এবং লোকের হাতে এত টাকা পয়সা হ'ল যে, তারা সঙ্গে সঙ্গে খাজনা দিতে আরম্ভ করলো এবং তাদের সমস্ত দেনা পরিশোধ ক'রে ফেললো।

রাজা টরাসের মন খুশিতে ধরে না।

সে মনে মনে বললো—"নতুন বণিককে ধন্যবাদ। এবার থেকে আমি অনেক টাকা পাব; আমার জীবন বড় আরামের হ'য়ে উঠবে।"

রাজা টরাস নতুন নতুন সঙ্কল্প করতে লাগলো এবং সে একটা নতুন প্রাসাদ তৈরি করতে আরম্ভ করলো। সে সবাইকে জানিয়ে দিল, তারা পাথর ও কাঠ আনবে এবং কাজ করতে আসবে। সে সকল জিনিষের খুব চড়া দাম বেঁধে দিল।

রাজা টরাস ভেবেছিল, লোকে আগের মতই দলে দলে কাজ করতে আসবে; কিন্তু সে দেখে বড় আশ্চর্য হ'য়ে গেল যে, সমস্ত কাঠ ও পাথর গেল সেই বণিকের বাড়ি; এবং লোকে কাজও করতে গেল সেখানে।

রাজা টরাস দাম আরও বেশী ক'রে দিল, বণিকও চড়িয়ে দিল

দামা তার চেয়েও বেশি। রাজা টরাসের অনেক টাকা ছিল, কিন্তু সেই বণিকের ছিল আরও বেশি। সে রাজাকে সকল ক্ষেত্রেই হারিয়ে দিতে লাগলো।

রাজার প্রাসাদ তৈরির কাজ বন্ধ হ'য়ে গেল ; ইমারতটা আর তৈরি হ'ল না। রাজা টরাস বাগান তৈরির সঙ্কল্প করলো।

শরৎকাল এলে সে লোকদের ডেকে পাঠাল, কিন্তু কেউ এল না, সব লোক তখন বণিকের জন্য পুষ্করিণী কাটবার কাজে লেগে গেছে।

তার পাচক, কোচোয়ান, ঝি-চাকর একে একে ছেড়ে বণিকের কাছে চলে গেল শীঘ্র খাদ্যাভাবও ঘটলো। সে বাজারে কোন জিনিষ কিনে আনতে দিলে পেত না···কেননা, বণিকটা তার আগেই সব কিনে নিত। লোকে কেবল রাজাকে খাজনার টাকা এনে দিতে লাগলো।

রাজা টরাস ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো ; সে বণিকটাকে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিল। কিন্তু বণিকটা রাজ্যের সীমান্তের অপর দিকে গিয়ে আবার আগের মতই দিন কাটাতে লাগলো।

লোকে টাকার জন্যে, রাজার কাছে না গিয়ে, তার কাছেই সব জিনিষ-পত্র নিয়ে যেতে লাগলো।

এই সময় সৈনিক সাইমন তার কাছে এসে বললো—"আমাকে বাঁচাও ; ভারতের রাজা আমার সব দখল ক'রে নিয়েছে।"

কিন্তু রাজা টরাস স্বয়ং বিপদের মাঝে ডুবে ছিল ; বললো —"আমি নিজেই দু'দিন কিছু খেতে পাই নি···।"

—এগার—

ছু'ভাইয়ের সর্ব্বনাশ ক'রে, বুড়ো শয়তান গেল আইভানের কাছে। সে একজন সেনাপতির রূপ ধ'রে, আইভানের কাছে গিয়ে তাকে একদল সৈন্য রাখবার জন্য মিনতি করতে লাগলো। সে বললো—"সৈন্যহীন রাজা মানায় না। আপনি কেবল আমাকে হুকুম দিন, আমি আপনার প্রজাদের মধ্য থেকে সৈন্য সংগ্রহ ক'রে, একটা বাহিনী গড়ে তুলি।"

আইভান তার কথায় সম্মতি দিল। সে বললো—"বেশ, একটা বাহিনী গঠন ক'রে তাদের ভাল ক'রে গান গাইতে শেখাও। আমি গান শুনতে খুব ভালবাসি।"

বুড়ো শয়তান তাই আইভানের রাজ্যে গিয়ে সৈন্য সংগ্রহ করতে লাগলো। সে তাদের সকলকে সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে বললো···তাহ'লে তারা খানিকটা ক'রে সুরা ও একটি ক'রে লাল রঙের টুপি পাবে।

লোকেরা হাসতে লাগলো। তারা বললো—"আমাদের যথেষ্ট সুরা আছে; আমরা নিজেরাই তৈরি করি। আর টুপি? আমাদের মেয়েরাই তো নানা রকমের টুপি তৈরি ক'রে থাকে।"

সেইজন্য কেউ-ই সৈন্যদলে ভর্তি হ'তে চাইল না। বুড়ো শয়তান আইভানের কাছে গিয়ে বললো—"আপনার আহাম্মক-গুলো স্বেচ্ছায় সৈন্যদলভুক্ত হবে না। যেমন ক'রে হোক ওদের দলভুক্ত করতেই হবে।"

আইভান বললো—"বেশ; তুমি চেষ্টা দেখো।"

বুড়ো শয়তান ঘোষণা ক'রে দিল যে, সকলকেই সৈন্যদলে ভর্তি হ'তে হবে, যে না হবে, রাজা তাকে প্রাণদণ্ড দেবেন।

লোকে হতবুদ্ধি হ'য়ে গেল; তারা আহাম্মক আইভানের কাছে পরামর্শের জন্য গিয়ে উপস্থিত হ'ল। তারা বললো—"একজন সেনাপতি এসেছেন, তিনি বলছেন, আমাদের সৈন্য হ'তে হবে। তিনি আরও বলছেন—'তোমরা যদি সৈন্য হও, তাহ'লে মারাও যেতে পার, মারা নাও যেতেও পার; কিন্তু যদি সৈন্য না হও, তাহ'লে রাজা আইভান নিশ্চয়ই তোমাদের মেরে ফেলবেন।' কথাটা কি সত্যি?"

আইভান হেসে উঠলো; বললো—"আমি একা কি ক'রে তোমাদের মেরে ফেলতে পারি? আমি নিজে আহাম্মক না হ'লে ব্যাপারটা তোমাদের বুঝিয়ে বলতাম, কিন্তু আমি নিজেই জিনিষটা বুঝি না।"

তারা বললে—"তাহ'লে আমরা সৈন্য হব না।"

"—বেশ; হ'য়ো না।"

তারপর সকলে সেনাপতির কাছে গিয়ে সৈন্যদলভুক্ত হ'তে অস্বীকার করলো। বুড়ো শয়তান দেখলো, তার চালাকি খাটছে না। সে সেখান থেকে সরে পড়ে তেলাপোকাদের দেশের রাজার শরণাপন্ন হ'ল। সে বললো—"চলুন, আমরা রাজা আইভানের রাজ্য জয় করি। সত্য কথা যে তার রাজ্যে টাকা-পয়সা নেই, কিন্তু শস্য, গরু-ঘোড়া-ভেড়া ও অন্যান্য জিনিষ প্রচুর আছে।"

তেলাপোকাদের দেশের রাজা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। তিনি বিরাট বাহিনী সংগ্রহ ক'রে, তাদের কামান-বন্দুকে সাজিয়ে সীমান্তে গিয়ে পৌঁছলেন এবং রাজা আইভানের রাজ্যে প্রবেশ করলেন।

তখন রাজ্যের লোকেরা আইভানের কাছে গিয়ে বললো— "তেলাপোকাদের দেশের রাজা আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসছেন।" আইভান বললো—"বেশ; তাঁকে আসতে দাও।"

তেলাপোকাদের দেশের রাজা সীমান্ত পার হ'য়ে আইভানের সৈন্যদের সন্ধান নিতে স্কাউট-সৈন্য পাঠালেন। তারা এদিক-ওদিক দেখে বেড়াতে লাগলো, কিন্তু সৈন্যবাহিনী দেখতে পেল না। তারা কেবলই অপেক্ষা করতে লাগলো, যদি কোথাও কোন বাহিনীকে দেখা যায়, কিন্তু সৈন্যদের চিহ্নও দেখা গেল না; যার সঙ্গে লড়াই করা যায়, এমন কাউকেই তারা দেখতে পেল না।

তখন তেলাপোকারাজ গ্রাম দখল করতে অগ্রসর হলেন। সৈন্যেরা একখানি গ্রামে এসে পৌঁছতেই গ্রামের লোকেরা, স্ত্রী ও পুরুষ, তাদের দেখবার জন্য ছুটে এল। সৈন্যেরা তাদের শস্য ও গরু-ঘোড়া প্রভৃতি পশুগুলোকে নিতে আরম্ভ করলো। লোকেরা তাতে তাদের বাধা দিল না, নিয়ে যেতে দিল। সৈন্যেরা আর একখানা গ্রামে গেল; সেখানেও ঠিক ঐ ব্যাপার ঘটলো।

সৈন্যেরা যেখানেই যায়, সেখানেই ঐ ব্যাপার ঘটে···লোকে তাদের সবই নিতে দেয়, কেউই বাধা দেয় না, বরং তারা তাদের

সঙ্গে থাকবার জন্য সৈন্যদের অনুরোধ করে। তারা বলে—"বেচারা! যদি তোমাদের দেশে সকলকে কষ্টে দিন কাটাতে হয়, তাহ'লে এখানে এসে আমাদের সঙ্গে বাস কর না কেন?"

সৈন্যেরা দিনের পর দিন কুচ কাওয়াজ করতে করতে চলতে লাগলো তবুও কোন শত্রুসৈন্য দেখতে পেল না। কেবল দেখলো, লোকে শান্তিতে বস-বাস করছে এবং নিজেদের জীবিকা-অর্জন ও অপরকে লালন-পালন করছে। তারা বাধা দেয় না, বরং তাদের সঙ্গে বাস করবার আমন্ত্রণ করে।

সৈন্যেরা দেখলো, তাদের কাজে কোন বৈচিত্র্য বা আনন্দ নেই, তারা তেলাপোকাস্থানের রাজার কাছে গিয়ে বললো—"আমরা এখানে লড়াই করতে পাচ্ছি না, আমাদের অন্য কোথাও নিয়ে যান। লড়াই তো ভাল জিনিষ; কিন্তু এটা কি? এ যেন জলে তলোয়ার চালানো হ'চ্ছে। আমরা এখানে আর যুদ্ধ করবো না।"

তেলাপোকাস্থানের রাজা ক্রুদ্ধ হ'য়ে উঠলেন। তিনি সৈন্যদের সমস্ত রাজ্য দখল ক'রে গ্রাম ধ্বংস করতে, শস্য ও বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দিতে এবং গরু-ঘোড়া প্রভৃতি পশুগুলোকে কেটে ফেলতে আদেশ দিলেন। তিনি বললেন—"তোমরা যদি আমার আদেশ পালন না কর; তাহ'লে তোমাদের সকলকে কেটে ফেলবো।"

সৈন্যেরা ভীত হ'য়ে পড়লো এবং রাজার আদেশ পালন করতে আরম্ভ করলো। তারা বাড়ি-ঘর ও শস্যগুলো জ্বালিয়ে

পুড়িয়ে এবং গরু-ঘোড়া প্রভৃতি পশুগুলোকে কেটে ফেলতে লাগলো। তবুও সেই আহাম্মকেরা তাদের বাধা দিল না, কেবল কাঁদতে লাগলো। তারা বললো—"তোমরা আমাদের এমন ক্ষতি করছো কেন? কেন সব ভাল জিনিসগুলোকে নষ্ট করছো? যদি ওগুলোতে তোমাদের দরকার থাকে, নিজেরা কেন ওগুলো নিচ্ছো না?"

অবশেষে সৈন্যরা আর সহ্য করতে পারলো না। তারা আর অগ্রসর হ'তে সম্মত হ'ল না; ছত্রভঙ্গ হয়ে চলে গেল।

বুড়ো শয়তানকে হার মানতে হ'ল। সে সৈন্যদের সাহায্যে আইভানের কিছু ক'রে উঠতে পারলো না। এবার সে একজন সৌখীন ভদ্রলোকের বেশ ধরে আইভানের রাজ্যে বাস করতে আরম্ভ করলো। স্থূলোদর টরাসকে সে টাকার সাহায্যে যেভাবে জব্দ করেছিল, মনস্থ করলো আইভানকেও সেইভাবে জব্দ করবে। সে বললো—"আপনার বুদ্ধি-বিবেচনা যাতে বৃদ্ধি পায়, আমি আপনাকে তা শিখিয়ে দেব। আপনার মঙ্গল করবো। আমি আপনাদের এখানে একটা ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবো।"

আইভান বললো—"বেশ যদি আপনার ইচ্ছে হয়, আমাদের এখানে এসে বাস করুন।"

পরদিন সকালে সেই সৌখীন ভদ্রলোকটি শহরের একটা সরকারী বাগানে গিয়ে সকলকে উদ্দেশ্য ক'রে বললো—"তোমরা সকলে ঘৃণিত শূকরের মত বাস কর। কি ক'রে ভালভাবে বাস

করতে হয়, আমি তোমাদের শেখাতে ইচ্ছা করি। ঠিক এই ছকের মত আমাকে একখানা বাড়ী তৈরী ক'রে দাও। তোমাদের পারিশ্রমিক দেব মোহরে!" এই বলে সে সকলকে মোহরগুলো দেখাল। তাদের ভেতর টাকা-পয়সার চলন ছিল না ব'লে, সকলে মোহরগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল।

বুড়ো শয়তানটা টরাসের রাজ্যে যেমন মুক্তহস্তে টাকা খরচ করেছিল, এখানেও তেমনি মুক্তহস্তে টাকা খরচ করতে লাগলো। লোকেরা তার মোহরের বিনিময়ে সব রকম জিনিস দিতে এবং সব রকম কাজ করতে লাগলো। বুড়ো শয়তানটা খুশী হ'ল।

কিন্তু আহাম্মকগুলো মোহর পাবার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের বাড়ীর মেয়েদের সেগুলো দিল গলার মালা তৈরী করবার জন্য। কিশোরীরা সেগুলো তাদের বেণীর সঙ্গে জড়িয়ে বাঁধলো; অবশেষে পথের ছেলেরাও সেগুলো নিয়ে খেলা করতে লাগলো। প্রত্যেকেরই কাছে সেগুলো জমে উঠলো প্রচুর; সেজন্য কেউ আর তা নিতে চাইল না।

কিন্তু তখনও সেই সৌখীন ভদ্রলোকটির প্রাসাদের অর্দ্ধেকও তৈরী হয়নি এবং বছরের মত শস্য ও গরু-ঘোড়া প্রভৃতির খাদ্যেরও ব্যবস্থা হয়ে ওঠেনি। সেইজন্য সে সকলকে জানিয়ে দিল, তার ইচ্ছে, সকলে এসে তার জন্য কাজ করুক, তাকে শস্য ও গরু-ঘোড়া প্রভৃতি বিক্রি করুক। প্রত্যেক কাজ এবং প্রত্যেক সামগ্রীর জন্য সে আগের চেয়ে অনেক বেশী মোহর দেবে। কিন্তু কেউ কাজ করতে এল না এবং কেউ কিছু

বেচবার জিনিস আনলোও না, কেবল কখন কখন একটি ছোট ছেলে, কি একটি ছোট মেয়ে তার কাছে ছুটতে ছুটতে এসে একটা ডিমের বিনিময়ে একটা মোহর নিয়ে যেতে লাগলো।

এদিকে ভদ্রলোকটি ক্ষুধার্ত হয়ে গ্রামের মধ্যে কিছু খাদ্য কিনতে গেল এবং একটা বাড়ীতে গিয়ে একটা মুরগীর বিনিময়ে মোহর দিতে চাইল। কিন্তু গৃহকর্ত্রী মোহর নিতে চাইল না; বললো—"এমনিতেই আমার অনেকগুলো জমে গেছে।"

সে এক বিধবার বাড়ী গিয়ে একটা মোহর দিয়ে একটা হেরিং কিনতে চাইল। বিধবাটি বললো—"মশায়, আমার মোহরের দরকার নেই। কেননা, আমার ঘরে এমন ছেলে-মেয়ে নেই যে মোহর নিয়ে খেলা করবে।"

সে একটা চাষীর বাড়ীতে গিয়ে রুটি কেনবার চেষ্টা করলো, কিন্তু সে চাষীও মোহর নিতে চাইল না। সে বললো—"আমার ওতে দরকার নেই। তবে যদি তুমি ভগবানের নাম নিয়ে ভিক্ষে চাও, তাহলে দাঁড়াও আমার গৃহিণীকে তোমার জন্য এক টুকরো রুটি কেটে দিতে বলছি।"

সেই কথা শুনে বুড়ো শয়তানটা থুথু ফেলে ছুটে চলে গেল। ভগবানের নাম উচ্চারণ করা দূরের কথা, ভগবানের নামই যেন তার বুকে ছুরি বিঁধিয়ে দিল! কাজেই সে খাদ্য পেল না।

শয়তান অভুক্ত থাকতে থাকতে শয্যা নিল।

আহাম্মক আইভানের কাছে ঘটনাটা জানান হ'ল। লোকে

তার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলো—"আমরা কি করবো ? একজন সৌখীন ভদ্রলোক এসেছেন···তিনি খাদ্য ও পানীয় চান, কিন্তু কাজ-কর্ম্ম করতে চান না বা ভগবানের নাম নিয়ে ভিক্ষেও করেন না, কেবল সকলকে মোহর দিতে চান ! প্রথমে তিনি যা চেয়েছেন, লোকে মোহরের বিনিময়ে তাই দিয়েছে ; এখন সকলেরই অনেক মোহর জমে গেছে। সেইজন্য কেউই তাঁকে আর কিছু দিতে চায় না। লোকটিকে নিয়ে কি করা যায় ? সে কি না খেতে পেয়ে মরবে ?"

আইভান কথাগুলো মন দিয়ে শুনলো। তারপর বললো— "বেশ, আমরা তাকে খাওয়াব। রাখালেরা যেমন প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ী কিছুদিন ক'রে থাকে, সেও তেমনি পালা করে এক-একজনের বাড়ীতে থাকুক।"*

শয়তানের এ ছাড়া আর কোন উপায় রইল না, তাকে পালা করে এক একজনের বাড়ী থাকতে হ'ল। ক্রমে আইভানের বাড়ী গিয়ে তার থাকবার পালা এল। বোবা মেয়েটা খাবারের জোগাড় করতে লাগলো।

বুড়ো শয়তানটা টেবিলে খেতে বসলো। কিন্তু বোবা মেয়েটা তার হাত চেপে ধরে পরীক্ষা ক'রে দেখতে লাগলো··· হাত দু'খানা বেশ নরম এবং আঙুল বড় বড়। কিন্তু

---

* পূর্ব্বে এই রকম ব্যবস্থাই ছিল। যে-রাখাল গ্রামের সকলের গরু, ঘোড়া প্রভৃতি পশু চরাত, সে তার সেই কাজের বিনিময়ে পালা ক'রে এক একজন চাষীর বাড়ী থাকতে ও খেতে পেত।

হাতের কোন জায়গায় কড়া নেই। মেয়েটা মুখ দিয়ে একটা শব্দ করে শয়তানটাকে টেবিল থেকে টেনে নিয়ে গেল।

তখন আইভানের স্ত্রী তাকে বললো—"আপনি অসন্তুষ্ট হবেন না ; যার হাত শক্ত নয়, হাতে কড়া নেই, আমার ননদ তাকে টেবিলে বসতে দেয় না। আপনি একটু অপেক্ষা করুন, সকলে খেয়ে গেলে তাদের উচ্ছিষ্ট আপনাকে দেওয়া হবে।"

বুড়ো শয়তানটা অসন্তুষ্ট হ'ল। সে আইভানকে বললো—"প্রত্যেকে হাত দিয়ে কাজ করবে, আপনাদের দেশের এই নিয়ম নিতান্ত আহাম্মকি ছাড়া আর কিছু নয়। আপনার মাথা থেকেই এটা বেরিয়েছে। লোকে কি কেবল হাত দিয়েই কাজ করে? জ্ঞানীরা কি দিয়ে কাজ করেন, আপনার মনে হয়?"

আইভান বললো—"আমরা কি ক'রে তা জানবো? আমরা ত বেশীর ভাগ কাজই হাত ও পিঠ দিয়ে ক'রে থাকি।"

—"তার কারণ, আপনারা আহাম্মক, কিন্তু কি ক'রে মাথা দিয়ে কাজ করতে হয়, আমি আপনাদের শেখাব। হাত দিয়ে কাজ করার চেয়ে মাথা দিয়ে কাজ করায় বেশী লাভ।"

আইভান বললো—"অনুগ্রহ ক'রে শিখিয়ে দাও, মাথা দিয়ে কি করে কাজ করতে হয়। তাহলে আমাদের হাত যখন ব্যথা করবে, আমরা তখন মাথা ব্যবহার করবো।'

শয়তানটা সকলকে মাথা দিয়ে কাজ করতে শিখাবার প্রতিশ্রুতি দিল। সেইজন্য আইভান তার রাজ্যমধ্যে ঘোষণা

ক'রে দিল যে, একজন সৌখীন ভদ্রলোক এসেছেন, যিনি সকলকে মাথা দিয়ে কাজ করতে শিখাবেন। হাতের চেয়ে মাথা দিয়ে কাজ করা যায় বেশী।

* *
*

আইভানের রাজ্যে একটা খুব উঁচু স্তম্ভ ছিল, এবং তার অনেকগুলো সিঁড়ি ছিল। সিঁড়িগুলো উঠে গিয়েছিল একেবারে সেই চূড়ায় লণ্ঠনের কাছ পর্যন্ত। যাতে সকলে ভদ্রলোকটিকে দেখতে পায়, এইজন্য আইভান তাকে একেবারে সেই চূড়ায় নিয়ে গেল।

ভদ্রলোকটি চূড়ায় দাঁড়িয়ে কথা বলতে আরম্ভ করলো; এবং দলে দলে লোক তাকে দেখতে এল। তারা ভাবলো, ভদ্রলোকটি সত্যই কি ক'রে হাতের বদলে মাথা দিয়ে কাজ করা যায়, দেখাবেন। কিন্তু শয়তানটা কেবল কি ক'রে কাজ না ক'রে বেঁচে থাকা যায়, তারই কথা ব'লে যেতে লাগলো। লোকেরা কিছুই বুঝতে পারলো না। তারা তার দিকে তাকিয়ে চিন্তা করতে লাগলো; শেষে যে যার কাজে চলে গেল।

বুড়ো শয়তানটা সারাদিন স্তম্ভের চূড়ায় দাঁড়িয়ে রইল। দ্বিতীয় দিনও তেমনি দাঁড়িয়ে কথা বলে যেতে লাগলো। কিন্তু সে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ক্ষুধার্ত হয়ে উঠলো; আর আহাম্মকদেরও মাথায় এল না যে, খাবার নিয়ে তার কাছে কেউ উঠে যায়। তারা ভাবলো, সে যদি হাতের চেয়ে মাথা দিয়েই

ভাল কাজ করতে পারে, তবে নিশ্চয়ই মাথা দিয়ে সহজে খাবারও সংগ্রহ করতে পারবে।

শয়তানটা আরও একদিন স্তম্ভের চূড়ায় দাঁড়িয়ে, তেমনি বকে যেতে লাগলো। লোকে স্তম্ভের কাছে এসে, কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থেকে চলে গেল। আইভান জিজ্ঞাসা করলো—"ভদ্রলোকটি কি মাথা দিয়ে কাজ আরম্ভ করেছে?"

সকলে বললো—"না; সে এখনও বক্ বক্ করেছে।"

শয়তানটা তারপর স্তম্ভের চূড়ায় আরও একদিন দাঁড়িয়ে রইল; কিন্তু সে এত দুর্ব্বল হয়ে পড়লো যে, লণ্ঠনের একটা থামের ওপর ঢলে পড়ে তার মাথা ঠুকে গেল।

একজন লোক এই দেখে আইভানের স্ত্রীকে গিয়ে সে-কথা বললো: সেও তৎক্ষণাৎ তার স্বামীর কাছে মাঠে ছুটে গেল। সে বললো—"এসে দেখ। সকলে বলছে, ভদ্রলোকটি মাথা দিয়ে কাজ করতে আরম্ভ করেছে।"

আইভান বিস্মিত হ'ল। সে বললো—"সত্যি!"

তখন সে ঘোড়াটাকে ঘুরিয়ে রেখে স্তম্ভের কাছে ছুটে গেল। কিন্তু যখন সে স্তম্ভের কাছে গিয়ে পোঁছল, তখন শয়তানটা ক্ষুধায় একেবারে অবসন্ন হয়ে টলে টলে পড়ছে, আর থামে তার মাথা ঠুকে যাচ্ছে।

তারপর সে স্তম্ভের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই শয়তানটা হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল এবং সিঁড়ি দিয়ে সোজা নীচে গড়িয়ে এল। সেই সময় তার মাথাটা প্রত্যেক সিঁড়িতে ঠকঠক ক'রে ঠুকে যেতে লাগলো।

আইভান বললো—"ভদ্রলোকটি ঠিকই বলেছেন, 'কখনো কখনো লোকের মাথা ফেটে যায়।' এ ফোস্কার চেয়ে খারাপ। এই কাজের পর মাথা ফুলে উঠবে।"

এদিকে বুড়ো শয়তানটা একেবারে নীচে বেরিয়ে এল ; সেই সময় তার মাথাটা মাটিতে ঠুকে গেল।

সে কতখানি কাজ করেছে দেখবার জন্য আইভান এগিয়ে যেতেই হঠাৎ মাটি ফাঁক হয়ে গেল, আর শয়তানটা তার মধ্যে গেল ডুবে। কেবল রইল, একটা গর্ত!

আইভান তার মাথা চুলকোতে লাগলো। বললো—"কি বিশ্রী জিনিস! এ তো দেখছি, সেই শয়তানের একজন। ওঃ! কতো বড়! ও নিশ্চয় সেই শয়তানগুলোর বাবা।"

* *

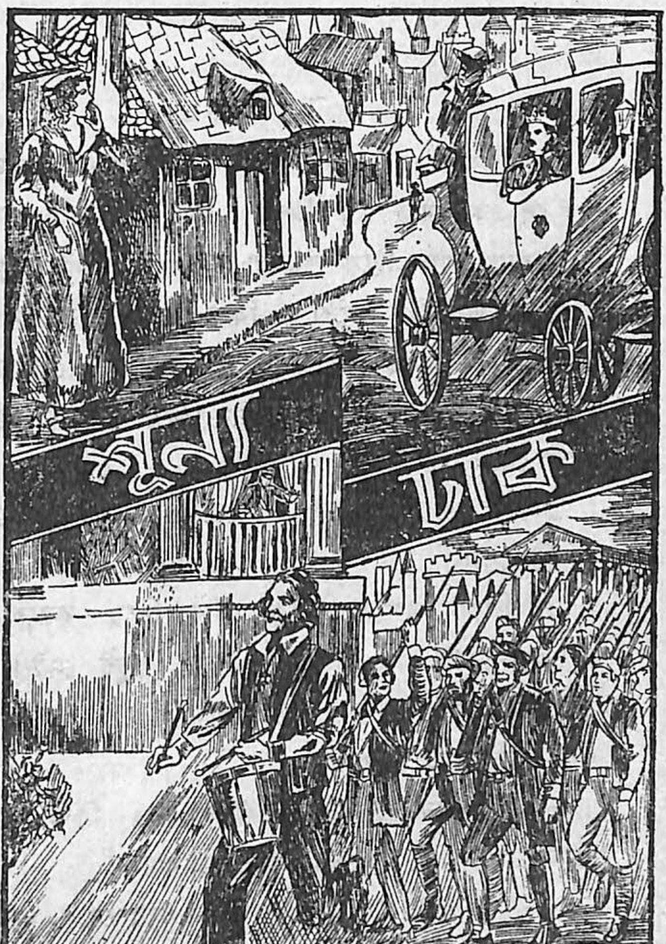
*

আইভান এখনো বেঁচে আছে ; লোকে তার রাজ্যে বাস করবার জন্য দলে দলে যায়। তার নিজের ভাইয়েরাও তার সঙ্গে বাস করতে এসেছে ; সে তাদেরও প্রতিপালন করে।

যে কেউ এসে তাকে বলে—"আমাদের খেতে দাও।"

আইভান তাকেই বলে—"বেশ। থাক। আমাদের প্রচুর আছে।"

কেবল তার রাজ্যে একটা বিশেষ নিয়ম আছে এই যে যার হাত শক্ত, সে টেবিলে বসে খেতে পায়, আর যার হাত শক্ত নয়, সে খেতে পায় তার উচ্ছিষ্ট!



—এক—

এমেলিয়ান নামে এক মজুর ছিল। একদিন কাজে যাবার পথে সে একটা মাঠ পার হচ্ছিল। এমন সময় হঠাৎ তার সামনে একটা ব্যাঙ লাফ দিয়ে পড়লো। আর একটু হ'লেই সে ব্যাঙটাকে মাড়িয়ে ফেলতো। কিন্তু কোন রকমে সে নিজেকে সামলে নিল। সেই সময় হঠাৎ শুনতে পেল, কে যেন তাকে পেছন থেকে ডাকছে। এমেলিয়ান ফিরে তাকিয়ে দেখে একটি সুন্দরী মেয়ে!

মেয়েটি তাকে বললো—"এমেলিয়ান, তুমি এখনো বিয়ে কর নি কেন?"

এমেলিয়ান বললো—"কি ক'রে বিয়ে করবো, বল? এই পোশাকটি ছাড়া ত আমার আর কিছুই নেই। সুতরাং কেউই আমাকে বিয়ে করতে চাইবে না।"

—"আমাকে বিয়ে কর।"

—"খুব আনন্দের সঙ্গেই রাজী আছি। কিন্তু আমরা বাস করবো কোথায়? আমার আয়ও যে কম।"

—"সেজন্য ভাবছো কেন? খাটতে হবে বেশি, ঘুমোতে হবে কম। তাহলেই খাওয়া-পরার উপায় হয়ে যাবে।"

—"বেশ, চল দু'জনে বিয়ে করা যাক। কিন্তু আমরা এখন যাব কোথায়?"

—“চল, শহরে যাওয়া যাক।”

এমেলিয়ান ও মেয়েটি শহরে চলে গেল। সেখানে গিয়ে মেয়েটি এমেলিয়ানকে শহরের একপ্রান্তে একটি কুঁড়ে ঘরে নিয়ে এল। তারপর ছ'জনে বিয়ে ক'রে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরসংসার করতে লাগলো।

এমন সময় সেই দেশের রাজা একদিন শহরের ভেতর দিয়ে গাড়ি চড়ে এমেলিয়ানের কুঁড়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমেলিয়ানের স্ত্রী রাজাকে দেখবার জন্য কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে এল। রাজা তাকে দেখে অবাক হয়ে গেলেন। তিনি বললেন —“কোথা থেকে এমন সুন্দরী মেয়ে এল?” তারপর গাড়ি থামিয়ে তিনি এমেলিয়ানের স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন—“তুমি কে?”

সে বললো—“মজুর এমেলিয়ানের স্ত্রী।”

রাজা বললেন—“তুমি এমন সুন্দরী হয়ে একটা মজুরকে বিয়ে করলে কেন? তোমার রাজরাণী হওয়া উচিত।”

—“ধন্যবাদ হুজুর! কিন্তু আমার মজুর স্বামীই ভাল।”

রাজা কিছুক্ষণ তার সঙ্গে কথা ব'লে গাড়ি হাঁকিয়ে প্রাসাদে ফিরে এলেন; কিন্তু এমেলিয়ানের স্ত্রীর কথা কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারলেন না। সারারাত তিনি ঘুমোলেন না; কেবল ভাবতে লাগলেন, কি ক'রে তাকে বিয়ে করে রাজবাড়ীতে আনা যায়। তিনি নিজে কিছু ভেবে ঠিক করতে না পেরে ভৃত্যদের ডেকে বললেন—“তোমরা একটা উপায় ঠিক কর।”

ভৃত্যেরা বললো—"মহারাজ, এমেলিয়ানকে প্রাসাদে এনে আমাদের সঙ্গে কাজ করতে আদেশ দিন। সে এলে আমরা তাকে এমন খাটাব যে, সে খাটতে খাটতে মরে যাবে। তাহলে তার স্ত্রী বিধবা হবে। আপনি তখন তাকে বিয়ে করতে পারবেন।"

রাজা তাদের কথায় খুশী হ'য়ে তখনই এমেলিয়ানকে প্রাসাদে এসে কাজ করবার আদেশ দিলেন। সেই সঙ্গে আরও ব'লে দিলেন, তাকে সস্ত্রীক এসে প্রাসাদে বাস করতে হবে।

দূত এমেলিয়ানের বাড়ি এসে তাকে রাজার আদেশ জানাল। এমেলিয়ানের স্ত্রী বললো—"তুমি রাজার প্রাসাদে গিয়ে সারাদিন কাজ কর গে। কাজের শেষে রাত্রে আবার বাড়ি ফিরে এসো।"

এমেলিয়ান তার স্ত্রীর কথামতই রাজবাড়িতেই চলে গেল। তাকে দেখে রাজবাড়ির তত্ত্বাবধায়ক বললো—"তোমার স্ত্রীকে না নিয়ে একা এসেছ কেন?"

এমেলিয়ান বললো—"তাকে কেন এখানে টেনে আনবো? তার তো বাড়িই আছে।"

রাজবাড়িতে এমেলিয়ানকে দুটো লোকের কাজ করতে দেওয়া হ'ল। এমেলিয়ান কাজ আরম্ভ করলো। সে কাজ তার দ্বারা সম্পন্ন হবে, তা সে আশা করতে পারেনি। কিন্তু সন্ধ্যা হ'তেই দেখা গেল, কাজ শেষ হয়ে গেছে। তত্ত্বাবধায়ক যখন দেখলো, কাজটা সে শেষ করেছে, তখন সে পরের দিনের জন্য যে কাজ ঠিক ক'রে দিল, তা সেদিনকার কাজের চারগুণ।

এমেলিয়ান বাড়ি চলে গেল। বাড়ি গিয়ে দেখলো, ঘর-দ্বার সব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন! উনুনে আগুনও রয়েছে। তার জন্য খাবারও প্রস্তুত। তার স্ত্রী টেবিলের পাশে বসে সেলাই করতে করতে তার জন্য অপেক্ষা করছে। সে এমেলিয়ানকে দেখে খুব খুশী হ'ল। টেবিলে খাবার জায়গা করে, তাকে খাদ্য ও পানীয় দিয়ে তার কাজের খবর জিজ্ঞাসা করতে লাগলো।

এমেলিয়ান বললো—"ভারী খারাপ অবস্থা। ওরা আমার শক্তির অতিরিক্ত কাজ আমাকে দিয়েছিল। আমাকে খাটিয়ে ওরা মেরে ফেলতে চায়।"

তার স্ত্রী বললো—"কাজের জন্য ভয় পেয়ো না। কতখানি কাজ করেছ, তা ফিরেও তাকাবার দরকার নেই। কতখানি বাকী রইল, তাও দেখো না। কেবল কাজ ক'রে যেও; সব ঠিক হয়ে যাবে।"

এমেলিয়ান বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। পরদিন সকালে সে কাজ করতে গেল এবং কোন দিকে না তাকিয়ে কাজ করতে লাগলো। তারপর সন্ধ্যা হ'তেই দেখা গেল, তার সব কাজ শেষ হয়ে গেছে। অন্ধকার হবার আগেই সে বাড়ি ফিরে এল।

রাজার ভৃত্যরা কেবলই এমেলিয়ানের কাজ বাড়ায়; কিন্তু সে সময়মত সব শেষ ক'রে বাড়িতে ঘুমোতে যায়।

এইভাবে এক সপ্তাহ কেটে গেল।

—দুই—

রাজার ভৃত্যরা দেখলো, তারা এমেলিয়ানকে এ-ভাবে কঠিন কাজ দিয়ে মে:র ফেলতে পারবে না। তাই ঠিক করলো, তাকে এবার এমন কাজ দেবে, যাতে দরকার হবে কৌশলের। কিন্তু তাতেও কিছু হ'ল না। ছুতারের কাজ, রাজমিস্ত্রীর কাজ, ছাদ-তৈরীর কাজ···যে কাজেই তারা তাকে লাগায়, সেই কাজই এমেলিয়ান সময়মত সম্পন্ন করে, এবং সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে যায়। এইভাবে দ্বিতীয় সপ্তাহও চলে গেল।

তখন রাজা তাঁর ভৃত্যদের ডেকে বললেন—"তোমাদের কি আমি শুধু শুধু খাওয়াচ্ছি? দু'সপ্তাহ চলে গেল; আমি দেখছি তোমরা কিছুই করো নি। তোমরা এমেলিয়ানকে খাটিয়ে মেরে ফেলতে চাইছিলে। কিন্তু আমি জানালায় দাঁড়িয়ে দেখি, সে রোজ সন্ধ্যেবেলা মনের আনন্দে গান গাইতে গাইতে বাড়ি ফিরে যায়। তোমরা কি আমার সঙ্গে চালাকি করছো?"

রাজার ভৃত্যেরা কৈফেয়ৎ দিতে লাগলো, বললো—"আমরা ওকে কঠিন কাজ দিয়ে মেরে ফেলবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু ওর পক্ষে কোন কাজই কঠিন নয়। ও সবকাজ এমনভাবে শেষ করে, যেন ঝাঁট দিয়ে ঘর পরিষ্কার করেছে। ওকে কাবু করবার জন্য আমরা এমন কাজ দিলাম, যাতে কৌশলের দরকার হয়। আমাদের ত ধারণাই ছিল না যে, ওর কৌশলও কিছু জানা আছে। কিন্তু ও সে-সব কাজও সুসম্পন্ন করেছে। ওকে

-যে কাজদেওয়া হোক্ না, ও তা করে। কেমন ভাবে করে, কেউ জানে না। হয় ও অথবা ওর স্ত্রী এমন মন্ত্র জানে, যার বলে ও সব করতে পারে। আমরা নিজেরাই ওকে নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েছি। আমরা এমন কাজ খুঁজে বার করতে চাই, যা ও কিছুতেই করতে পারবে না। আমরা এখন ওকে একদিনে একটা গীর্জ্জা তৈরীর কাজে লাগাব। আপনি এমেলিয়ানকে ডেকে পাঠান। তাকে একদিনে একটা গীর্জ্জা তৈরী করতে আদেশ দিন। যদি সে না পারে, তাহলে তাঁর মাথা কেটে ফেলুন।"

রাজা এমেলিয়ানকে ডেকে পাঠালেন। সে এলে বললেন —"শোন, আমার প্রাসাদের সম্মুখের মাঠে একটা নতুন গীর্জ্জা তৈরী ক'রে দাও। আমি কাল সকালে সেটা তৈরী দেখতে চাই। যদি পার, আমি তোমাকে পুরস্কার দেব। যদি না পার, তোমার মাথা কেটে ফেলবো।"

এমেলিয়ান রাজার আদেশ শুনে বাড়ি চলে গেল।

বাড়ি পৌঁছে সে তার স্ত্রীকে বললো—"চল, আমরা এখান থেকে পালিয়ে যাই, না হ'লে বিনা দোষেই মারা যাব।"

এমেলিয়ানের স্ত্রী বললো—"তোমার এত ভয় কিসের? আমরা পালাব কেন?"

—"ভয় না পেয়ে করি কি বল? রাজা আমাকে একদিনের মধ্যেই একটা গীর্জ্জা তৈরী ক'রে দিতে আদেশ দিয়েছেন। যদি না পারি, আমার মাথা কেটে ফেলবেন।

এখন কেবল একটা কাজ করবার আছে···সময় থাকতে পালানো।

কিন্তু তার স্ত্রী তাতে মত দিল না, বললো—"রাজার সৈন্য অনেক। যেখানে যাব, সেখানেই গিয়ে তারা আমাদের ধরে আনবে। আমরা রাজার কবল থেকে পালাতে পারবো না ; যতক্ষণ শক্তি থাকবে, ততক্ষণ তাঁর আদেশ পালন করবো।"

—"কাজটা যখন আমার শক্তির অতিরিক্ত, তখন কি করে তাঁর আদেশ পালন করবো ?"

—"নিরুৎসাহ হয়ো না। এখন খেয়ে শুয়ে পড়। খুব সকালে ঘুম থেকে উঠো, সব ঠিক হয়ে যাবে।"

—তিন—

এমেলিয়ান শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। তার স্ত্রী পরদিন ভোরে তাকে জাগিয়ে দিয়ে বললো—"শীগ্‌গির গিয়ে গীর্জ্জাটা শেষ ক'রে ফেল। এই কতকগুলো পেরেক আর হাতুড়ি রয়েছে।"

এমেলিয়ান তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে রাজবাড়ির সম্মুখে মাঠে গিয়ে পৌঁছুল। সেখানে তখন অর্দ্ধেক-তৈরী-অবস্থায় একটা গীর্জ্জা ছিল। তার যেটুকু বাকি ছিল, এমেলিয়ান সেটুকু তৈরী করতে লেগে গেল এবং সন্ধ্যার সময় সেটা সম্পূর্ণ করলো রাজা ঘুম থেকে উঠে রাজবাড়ির জানালা দিয়ে তাকিয়ে

দেখেন, মাঠের মাঝখানে একটা গীর্জা ! এমেলিয়ান তার এখানে ওখানে পেরেক বসাচ্ছে। কিন্তু রাজা গীর্জা দেখে খুশী হ'লেন না ; এমেলিয়ানের মাথা কাটতে না পেরে এবং তার স্ত্রীকে রাজপ্রাসাদে আনবার সুযোগ না পেয়ে বড় বিরক্ত হ'লেন। তিনি আবার ভৃত্যদের ডাকলেন। তারা এলে বললেন—"এমেলিয়ান এই কাজটাও করেছে। ত্র কাজও ওর পক্ষে কঠিন নয়। তোমরা আর একটা ফন্দি বার কর। নাহলে আমি ওর, আর সেই সঙ্গে তোমাদেরও মাথা কেটে ফেলবো।"

রাজার ভৃত্যেরা এইবার বললো—"তাকে প্রাসাদের চারিধারে একটা নদী কাটতে দেওয়া হোক।"

রাজা এমিলিয়ানকে ডেকে তার ওপর এই নতুন কাজের ভার দিলেন। বললেন—"তুমি যখন এক রাত্রে একটা গীর্জা তৈরী করতে পার, তখন এ-কাজটাও সহজে পারবে। কাল এটা শেষ হওয়া চাই-ই। যদি না হয়, তোমার মাথা কেটে ফেলবো।"

এমেলিয়ান বিষণ্ণমনে তার স্ত্রীর কাছে ফিরে এল। তার স্ত্রী বললো—"তুমি এত বিষণ্ণ কেন? রাজা কি তোমাকে নতুন কাজ দিয়েছেন?"

এমিলিয়ান তাকে সমস্ত কথা জানিয়ে বললো—"আমরা এবার পালাব।"

কিন্তু তার স্ত্রী উত্তর দিল—"সৈন্যদের কবল থেকে পালাবার উপায় নেই। আমরা যেখানেই যাব, ওরা

সেখানেই যাবে। রাজার আদেশ পালন করা ছাড়া কোনই উপায় নেই।"

এমেলিয়ান কাতরস্বরে বললো—"কি ক'রে তা করবো ?"

—"হতাশ হয়ো না ; এখন খেয়ে ঘুমিয়ে পড়। খুব সকালে উঠো, সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে।"

এমেলিয়ান শুয়েই ঘুমিয়ে পড়লো। তার স্ত্রী পরদিন ভোরে তাকে ডেকে তুলে দিয়ে বললো—"রাজবাড়িতে যাও, সব প্রস্তুত। কেবল প্রাসাদের সামনে জেটির কাছে একটা ঢিপি বাকী। কোদাল দিয়ে সেটা সমান ক'রে দাও গে।"

রাজা ঘুম থেকে উঠে দেখেন, যেখানে নদী ছিল না, সেখানে একটা নদী হয়েছে। তার ওপর দিয়ে নৌকা চলাচল করছে এবং এমেলিয়ান একখানা কোদাল দিয়ে একটা ঢিপি কেটে সমান করছে।

রাজা অবাক হয়ে গেলেন ; কিন্তু তিনি নদী বা নৌকা দেখে খুশী হ'লেন না। এমেলিয়ানকে প্রাণদণ্ড দিতে না পেরে বিরক্ত হ'লেন ; ভাবলেন—"এমন কোন কাজ নেই, যা ও পারে না। কি করা যায় ?"

তিনি আবার তাঁর ভৃত্যদের ডেকে তাদের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করলেন ; বললেন—"এমন কোন কাজ খুঁজে বার কর, যা ও পারে না। আমরা যে-কোন কাজই ওকে করতে বলি ও তাই ক'রে ফেলে। আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় না।"

রাজার ভৃত্যরা সকলে অনেক ভেবেচিন্তে একটা মতলব করে। রাজার কাছে এসে তারা বললো—"এমেলিয়ানকে ডেকে বলুন, সেখানে যাও, 'জানি না কোথায়', এবং সেই জিনিসটা নিয়ে এস, 'যা জানি না কি,' তখন আর ওর রক্ষে থাকবে না। ও যেখানেই যাক না, আপনি বলতে পারবেন, 'তুমি ঠিক জায়গায় যাও নি', আর ও যাই আনুক না কেন, আপনি বলবেন, 'ঠিক জিনিস আন নি'—তখন আপনি ওর মাথা কেটে ফেলে ওর স্ত্রীকে বিয়ে ক'রে ঘরে আনতে পারবেন।"

রাজা খুশী হ'লেন। তিনি বললেন—"ভাল মতলব বার করেছ।" তারপর তিনি এমেলিয়ানকে ডেকে বললেন—"সেখানে যাও 'জানি না কোথায়' এবং সেই জিনিসটা নিয়ে এস 'যা জানি না কি।' যদি আনতে না পার, তোমার মাথা কাটা যাবে।"

এমেলিয়ান বাড়িতে এসে তার স্ত্রীর কাছে সব কথা বললো।

তার স্ত্রী চিন্তিত হয়ে পড়লো। সে বললো—কি "ক'রে তোমায় মেরে ফেলা যাবে, রাজাকে ওরা সেই মতলব দিয়েছে। এখন আমাদের খুব সাবধানে কাজ করতে হবে।"

তারপর সে বসে বসে ভাবতে লাগলো। অবশেষে তার স্বামীকে বললো—"তোমাকে অনেক দূরে আমাদের বুড়ী ঠাকুরমার কাছে যেতে হবে। তিনি হচ্ছেন কৃষাণী, সকল সৈন্যের মা। তোমায় তাঁর সাহায্য ভিক্ষে করতে হবে। যদি তিনি তোমায় কোন জিনিস দিয়ে সাহায্য করেন, তাই নিয়ে সোজা রাজবাড়িতে

যেও। আমি সেখানে থাকবো। এখন আর ওদের কবল থেকে পালাতে পারবো না, ওরা আমাকে জোর ক'রে নিয়ে যাবে ; তবে আমি সেখানে বেশিদিন থাকবো না ; ঠাকুরমা যেমন বলবেন, ঠিক যদি সেইমত কাজ কর, তাহলে আমাকে রক্ষা করতে পারবে।"

সে স্বামীকে বিদেশে যাবার জন্য প্রস্তুত করে দিল। তারপর তার হাতে একটা ঝোলা আর একটা টাকু দিয়ে বললো—"এইটে তাঁকে দিও। তাহলে তিনি বুঝবেন, তুমি আমার স্বামী।"

তারপর সে এমেলিয়ানকে ঠাকুরমার কাছে যাবার রাস্তা ব'লে দিল।

—চার—

এমেলিয়ান হাঁটতে হাঁটতে শহর ছাড়িয়ে অনেকদূর চলে গেল। তারপর এক জায়গায় পৌঁছে দেখলো, সৈন্যেরা কুচকাওয়াজ করছে। এমেলিয়ান দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের দেখতে লাগলো। কুচকাওয়াজ করার পর সৈন্যেরা বিশ্রাম করতে বসলো। এমেলিয়ান তাদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলো—"ভাই সব, বলতে পার, কোন্ পথে সেখানে যাওয়া যায়, যেখানে ' জানি না কোথায় এবং যা জানিনা তা' পাওয়া যায়?"

সৈন্যেরা তার কথা শুনে অবাক হয়ে গেল। তারপর তারা বললো—"কে তোমাকে এই কাজের ভার দিয়ে পাঠিয়েছে?"

—"রাজা।"

—"যেদিন থেকে আমরা সৈন্যদলে ভর্তি হয়েছি, সেদিন থেকে আমরাও 'যেখানে জানি না সেখানে যাই'। কিন্তু এখনও সেখানে পৌঁছুতে পারি নি। আর আমরা সেই জিনিস খুঁজি, 'যা জানি না কি'। আজও তা পাই নি। কাজেই আমরা তোমাকে সাহায্য করতে পারবো না।"

এমেলিয়ান সৈন্যদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলে আবার চলতে লাগলো। ক্রমে সে সুদীর্ঘ পথ পার হয়ে একটা বনের ধারে এসে পৌঁছুলো।

বনের মধ্যে এক জায়গায় ছিল একটা কুঁড়ে ঘর। সেখানে এক বৃদ্ধা বসে বসে চট বুনছিল, আর কাঁদছিল। বৃদ্ধাটি সকল সৈন্যের মা। চট বুনবার সময় সে মাঝে মাঝে চোখের জলে আঙুল ভিজিয়ে নিচ্ছিল। সে এমেলিয়ানকে দেখেই ব'লে উঠলো—"তুমি এখানে এসেছ কেন, বাবা।"

এমেলিয়ান তখন তার হাতের টাকুটা দিয়ে বললো—"আমার স্ত্রী আমাকে পাঠিয়েছে।"

তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধার মন গেল গলে; সে এমেলিয়ানকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করতে আরম্ভ করলো।

এমেলিয়ান তার কাছে তার শহুরে জীবনের কাহিনী বর্ণনা করলো। সে ব'লে গেল, কি ক'রে সে মেয়েটিকে বিয়ে করেছে; কেমন ভাবে সে প্রাণপণ খেটেছে, এবং রাজবাড়িতে সে কি কি কাজ করেছিল। কেমন ভাবে সে গীর্জা তৈরী করেছিল, কেমন ক'রে নদী কেটেছে, কেমন করে রাজা তাকে সেখানে যেতে

আদেশ দিয়েছেন, 'যে জায়গা জানেন না' এবং সেই জিনিস আনতে বলেছেন 'যা জানেন না।

ঠাকুরমা কথাগুলো মন দিয়ে শুনলো এবং আর কাঁদলো না। তারপর নিজের মনে বিড় বিড় করে বললো—"আচ্ছা, বস এখন ; তোমাকে কিছু খেতে দেব।"

এমেলিয়ানের খাওয়া হ'লে তাকে কি করতে হবে, ঠাকুরমা বলতে লাগলো—"এই নাও একটা সূতোর গুলি। চলবার সময় সামনের দিকে এটা গড়িয়ে দেবে এবং এটা যেদিকে যাবে তুমিও যাবে এর পেছন পেছন সেদিকে। তোমাকে অনেক অনেক দূর যেতে হবে···একেবারে সমুদ্রের ধারে। সেখানে পেঁৗছলে একটা প্রকাণ্ড শহর দেখতে পাবে। শহরে ঢুকে সব শেষের বাড়িটাতে গিয়ে রাতের মত আশ্রয় চাইবে। তুমি যা খুঁজছো, সেখানে তা দেখতে পাবে।"

—"ঠাকুরমা, সেটা দেখতে পেলে কি ক'রে আমি বুঝতে পারবো, যে জিনিসটা আমি খুঁজছি সেটা তাই?"

—"বাপ-মায়ের চেয়ে লোকে যার বাধ্য বেশি, সেই জিনিস-টাই তুমি খুঁজছো। দেখতে পেলেই সেটাকে ধরে নিয়ে যেও। রাজার কাছে সেটা নিয়ে গেলে, রাজা বলবেন, 'ঠিক জিনিস আন নি!' তখন তোমায় বলতে হবে—'এটা যদি সে জিনিস না হয়, তাহলে এটাকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে ফেলতে হবে।' তারপর সেটার ওপর ঘা দিতে দিতে নদীর ধারে নিয়ে যাবে। সেখানে গিয়ে সেটাকে টুকরো টুকরো ক'রে ভেঙ্গে জলে ফেলে দেবে।

তখন তোমার স্ত্রীকে ফিরে পাবে ; আমারও চোখের জল শুকিয়ে যাবে।"

—পাঁচ—

এমেলিয়ান ঠাকুরমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলতে লাগলো। সে চলে আর সূতোর গুলিটা সামনে গড়িয়ে দেয়। বলটা গড়াতে গড়াতে একেবারে সমুদ্রের ধারে এসে পৌঁছল।

সমুদ্রের ধারে একটা প্রকাণ্ড শহর ছিল। শহরের এক প্রান্তে ছিল একটা প্রকাণ্ড বাড়ি। এমেলিয়ান সেখানে একটি রাতের মত আশ্রয় চাইল। তাকে থাকবার অনুমতিও দেওয়া হ'ল। এমেলিয়ান বাড়িটির একটি জায়গায় গিয়ে শুয়ে ঘুমোতে লাগলো। সকালে ঘুম ভাঙ্গতেই সে শুনলো, এক জন তার ছেলেকে বলছে—"বনে গিয়ে কাঠ কেটে নিয়ে এস। আগুন জ্বালতে হবে।"

ছেলে কিন্তু বাবার কথা শুনলো না ; সে বললো—"এখনও রোদ ওঠেনি। অনেক সময় আছে।"

তারপর এমেলিয়ান ছেলেটির মাকে বলতে শুনলো—"বাবা, তোমার বাবার গা-হাত-পা ব্যথা করছে। তুমি কি বল, তিনি নিজে যাবেন? তোমার বিছানা থেকে ওঠবার সময় হয়েছে।"

কিন্তু ছেলেটা বিড় বিড় ক'রে কি ব'লে আবার ঘুমিয়ে পড়লো এবং তার ঘুম সবে এসেছে, এমন সময় রাজপথে কি যেন একটা গম্ভীর আওয়াজ শোনা গেল।

ছেলেটা তৎক্ষণাৎ বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠলো এবং পোষাক পরে পথে ছুটে গেল বেরিয়ে। এমেলিয়ামও তৎক্ষণাৎ উঠে ছেলেটার পেছন পেছন দেখতে গেল, সে জিনিসটা কি… বাপ-মায়ের চেয়েও সে যার বাধ্য।

সে গিয়ে দেখলো, একটা লোক রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। তার পেটের সঙ্গে বাঁধা একটা জিনিস। জিনিসটা সে বাজাতে বাজাতে চলেছে। ছেলেটা বাপ-মায়ের চেয়ে এরই শব্দের বাধ্য। এমেলিয়ান ছুটে গিয়ে জিনিসটা ভাল ক'রে দেখলো। সে দেখলো, জিনিসটা গোল ও ছোট টবের মত দেখতে ; তার ছু' দিকে চামড়ার ছাউনি। সে জিজ্ঞাসা করলো—"এ জিনিসটার নাম কি ?"

—"ঢাক।"

—"এটা কি ফাঁপা ?"

—"হাঁ, ফাঁপা।"

এমেলিয়ান আশ্চর্য্য হয়ে গেল। সে তাদের কাছে জিনিসটা চাইল। কিন্তু তারা দিতে সম্মত হ'ল না।

এমেলিয়ান তাই আর না চেয়ে ঢাকীটাকে অনুসরণ করতে লাগলো। সারাদিন ধরে সে তার পিছন পিছন ঘুরে বেড়াল। অবশেষে ঢাকীটা এক জায়গায় গিয়ে শুয়ে ঘুমোতে আরম্ভ করতেই সে ঢাকটা তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে দিল ছুট।

সে কেবলই ছুটছে এবং যতক্ষণ না তার নিজের শহরে পৌছুল, ততক্ষণ ছুটতে লাগলো। শহরে পৌঁছে সে তার

স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গেল। কিন্তু সে বাড়িতে ছিল না। এমেলিয়ান যাবার পরদিনই রাজা তাকে নিয়ে যান। এমেলিয়ান তখন রাজবাড়িতে গিয়ে রাজার কাছে খবর পাঠাল; বললো—"মহারাজের কথামত আমি সে জায়গায় গেছি এবং সেই জিনিস এনেছি।"

ভৃত্যেরা রাজাকে সে কথা জানাতেই তিনি বললেন, সে যেন কাল আসে। কিন্তু এমেলিয়ান বললো—"রাজাকে গিয়ে বল, আমি আজই এসেছি এবং তিনি যা বলেছেন, তাও এনেছি। তিনি আমার কাছে আসুন; না এলে আমি তাঁর কাছে যাব।"

রাজা বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন—"তুমি কোথায় গিয়েছিলে?"

কোথায় গিয়েছিল এমেলিয়ান তা বললো।

রাজা বললেন—"সেটা ঠিক জায়গা নয়। কি এনেছ?"

এমেলিয়ান রাজাকে ঢাকটা দেখাল। রাজা সেদিকে ফিরেও তাকালেন না; বললেন—"ওটা সে জিনিস নয়।"

এমেলিয়ান বললো—"এটা যদি সে জিনিস না হয়, এটাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেলতে হবে। জাহান্নামে যাক এটা।"

এমেলিয়ান ঢাক বাজাতে বাজাতে রাজবাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। তার বাজনা শুনেই রাজার সমস্ত সৈন্য তার পেছন পেছন চলতে লাগলো এবং তাকেই অভিবাদন ক'রে তার আদেশের প্রতীক্ষায় রইল।

রাজ-প্রসাদের জানালায় দাঁড়িয়ে সৈন্যদের এমেলিয়ানের পেছন পেছন যেতে দেখে রাজা চীৎকার করে তাদের বারণ করতে লাগলেন।

কিন্তু সৈন্যরা সে কথায় কান না দিয়ে এমেলিয়ানের পেছন পেছন চললো।

রাজা তাই দেখে, এমেলিয়ানের স্ত্রীকে তার কাছে ফিরিয়ে দেবার আদেশ দিলেন। এমেলিয়ানের কাছে ঢাকটা চেয়ে পাঠালেন।

এমেলিয়ান বললো—"তা হতেই পারে না। আমাকে এটা টুকরো টুকরো করে ভেঙে নদীতে ভাসিয়ে দিতে হবে।"

এমেলিয়ান ঢাকটা বাজাতে বাজাতে নদীর দিকে চলতে লাগলো। তার পেছন পেছন চলতে লাগলো সৈন্যরা।

নদীর ধারে পৌঁছে সে ঢাকটা টুকরো টুকরো ক'রে ভেঙে নদীর জলে দিল ফেলে। তখন সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল পালিয়ে।

এমেলিয়ান এইবার তার স্ত্রীকে নিয়ে বাড়ি চলে গেল।

তারপর রাজা আর কোন দিন তাকে উত্ত্যক্ত করেন নি। এমেলিয়ান ও তার স্ত্রী ও সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘর-কন্না করতে লাগলো।

ইউ. এন. ধর অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩
-এর পক্ষে শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ধর কর্তৃক প্রকাশিত